পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩২ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 32, Issue 1568, Saturday, 09 March 2024 *FREE* www.parichoy.com

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- রেমিট্যান্স ও কারেন্সি সোয়াপের সুবাদে বাংলাদেশের রিজার্ভ বেড়ে ২১.৩ বিলিয়ন ডলার-৫ম পাতায়
- মুডিস রেটিংয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ‘নেতিবাচক’ থেকে ‘স্থিতিশীলতায়’ উন্নীত-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশিকে হত্যার দায়ে সৌদি আরবে ৫ পাকিস্তানির শিরশ্ছেদ-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশিকে হত্যার দায়ে সৌদি আরবে ৫ পাকিস্তানির শিরশ্ছেদ-৬ষ্ঠ পাতায়
- ৭ অক্টোবরের পর ইসরাইলে শতাধিকবার অস্ত্র বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্র-৬ষ্ঠ পাতায়
- দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্টের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা-৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের সঙ্গে নিজের পার্থক্য তুলে ধরলেন বাইডেন-৭ম পাতায়
- পাগলের মতো মিথ্যে কথা বলেছেন: বাইডেনের বক্তব্যের জবাবে ট্রাম্প-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশে প্রেসক্লাব : সাংবাদিকদের মিলনমেলা, নাকি বিভেদের প্ল্যাটফর্ম?- ৮ম পাতায়
- ঢাকায় ৬৪ হাজারের মধ্যে ‘ব্যবহারের অনুমোদন’ আছে সর্বোচ্চ ৩২০০ ভবনের-৮ম পাতায়
- কর্ণফুলীতে এস আলমের পোড়া চিনি, মরে ভেসে উঠছে মাছ-৮ম পাতায়

পথ পরিষ্কার : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প-বাইডেনেরই লড়াই আবার

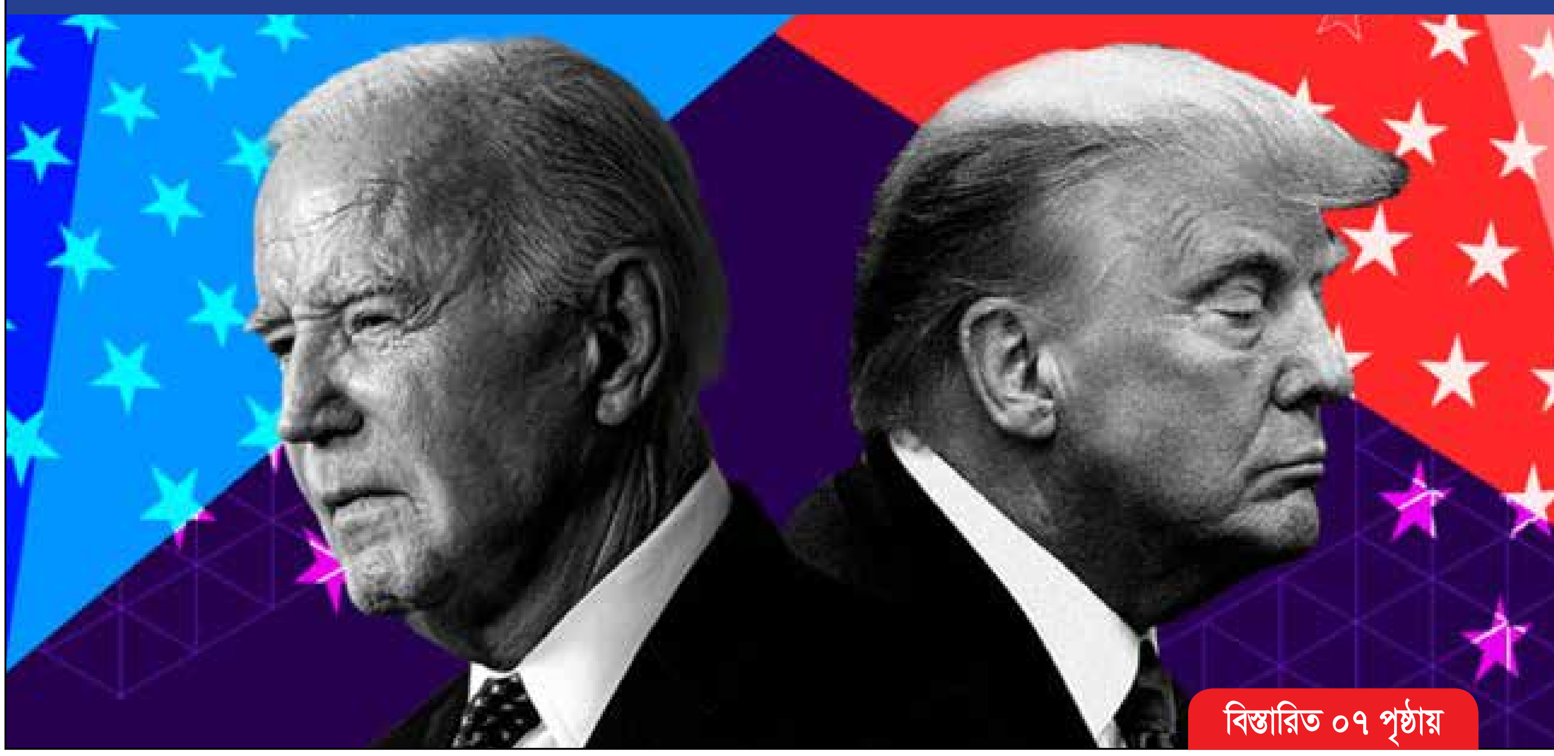

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ডলার কিনে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TOP RATED
CPA FIRM IN NYC
200+ Google REVIEWS
(929) 371-9915
info@ahadandco.com ahadandco.com
/AhadCoCPA /AhadTheCPA

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs · Inquiries · Collections · Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

LAW OFFICES OF RUMA JUNNATUL, PLLC
ইমিগ্রেশন, সিভিল এবং ফ্যামিলি ল' সহ যে কোন আইনি সহায়তা নিন।
এসাইলাম, আপিল, ডিভোর্স, স্ট্যান্ডার্ড ট্যালেন্ট ডিসপিউট গ্রীন কার্ড, I-130, VAWA, EB2, EB3, NIW, এক্সিডেন্ট এবং ইনজুরি
For Appointment
(718) 427-1233, (516) 549-6707
rumalawny@gmail.com
Open 5 days weeks
এটর্নী জন্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এট ল (নিউইয়র্ক)
37 51 75th Street, Suite: 1A, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বললেন

ডলার কিনে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেছেন, ডলার কিনে মানুষ বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। খুব আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, আমরা ব্যাংকে ডলার জমার সুযোগ সহজ করে দেওয়ার পর প্রতিদিন গড়ে পাঁচ লাখ নগদ ডলার জমা হচ্ছে। এতে রিজার্ভ বাড়ছে। ব্যাংক কিন্তু কোনো প্রশ্ন করছে না। আবার বিদেশ থেকে আসার সময় কেউ যদি ঘোষণা দেয় আমি ডলার নিয়ে এসেছি। কেউ প্রশ্ন করবে না। সেই ডলার আরএফসিডি (রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট) হিসেবে জমা রাখা যাবে।

গভর্নর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত তৃতীয় এ কে এন আহমেদ স্মারক বক্তৃতায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিআইবিএম মিলনায়তনে আয়োজিত এ স্মারক বক্তৃতায় মূল বক্তা ছিলেন সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক মো. আখতারুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন সাবেক গভর্নর ফজলে কবির। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিআইবিএমের সহযোগী অধ্যাপক মো. শিহাব উদ্দিন খান।

গভর্নর বলেন, আরএফসিডি হিসাবে যে কেউ ডলার জমা রাখতে পারছে। যে জীবনে একবার বিদেশে গিয়েছে সেও ব্যাংকের একটি হিসাব খুলে ১০ হাজার ডলার জমা রাখতে পারবে। কেউ যদি চারবার বিদেশে যায়, তাহলে ৪০ হাজার ডলার জমা রাখার সুযোগ পাবে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মুডিস রেটিংয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ‘নেতিবাচক’ থেকে ‘স্থিতিশীলতায়’ উন্নীত

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থা বা ঋণমান নিরূপণকারী সংস্থা মুডিস ইনভেস্টরস সার্ভিস বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ‘নেগেটিভ’ থেকে ‘স্থিতিশীল’ রেটিং দিয়েছে সংস্থাটি। মুডিস হলো বিশ্বের তিনটি বড় রেটিং এজেন্সির অন্যতম।

মুডিসের এ প্রতিবেদনটি দেশের ব্যাংক খাতের জন্য একটি বড় সুসংবাদ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। এই রেটিংয়ের ফলে একধরনের চাপ থেকে মুক্তি পাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

উল্লেখ্য, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আরও এগিয়ে নিতে ব্যাংক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে সুদূরপ্রসারী ও কার্যকরী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুডিসের সর্বশেষ প্রতিবেদন এরই সুফল বলে মনে করছেন অনেকেই।

মুডিস তার প্রতিবেদনে জানায়, ‘চলমান সম্পদের গুণগতমান সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সত্ত্বেও মুনাফা আয় *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

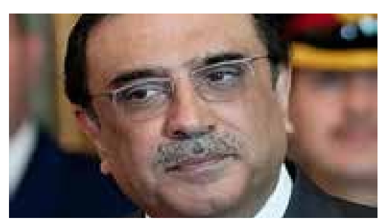

রেকর্ড গড়ে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত আসিফ আলি জারদারি

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন আসিফ আলি জারদারি। ৯ই মার্চ শনিবার পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ২৫৫টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন। অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাহমুদ খান আচাকজাই পেয়েছেন ১১৯ ভোট। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশিকে হত্যার দায়ে সৌদি আরবে ৫ পাকিস্তানির শিরশ্ছেদ

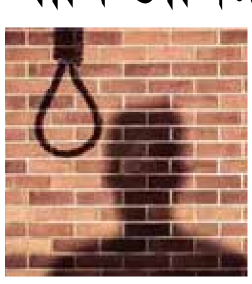

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবে এক বাংলাদেশিকে হত্যার দায়ে পাঁচ পাকিস্তানিকে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। গত ৫ই মার্চ মঙ্গলবার মক্কা নগরীতে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ওই পাঁচ পাকিস্তানি সৌদি আরবের একটি প্রতিষ্ঠানে হামলা করেন। যেখানে নিহত বাংলাদেশি প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই পাঁচ পাকিস্তানি সৌদির একটি বেসরকারি সংস্থায় হামলার সময় দুই প্রহরীকে বেঁধে মারধর করেন এবং একজন বাংলাদেশি গার্ডকে হত্যা করেন। এ ঘটনার তদন্তের পর পাঁচজনকে আদালতে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

নিম্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায় পরে আপিল এবং সুপ্রিম কোর্টেও বহাল থাকে। এরপর রাজকীয় আদেশে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। গত মঙ্গলবার মক্কা নগরীতে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

সৌদি আরব হত্যা ও সন্ত্রাসী হামলার পাশাপাশি মাদক চোরাচালান ও পাচারে দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সৌদি কর্তৃপক্ষ সুদানি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিমান থেকে ফেলা ত্রাণ মাথায় পড়ে গাজায় পাঁচজন নিহত

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় বিমান থেকে ফেলা ত্রাণ মাথায় পড়ে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৮ মার্চ) আল শাতি শরণার্থী ক্যাম্পে এসব ত্রাণ ফেলা হয়। এ ঘটনায় কমপক্ষে আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিক খাদের আল জানুনের বরাতে এ তথ্য *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

“কে কি বললেন”

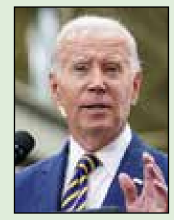

রমজানের আগে গাজায় যুদ্ধবিরতি না হলে তা খুব বিপজ্জনক হতে পারে- **প্রেসিডেন্ট বাইডেন**

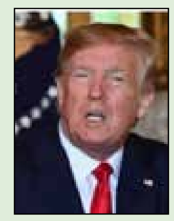

‘আমাদের শহরগুলো দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। আমাদের অঙ্গরাজ্যগুলো মারা যাচ্ছে। আরও সোজা ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের দেশ মারা যাচ্ছে।’ - **সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প**

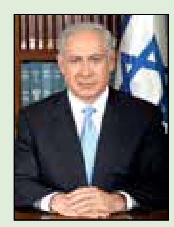

‘ত্রাণসহায়তার প্রবাহ উল্লেখ যোগ্যভাবে বাড়াতে ইসরায়েল সরকারকে অবশ্যই আরও কিছু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত চলবে না।’- গাজায় ত্রাণ সরবরাহ বাড়াতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী **বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু**

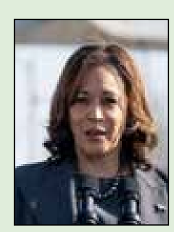

সরকারের প্রতি কড়া ভাষায় আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট **কমলা হ্যারিস**

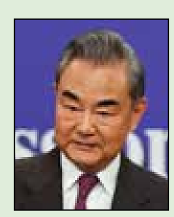

গাজার যুদ্ধ মানবসভ্যতার জন্য লজ্জার - **চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই**

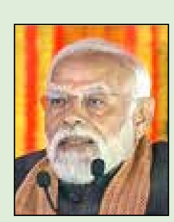

‘বিয়ে করতে বিদেশ গিয়ে দেশের অর্থ নষ্ট করবেন না। এখানেই অসংখ্য জায়গা আছে, কাশ্মির আছে, সেখানে বিয়ে করুন। কাশ্মির অসাধারণ সুন্দর। - **ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি**

নারীরা অফিস থেকে বাড়ি ফিরেও কাজ করেন যা হিসাব করা হয় না - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**

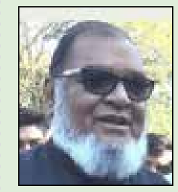

‘রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে, গ্রামপর্যায় থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। অতি দ্রুত তালিকা প্রকাশ করা হবে।’- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী **আ ক ম মোজাম্মেল হক**

বাংলাদেশে ছয় মাসের মধ্যে

খুব দ্রুত মূল্যস্ফীতির হার কমবে, অর্থনীতির সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করেছে - বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর **আব্দুর রউফ তালুকদার**

পুলিশ নীরব থাকলে আ.লীগের নেতারা রাস্তায় বের হতে পারবে না **-নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না**

‘আমরা লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকতে পারি না। যারা আমাদের দলে থেকে অন্য দলের রাজনীতি করে তাদের দল থেকে বের করে দিতে পারি না, আমরা ঝুঁকি নিতে পারি না। সামনের দিনে যদি রাজনীতিকে বাঁচাতে হয়, তবে ঝুঁকি নিতে হবে।’- জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান **জি এম কাদের**

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের পক্ষে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান মনোনয়নপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এ ব্যাপারে তাঁর এযাবৎকালের সবচেয়ে স্পষ্ট কথাটি বললেন।

গতকাল ফক্স নিউজের এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি ইসরায়েলের পক্ষে কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, 'হ্যাঁ।'

সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী এরপর জানতে চান, ইসরায়েল যে কায়দায় অভিযান চালাচ্ছে, তা তিনি সমর্থন করেন কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আপনাকে সমস্যাটা শেষ করতে হবে'।

গাজায় হামলা বন্ধের জন্য ইসরায়েলকে রাজি করাতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর যখন চাপ জোরালো হচ্ছে, তখনই এমন মন্তব্য করলেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে লড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে বাইডেন চাপের মধ্যে রয়েছেন। এমনকি নিজ দল ডেমোক্রেটের মধ্যেও অনেকে তাঁর অবস্থানের বিরোধিতা করেছেন।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের তথ্যের ভিত্তিতে এএফপির করা হিসাব অনুসারে ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার ১৬০ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই বেসামরিক নাগরিক। জবাবে ৭ অক্টোবর থেকেই গাজা উপত্যকায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামাস শাসিত গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে প্রায় পাঁচ মাস ধরে চলা এ যুদ্ধে ৩০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদী আন্দোলনগুলো ভোটারদের বলছে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দলীয় বাছাইপর্বে ইসরায়েল সমর্থনকারী বাইডেনকে উচিত শিক্ষা দিতে।

সম্প্রতি মিশিগানে দলীয় বাছাইপর্বে এক লাখের বেশি ভোটার বাইডেনকে সমর্থন না দিয়ে 'আনকমিটেড' হিসেবে ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেননি। মিশিগান এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের দোলাচলে থাকা ভোটারদের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত।

এমন অবস্থায় সম্প্রতি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মার্কিন কর্মকর্তাদের কঠোর হতে দেখা যাচ্ছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস গাজা উপত্যকার মানবেতর পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। গত সোমবার ওয়াশিংটনে ইসরায়েলের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বেনি গান্টজের সঙ্গে বৈঠকে এমন উদ্বেগ জানান তিনি।

তাইওয়ান যুদ্ধ : চীনকে মোকাবেলায় নতুন কৌশল যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: চীন যদি শক্তিবলে তাইওয়ানকে একীভূত করতে চায়, তখন বেইজিংকে মোকাবেলা করার জন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বৃহত্তর চীনা বাহিনীর বিরুদ্ধে মার্কিন সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রওরেপ্লিকেটর কর্মসূচি এবং স্নায়ুযুদ্ধ-ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করছে। সংখ্যাগত দিক থেকে এগিয়ে থাকা চীনকে প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন সামরিক বাহিনী এখন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র শিল্প ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে তার প্রতিপক্ষদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রণতরী, বিমান ও ট্যাঙ্কের মতো সামরিক প্লাটফর্মের সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র একই বিশ্বের নির্মাণ সক্ষমতার অর্ধেকের অধিকারী হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের আগে পর্যন্ত চীনের সামরিক বাহিনী স্পষ্টভাবেই প্যাসিফিক রিম সজ্জাতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছিও ছিল না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৬ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর হাতে ১২টি বিমানবাহী রণতরী, ৮২টি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

৭ অক্টোবরের পর ইসরাইলে শতাধিকবার অস্ত্র বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: চলমান গাজা যুদ্ধে ইসরাইলে শতাধিকবার অস্ত্র বিক্রি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত ৬ মার্চবুধবার ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৭ অক্টোবরের পর ইসরাইলে শতাধিকবার অস্ত্র সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কর্মকর্তারা সম্প্রতি একটি ব্রিফিংয়ে কংগ্রেসকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

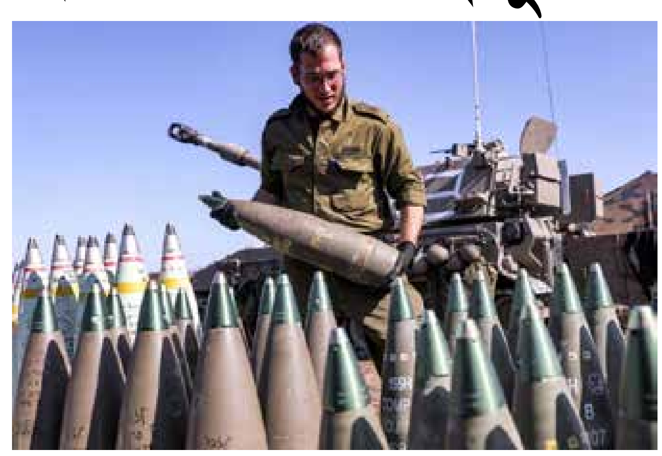

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন কর্মকর্তাদের সূত্রে সূত্রটি জানিয়েছে, সরবরাহ করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার নির্ভুল-নির্দেশিত অস্ত্র, ছোট ব্যাসের বোমাসহ অন্যান্য অস্ত্র। প্রতিবেদন অনুসারে, অস্ত্র সরবরাহের জন্য কর্মকর্তাদের কংগ্রেসের কাছে অনুমতি নেয়া আবশ্যক ছিল না। কারণ, প্রতিটি বিক্রয়ের ব্যয় ন্যূনতম পরিমাণের নিচে নেমে গেছে, যা তাদের বিবেচনা করা দরকার।

বাইডেন প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা জেরেমি কোনিন্ডিক ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, এতো অল্প সময়ে এতো অধিক পরিমাণ সরবরাহ এই বিষয়ই প্রমাণ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন নিবিড় সমর্থন ছাড়া ইসরাইলের পক্ষে হামাসের সাথে টিকে ওঠা সম্ভব নয়।

কোনিন্ডিক রিফিউজি ইন্টারন্যাশনালের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং গাজায় যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে ইসরাইলকে চাপ দেয়ার জন্য অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাট মিলার ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, মার্কিন কর্মকর্তারা অক্টোবর থেকে ইসরাইলকে দুই শতাধিক বার অস্ত্র সরবরাহ করেছেন। সূত্র : টাইমস অফ ইসরাইল

৯২ বছর বয়সে পঞ্চম বিয়ে করছেন 'মিডিয়া ব্যারন' রুপার্ট মার্ডক

পরিচয় ডেস্ক: ৯২ বছর বয়সে বিয়ের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন 'মিডিয়া ব্যারন' রুপার্ট মার্ডক। এই নিয়ে পঞ্চমবারের জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন তিনি। পাত্রী রুপার্টের ৬৭ বছর বয়সী বান্ধবী এলিনা ঝুকোভা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বাগানবাড়িতেই বসতে চলেছে বিবাহের আসর। নবতিপর

রুপার্টের এক মুখপাত্রই সংবাদমাধ্যমে বিয়ে সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দেন।

রুপার্টের হবু পাত্রী এলিনা রাশিয়ার মস্কোর বাসিন্দা। পেশায় অনুজীব বিশেষজ্ঞ ৬৭ বছরের এলিনার সাথে গত বছর থেকে প্রেম করা শুরু করেন রুপার্ট। মার্ডক এবং তার চতুর্থ স্ত্রী জেরি হলের বিবাহবিচ্ছেদ হয় *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্টের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক: দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন মানাঙ্গাগওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। একই অভিযোগে দেশটির আরও ১০ ব্যক্তি ও তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন প্রশাসন।

জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসনের পাশাপাশি তার স্ত্রী, জিম্বাবুয়ের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিমান থেকে খুলে পড়ল চাকা, সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে নিচে থাকা গাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাপানগামী বোয়িং ৭৭৭ মডেলের একটি বিমান আকাশে উড্ডয়ন করার পরপরই এটির একটি চাকা খুলে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এরপর বিমানটি দ্রুত আবার জরুরিভাবে অবতরণ করে।

বিমান থেকে যে চাকাটি খুলে পড়েছে সেটি বিমানবন্দরের পার্ক করে রাখা কয়েকটি গাড়ির ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। এতে ওই গাড়িগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে। গাড়িগুলো বিমানবন্দরের কর্মীরা ব্যবহার করেন। গত বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে। বিমান থেকে চাকা খুলে পড়ার একটি ভিডিও মাইক্রো ব্লগিং সাইটে এক্সে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বিমানটি মাটি থেকে আকাশে উড়ার কয়েক সেকেন্ড পরই হঠাৎ করে একটি চাকা খুলে নিচে পড়ে যায়। যে বিমানটির চাকা খুলে গেছে সেটির প্রধান ল্যান্ডিং স্ট্রাটসে ছয়টি করে চাকা থাকে। যদি কোনো চাকা খুলে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাতেও যেন স্বাভাবিকভাবে বিমান অবতরণ করা যায় সেভাবে এটি তৈরি করা হয়েছে। চাকা খুলে যাওয়ার বিষয়টি নজরে আসার পর বিমানটি দ্রুত লস অ্যাঞ্জেলসের দিকে যায় এবং সেখানে সফলভাবে অবতরণ করে। পরবর্তীতে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। গত কয়েকমাস ধরেই বোয়িংয়ের বিমানে বিভিন্ন ঝামেলা দেখা যাচ্ছে। গত জানুয়ারিতে বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের একটি বিমানের অংশ মাঝ আকাশে খুলে পড়ে যায়। এতে ভেতরে থাকা যাত্রীরা প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ ঘটনার পর টানা ১৯ দিন বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের সব বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।-এএফপি

পথ পরিষ্কার : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প-বাইডেনেরই লড়াই আবার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইপর্বে ‘সুপার টুয়েসডে’তে রিপাবলিকান পার্টির নেতা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যাপক ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার ১৫টি রাজ্যে অনুষ্ঠিত এই ভোট উৎসবের পর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়ে বাছাইপর্ব থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের পথ এখন পরিষ্কার। আর ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও একই দিন ১৪টি রাজ্যে বাছাইপর্বের ভোটে ১৩টিতে জিতে আবার প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে পথ পরিষ্কার করেছেন। ট্রাম্প ও বাইডেন- তাদের সামনে বাছাইপর্বের আরও জটিল সব আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও লড়াইয়ের মতো আর কোনো যোগ্য প্রার্থী না থাকায় এবং আর কোনো অঘটন না ঘটলে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তারা দুজনই যে মুখোমুখি হচ্ছেন, তা বলাই যায়।

সুপার টুয়েসডের প্রাইমারিতে ট্রাম্প ১৫টির মধ্যে ১৪টিতে জয় পেয়েছেন। কেবল ভারমন্ট রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালির কাছে হেরেছেন তিনি।

২০২০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেনের কাছে হেরে ক্ষমতা ছাড়েন ট্রাম্প।

সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুসারে, ট্রাম্প যেসব রাজ্যে জয় পেয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে- আলাবামা, আলাস্কা, আরকানসাস, কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়া, মেইন, ম্যাসাচুসেটস, মিনেসোটা, নর্থ ক্যারোলাইনা, ওকলাহোমা, টেনেসি, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া ও ইউটাহ।

জয়ের খবরে ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান দলের প্রাথমিক বাছাই ভোটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে পরিচিত ‘সুপার টুয়েসডে’। মঙ্গলবার এই সুপার টুয়েসডেতে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি রাজ্যে রিপাবলিকান পার্টির বাছাইপর্বের ভোট হয়। আর ১৪টি রাজ্য ও আমেরিকান সামোয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় ডেমোক্র্যাটদলীয় বাছাইপর্বের ভোট।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর হিসাব অনুসারে, ১৪টি রাজ্যের সব কটিতে জিতেছেন বাইডেন। তবে মার্কিন টেরিটরি সামোয়ায় স্বল্পপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যাসন পামারের কাছে হেরে গেছেন তিনি।

বিভিন্ন জনমত জরিপের ফলাফল গড় করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম রিয়েলক্লিয়ারপলিটিকস বলছে, নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে বাইডেনের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন ট্রাম্প।

যেহেতু প্রার্থিতা প্রায় নিশ্চিত হয়েই যাচ্ছে তাই ট্রাম্প এবং বাইডেন সুপার টুয়েসডের ফলাফলের দিকে মনোযোগ না দিয়ে বরং পরস্পরকে আক্রমণের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। এটিই তাদের ভোটের আন্তর্জাতিক প্রচার।

মঙ্গলবার রাতেই মার-আ-লাগোতে বিজয়ী ভাষণে ট্রাম্প বাইডেনের অভিবাসননীতির কড়া সমালোচনা করেন এবং তাকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের ‘সবচেয়ে খারাপ’ প্রেসিডেন্ট বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘অভিবাসীদের অপরাধকাণ্ডে আমাদের নগরীগুলো ছেয়ে যাচ্ছে।’ যদিও যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ পরিসংখ্যান ট্রাম্পের এই দাবিকে সমর্থন করছে না।

অন্যদিকে এক বিবৃতিতে ট্রাম্পকে আমেরিকার গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বলে বর্ণনা করেন বাইডেন। তিনি বলেন, ‘আজকের ফল (মঙ্গলবার) আমেরিকার জনগণের সামনে স্পষ্ট করে তাদের পছন্দ বেছে নেওয়ার সুযোগ দেবে : আমরা কী সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখব নাকি আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমাদের পেছনে টেনে নিয়ে বিশৃঙ্খলা, বিভেদ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের সঙ্গে নিজের পার্থক্য তুলে ধরলেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: কংগ্রেসে বাৎসরিক ভাষণে প্রেসিডেন্ট প্রথম কার্যকালে নিজের সাফল্য তুলে ধরে বিরোধী পক্ষ ও তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী ট্রাম্পের জোরালো সমালোচনা করলেন। ভোটারদের মন জয় করতে কিছু ঘোষণাও করলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এই বছরে দুই রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে সংঘাত তুঙ্গে উঠেছে। অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের মতো ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যথেষ্ট সাফল্যের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও জনমত সমীক্ষায় তিনি ভালো ফল করতে পারছেন না। বয়সের কারণে তিনি আরো চার বছর ক্ষমতায় থাকার উপযুক্ত কিনা, সেই বিতর্ক তাঁর পুনর্নির্বাচনের উপর কালো ছায়া ফেলছে। অন্যদিকে মামলা-মোকদ্দমা ও বিতর্কের ধাক্কা সামলে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প রিপাব্লিকান দলের মনোনয়নের পথে এগিয়ে চলেছেন।

এমনই প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্টের ‘স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন্ত্ ভাষণে নিজেকে শক্তিশালী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন বাইডেন। ভোটারদের মন জয় করতে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লড়াই করছেন, তার আরো প্রমাণ হিসেবে বাইডেন ধনী ও বড় কোম্পানির উপর করের হার বাড়ানোর ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে অ্যামেরিকার স্বল্প আয়ের মানুষের করের বোঝা কমাতে চলেছেন তিনি। তবে সংসদে বর্তমানে অচলাবস্থার কারণে সেই সব প্রস্তাব আদৌ অনুমোদন পাবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে।

ইতিবাচক পদক্ষেপের পাশাপাশি বাইডেন তাঁর ভাষণে আগামী নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের জোরালো সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট লিংকন ও গৃহযুদ্ধের সময়ের পর অ্যামেরিকায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এমন হুমকির মুখে পড়েনি। সরাসরি ট্রাম্পের নাম মুখে না এনেও মোট ১৩ বার তিনি ‘আমার পূর্বসূর্রি হিসেবে তাঁর উল্লেখ করে রাশিয়ার কাছে নতি স্বীকার করার অভিযোগও করেন।

বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট আমার পূর্বসূরী পুতিনকে বলেছেন, ‘আপনি যা খুশি করেন।’বাইডেন আরো বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে ‘আমি মাথা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পাগলের মতো মিথ্যে কথা বলেছেন - বাইডেনের বক্তব্যের জবাবে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেসের যৌথ সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন, তার তীব্র সমালচনা করেছেন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার সমালোচনার প্রায় সবটুকু জুড়েই ছিলো বাইডেনের অভিবাসন নীতি।

বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) সন্ধ্যায় ট্রাম্প বলেন, ‘জো বাইডেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। তবে তিনি আর তার দল যে মারাত্মক ক্ষতি করেছেন তার জবাবদিহিতা না করে পাগলের মতো মিথ্যে কথা বলেছেন। তারা সেই একই নীতি অনুসরণ করছেন যা একটা ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করেছে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা একটি দেশ হিসেবে এটা আর মেনে নিতে পারছি না। ট্রাম্প ২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত তার প্রেসিডেন্ট কালের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘আমি যখন দায়িত্ব ছাড়ি, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে জো বাইডেনকে সবচেয়ে নিরাপদ সীমান্ত দিয়ে যাই।’

তিনি আরো বলেন, ‘তিনি অভিবাসন প্রত্যাশীদের আমেরিকায় না এসে মেক্সিকতে থেকে যাওয়ার জন্য ‘রিমেইন ইন মেক্সিকো’ নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘এটা পাওয়া কঠিন ছিলো কিন্তু আমি পেয়েছি। উদাহরণ হিসেবে ট্রাম্প সেইফ থার্ড অ্যাগ্রিমেন্টস, অ্যাসাইলামের উপর নিষেধাজ্ঞা, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকা মরছে, বিশ্ববাসী তাকিয়ে হাসছে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকা মারা যাচ্ছে এবং বিশ্ববাসী আমেরিকার দিকে তাকিয়ে হাসছে। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত সুপার টুয়েসডেতে প্রায় ১৫টি অঙ্গরাজ্যের সবগুলোতে প্রাইমারি বা ককাসে জয়ের পথে থাকা ট্রাম্প বর্তমান প্রেসিডেন্টকে হারানোর প্রতিজ্ঞা করে এই মন্তব্য করেছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৫ই মার্চ মঙ্গলবার ফ্লোরিডার পামবীচে নিজ বাসভবন মার-এ-লাগোতে সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন ট্রাম্প। ভাষণে ট্রাম্প ‘অভিবাসী অপরাধ’ বন্ধের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের শহরগুলো দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। আমাদের অঙ্গরাজ্যগুলো মারা যাচ্ছে। আরও সোজা ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের দেশ মারা যাচ্ছে।’ এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘এবং আমরা আমেরিকাকে আরও মহান দেশড়আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে মহানড়হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি।’

যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অভিবাসীদের স্রোত ঠেকানোর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা তাদের প্রবেশ ঠেকাতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের সীমান্ত বন্ধ করে দেব।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা অনেক লোককেড়বিশেষ করে অনেক খারাপ লোককেড়বের করে দেব। কারণ, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

‘ট্রাম্প আমাদের গণতন্ত্র ধ্বংসে বদ্ধপরিকর’ বললেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সতর্ক করে বলেছেন, ‘আমেরিকার গণতন্ত্র ধ্বংসে ট্রাম্প বদ্ধপরিকর।’

গত ৬ মার্চ বুধবার প্রেসিডেন্ট ও তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্প সুপার টুইসডে প্রাইমারিতে বড় বিজয় পাওয়ার পর বাইডেন এক বিবৃতিতে এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ‘ট্রাম্প আমাদের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে নারীদের নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো মৌলিক স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে এবং ধনীদের জন্যে আরেক দফা বিলিয়ন ডলারের কর কাঁটছাটের ব্যবস্থা করতে বদ্ধপরিকর। তিনি নিজেকে ক্ষমতায় রাখতে যা ইচ্ছে বলবেন কিংবা করবেন।’

বাংলাদেশে প্রেসক্লাব : সাংবাদিকদের মিলনমেলা নাকি বিভেদের প্ল্যাটফর্ম?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি বিভাগীয় ও জেলা শহরে একাধিক প্রেসক্লাব। এমনকি উপজেলা পর্যায়েও প্রেসক্লাবের ছড়াছড়ি। প্রেসক্লাবগুলো যেন হয়ে উঠেছে সাংবাদিকদের বিভেদ প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম!

সাংবাদিকদের পেশাগত মান উন্নয়নে প্রেসক্লাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা। অথচ অধিকাংশ জায়গায় 'মূল ধারার সাংবাদিকরা প্রেসক্লাব সম্পর্কে দৃশ্যত অনাগ্রহী। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেসক্লাব খুলে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ উঠছে। প্রেসক্লাবের বাইরেও রিপোর্টার্স ইউনিটি, সাংবাদিক সমিতি, সাংবাদিক ক্লাব, অনলাইন ক্লাবসহ নানা নামে খোলা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, "প্রেসক্লাব খুলে এখন অনেকেই ধান্দাবাজিতে নেমেছেন। নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকেরা এগুলো করছেন। ঢাকায় যারা কাজ করেন, তাদের অধিকাংশই জাতীয় প্রেসক্লাব বা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য। ঢাকা শহরের অলিতে

গলিতে এখন প্রেসক্লাব। এদের সঙ্গে মূল ধারার সাংবাদিকদের কোনো সম্পর্ক নেই। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তারা ক্লাব খুলে বসেছেন। অথচ যারা রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছেন, তাদের এগুলো দেখা উচিত। আবার পত্রিকার হকারও একটা পত্রিকার সম্পাদক-মালিক হয়ে উঠেছেন। জেলা প্রশাসন থেকে তাদের পত্রিকার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একজন পেশাদার সাংবাদিক পত্রিকার অনুমোদন নিতে গেলে তাকে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। সম্প্রতি প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, যিনি সাবেক বিচারপতিও, তিনি একটি নাম-সর্বস্ব প্রেসক্লাবের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানকার সদস্যদের কাউকে আমরা চিনি না। তার মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির এসব জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।"

গত শনিবার প্রেসক্লাব দ্বন্দ্বে হামলার শিকার হয়ে শেষে প্রাণ হারিয়েছেন বরগুনার সাংবাদিক তালুকদার মাসউদ। বরগুনায় দুটি প্রেসক্লাবের একটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। সেই প্রেসক্লাবের রেজিষ্ট্রেশনও নিয়েছিলেন যা কিনা বরগুনার পুরোনো প্রেসক্লাবের সদস্যরা মেনে নিতে পারেননি। বিবাদের এক পর্যায়ে প্রেসক্লাবের মধ্যেই তাকে মারধর করা হয়। পরে তিনি মারা যান।

সারা দেশের প্রেসক্লাবগুলো সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ঢাকায় ৬৪ হাজারের মধ্যে 'ব্যবহারের অনুমোদন' আছে সর্বোচ্চ ৩২০০ ভবনের

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার বেইলি রোডের একটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জনের মৃত্যুর পর ভবন ব্যবহারে বহু ধরনের অনিয়ম ও গাফিলতির তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে। রেস্তোরাঁ ব্যবসার অনুমোদন না থাকার পরও অগ্নিনিরাপত্তাহীন এই ভবনে আটটি রেস্তোরাঁ চলছিল বছরের পর বছর ধরে।

অথচ বিধি অনুসারে নির্মাণ শেষে ওই ভবনটি ব্যবহার শুরুর আগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) থেকে বাধ্যতামূলক সনদ (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) নেওয়ার কথা ছিল মালিকের। সেটা হলে ভবনটি কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কিংবা এর নকশা অথবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, তা রাজউকের নজরে আসত। এতে হয়তো মর্মান্তিক, প্রাণঘাতী এই দুর্ঘটনাটি এড়ানো যেত।

মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় বলা হয়েছে, কোনো ভবনে বসবাস বা ব্যবহারের আগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে ব্যবহার বা বসবাস সনদ নিতে হবে। ২০০৮ সালে এই আইন চালুর পর ১৬ বছর পেরিয়ে গেছে। এই দেড় দশকে অন্তত ৬৪ হাজার ভবন নির্মাণ হয়েছে রাজধানীতে। অথচ মাত্র দুই থেকে পাঁচ শতাংশ ভবন এই সনদ নিয়েছে। সংখ্যায় হিসাব করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় এক হাজার ২৮০ থেকে তিন হাজার ২০০টি।

নগরবিদ ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নেওয়ায় নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মিত হচ্ছে কি না, তা নজরদারি করা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো ভবন মালিক অনিয়ম করে নকশায় পরিবর্তন আনলেও তা ধরা পড়ছে না। ফলে নির্মিত ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলেও তা চিহ্নিত হচ্ছে না। আর ভবন ব্যবহার সনদ না নিলে রাজউক থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো নজির নেই।

এক্ষেত্রে রাজউকেরও দুর্নীতিপ্রবণ মানসের পাশাপাশি ভবন মালিক কিংবা কর্তৃপক্ষের অতি মুনাফার ঝোঁককেও দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। জানতে চাইলে নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ এবং নগর গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, রাজউককে মানুষ একটি দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা হিসেবে চেনে। এখানে নকশা অনুমোদন থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে যে ভোগান্তির ভেতর দিয়ে যেতে হয় গ্রাহককে, তাতে ভবন নির্মাণের পর অকুপেন্সি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বেইলি রোডের আগুনের সূত্রপাত 'চুমুক' থেকে

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার বেইলি রোডের 'চুমুক' নামের চা-কফির দোকানের চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, সেখানে গ্যাসের উপস্থিতি থাকায় আগুন দ্রুত পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনে জরুরি বহির্গমন সিঁড়ি না থাকায় মানুষ চেষ্টা করেও বের হতে পারেনি।

বেইলি রোডে গত বৃহস্পতিবারের (২৯ ফেব্রুয়ারি) আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ঢাকার রমনা থানায় শনিবার (২ মার্চ) হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার ভবনটির ব্যবস্থাপক মুন্সি হামিমুল আলমসহ চারজনকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, চুমুক নামের দোকান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে দুই দোকান মালিক আনোয়ারুল হক ও শফিকুর রহমান জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। আগুন লাগার পর তাদের দোকানের কর্মীরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার (আগুন নেভানোর সরঞ্জাম) ব্যবহার করে নেভানোর চেষ্টা করেন।

এদিকে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, চুমুক নামের দোকানটির চুলা থেকে আগুন লেগেছে। তদন্ত কমিটি এখন পর্যন্ত ১০ জনের বেশি মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।

ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত কমিটির প্রধান মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমাদের দেশে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সংকটকালে ব্যবস্থাপনা) খুবই দুর্বল। কোনো ঘটনা ঘটলে উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে কাজ করা যায় না।'

এদিকে বেইলি রোডের আগুনটির সূত্রপাত ইলেকট্রিক কেটলি ও গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তবে এখনো শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়নি আসলে আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে হয়েছে। এজন্য সঠিক তদন্তে কাজ করছে সিআইডি।

বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) দুপুরে মোবাইল চক্রের ৮ সদস্যকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান সিআইডি প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া।

সিআইডি প্রধান বলেন, রাজধানীর বেইলি রোডে ভবনে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস যখন সব কাজ শেষ করে, আগুন নেভায়, তখন সিআইডির একাধিক টিম সেখানে কাজ করে। সিআইডির ফরেনসিক টিম, ডিএনএ টিম ও কেমিক্যাল টিম কাজ করেছে। ইতোমধ্যে ১৫টির বেশি আলামত সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা যা জানতে পেরেছি, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাতের সম্ভাবনাই বেশি। কেমিক্যাল আলামতও পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেখানে বিস্ফোরক জাতীয় কিছু ছিলো কি না, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। আলামত পরীক্ষার প্রতিবেদনের অপেক্ষায় আছি। প্রতিবেদন পেলেই আগুনের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বেইলি রোডে আগুনের মামলা সিআইডিতে হস্তান্তর : *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

কর্ণফুলীতে এস আলমের পোড়া চিনি মরে ভেসে উঠছে মাছ

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রামে এস আলম গ্রুপের চিনিকলের পুড়ে যাওয়া অপরিশোধিত চিনি মিশ্রিত পানি পাশের কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে মিশে জলজ পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। নদীতে ৬ মার্চ বুধবার সকাল থেকে মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী মরে ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

চট্টগ্রামে এস আলম গ্রুপের চিনিকলের পুড়ে যাওয়া অপরিশোধিত চিনি মিশ্রিত পানি পাশের কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে মিশে জলজ পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। নদীতে আজ সকাল থেকে মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী মরে ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

গত সোমবার (৪ মার্চ) এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজের একটি গুদামে আগুন *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ে একসাথে কাজ করে বিশ্ব দরবারে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

'আমাদের যদি অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে হয়, তাহলে নারী পুরুষের সমানভাবে শ্রম দিয়ে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। কারণ সমাজের অর্ধেক নারী, সেই অর্ধেক যদি কাজ না করে, তাহলে সমাজ চলবে না। সমানতালে কাজ করলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো', বলেন তিনি।

গত শুক্রবার (৮ মার্চ) ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও জয়িতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করেছে জানিয়ে নারীদের ঘরে না বসে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, এখন মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে। ঘরে বসে থাকলে চলবে না। কারণ মেয়েরা সব থেকে বেশি কাজ করে। কাজের দিক থেকে শ্রমের দিক থেকে ৪৩ ভাগ দেখানো হচ্ছে, কিন্তু মেয়েরা অফিস-আদালত কাজ করে আরেকটা কাজ করে ঘরে এসে। সংসার সামলানো সেটা কিন্তু হিসেবে ধরা হয় না। সেটা যদি হিসেবে ধরা হয়, মেয়েরা কিন্তু অনেক বেশি কাজ করে, বেশি শ্রম দিচ্ছে।

আমাদের নারীরা কখনো পিছিয়ে থাকবে না সেটাই তার সরকারের লক্ষ্য জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, দলের গঠনতন্ত্রে, ঘোষণাপত্রে আমরা একমাত্র রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যেখানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি শুধু বলা না, সেটা করে দেখিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত মা-বোনদের আত্মত্যাগ ও অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তাদের পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' করে দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ডাক্তার, নার্স নিয়ে এসে তাদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তখন অনেকেই শারীরিক এবং মানসিকভাবে খুবই খারাপ অবস্থায় ছিলেন। তাদের বিয়ে থেকে কর্মসংস্থান সবকিছু জাতির পিতা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের সম্মাননা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জাতির পিতা চাইতেন বাঙালি নারীরা শিক্ষায়-দীক্ষায় আলাদা স্থান করে নেবে। নারী পুরুষের সমান অধিকার তিনি স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন সংবিধানে। নারীদের চাকরির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কোটা নিশ্চিত করেছিলেন। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন রেখেছিলেন যাতে নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে।

৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার নারীর জাগরণ এবং তাদের এগিয়ে আসার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ইতিমধ্যে আমরা নারীদের জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি। সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, এমনকি বর্ডার গার্ড, কোথাও নারীদের অবস্থান ছিল না। এখন সব জায়গায় আমাদের মেয়েরা কাজ করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের মেয়েরা ভালো কাজ করছে। জাতিসংঘ এখানে তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

জাতির পিতার সহধর্মীনী হিসেবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে থাকতেন, তখন পরিবারকে দেখভাল করা, রাজনৈতিক দল সামলানো এবং আন্দোলন-সংগ্রাম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি করে গেছেন। যা করেছেন তিনি পর্দার আড়াল থেকে করেছেন।

এ সময় খেলাধুলায় নারীদের জাগরণ এবং সাফল্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তৃণমূল পর্যয়ে নারী জাগরণ এবং তাদের এগিয়ে আসা নিশ্চিত করতে গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অনেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের জন্য আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের আমাদের যে বৃত্তি দেই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ক্ষমতাসীনরা ২২০ পরিবার সৃষ্টি করে বিদেশে অর্থপাচার করছে বললেন বিএনপি নেতা ড. মঈন খান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনরা নিজেদের আশীর্বাদপুষ্ট ২২০ পরিবার সৃষ্টি করে বিদেশে অর্থপাচার করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। গত ৮ই মার্চ শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করেন তিনি।

মঈন খান বলেন, পাকিস্তানে যেমন ২২টি পরিবার সৃষ্ট হয়েছিল আজকে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে একটি অলিগার্কির মাধ্যমে ২২০ পরিবার তৈরি করে এ দেশের সব সম্পদ কুক্ষিগত করে নিয়েছে। তারা লক্ষকোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। উন্নয়নের নামে, মেগা উন্নয়নের নামে তারা করছে মেগা দুর্নীতি।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংসের পথে। এ দেশে জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী। সামনে রমজান। আপনারা মজার কথা শুনেছেন। রমজান মানুষ কিভাবে পালন করবে তার প্রেসক্রিপশন সরকার দিয়েছে আমি সেটি উচ্চারণ করতে চাই না।

বিশ্ব নারী দিবসে পোশাক খাতের নারীশ্রমিকদের অবস্থা তুলে ধরে সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের নারীশ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পোশাক শিল্পকে বিশ্বের সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে গেছেন। আজকে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ পোশাক রফতানিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। অথচ দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকে সেই লাখ লাখ নারীশ্রমিক বঞ্চিত।

সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসিরের নেতৃত্বে নেতাকর্মীদের নিয়ে তিনি রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পরে মরহুম নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাতও হয়। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনা শিখিয়েছেন মাথা উঁচু করে থাকতে - বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী

পরিচয় ডেস্ক: 'জয় বাংলা' স্লোগান নিয়ে তৎকালীন তরুণ প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধ করেছিল জানিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, 'সারা দেশের লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল সেই যুদ্ধে। যারা আমাদের অসম যুদ্ধে প্রাণ নাশ করেছিল, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল জয় বাংলা স্লোগান শুনে তাদের বুক কেঁপে উঠত।'

শুক্রবার ৮ মার্চ সকালে দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার বাংলা ভাষা কলেজের চার তলাবিশিষ্ট নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জয় বাংলা স্লোগান বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন। এখন প্রধানমন্ত্রীর জন্যও স্লোগান দিতে হবে। শেখ হাসিনা যেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এজন্য দোয়া করতে হবে। তার নেতৃত্বে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিখিয়েছেন মাথা উঁচু করে থাকতে। আমরা স্বাধীন ও গর্বিত জাতি, আমরা কারও কাছে মাথা নত করব না।' আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এজেন্সি লাগবে না, বাংলাদেশি শ্রমিকদের ই-ভিসা দেবে মালয়েশিয়া

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী শ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে দালালধর্মী প্রতিষ্ঠান বা ভিসা আবেদন এজেন্সিগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালয়েশিয়া সরকার। এখন থেকে দেশটির নিয়োগকর্তারা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিতে পারবেন।

মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুশন ইসমাইল এক ঘোষণায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েয়েন। গত ৮ মার্চ শুক্রবার সিঙ্গাপুরভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য স্ট্রেইট টাইমস এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি বলেছেন, ই-ভিসা আবেদনগুলো এখন ইমিগ্রেশন বিভাগের মাই-ভিসা পোর্টালের এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি বলেন, বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার নিয়োগকর্তাদের সক্রিয় আইডি এবং ব্যবহারের নিয়মাবলি দিয়েছে।

একই সময়ে দাতুক সেরি ৩১ মার্চের পরে অব্যবহৃত অভিবাসী কর্মী কোটা বাতিলে সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষেও যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভিসা অনুমোদনের পর অভিবাসী কর্মীদের মালয়েশিয়ায় আনতে নিয়োগকর্তাদের এই বছরের ৩১ মে পর্যন্ত সময় থাকবে।

দাতুক সেরি আরও বলেন, মালয়েশিয়ায় জনকল্যাণ ও শ্রম চাহিদা পূরণে মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সরকারকে নতুন উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য কোটা খোলার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনার সুযোগ দেবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সরাসরি ই-ভিসা আবেদন চালুর ফলে নিয়োগকর্তারা নিজেদের কোটা ব্যবহারে সুবিধা পাবেন এবং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মাত্র এক *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারির নির্বাচন-ইউরোপীয় ইউনিয়ন

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন গণতন্ত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন বিশেষজ্ঞ দল। প্রতিবেদনে বলা হয়, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে ২০২৪ সালের

সংসদ নির্বাচন আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। যার মধ্যে রয়েছে- সমাবেশ, সমিতি, আন্দোলন, এবং বক্তৃতা। বিচারিক কার্যক্রম ও গণগ্রেপ্তারের মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা মারাত্মকভাবে সীমিত *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

প্রতিবেশী দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি কমলেও বাংলাদেশ পারছে না কেন?

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্বের সাথে সাথে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতেও যে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল, তা থেকে বেশির ভাগ দেশ বেরিয়ে এলেও বাংলাদেশে এটি কমার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও আরো নানা বিষয় প্রভাব ফেলেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অর্থপাচার এবং বাজার সিন্ডিকেট দমনে ব্যর্থতা। তারা বলছেন, দেশে ডলার ও রিজার্ভ সংকট থাকলেও সরকার নিজস্ব ব্যয় কমাতে পারেনি। উল্টো টাকা ছাপানোর মতো পদক্ষেপের কারণে বাজারে অর্থ সরবরাহ থাকায় মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৬৭ শতাংশে। জানুয়ারিতে এটি ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির এই উচ্চহার চলছে।

মহামারী এবং যুদ্ধের কারণে বছর দুয়েক আগে বিশ্বের সাথে সাথে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। যার মধ্যে বাংলাদেশও একটি। তবে শুধু পাকিস্তান ছাড়া এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর মূল্যস্ফীতি কমে এলেও বাংলাদেশে কমেনি।

অন্যান্য দেশের যে অবস্থা

বাংলাদেশ আর পাকিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ দেশই তাদের মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছে। সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হিসেবে এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায় শ্রীলঙ্কার নাম। বছর দুয়েক আগে দেশটি দেউলিয়া হওয়ার মুখে পড়লেও সেখান থেকে উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী

২০২২ সালের সংকটকালে দেশটির মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৪৯ শতাংশের বেশি। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে এই হার এসে দাঁড়ায় ৬.৩ শতাংশ।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে।

অর্থনীতিকে চাঙা করে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে মুদ্রানীতি কঠোর করে ব্যাংকের সুদের হার বাড়িয়েছে, সরকার কৃচ্ছতা সাধন করে বাজেট ঘাটতি কমিয়েছে, বার্ষিক ঘাটতি কমাতে ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব আয় বাড়িয়েছে, ঋণ পুনর্গঠন করেছে। শিল্প ও কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোনো কোনো খাতে কর বাড়ানো আবার কোনো খাতে ভর্তুকি কমানোর মতো অজনপ্রিয় পদক্ষেপও নিয়েছে দেশটি। একই সাথে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খাদ্যপণ্যের দাম কম রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে ২০২২ সালের অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ১১.১ শতাংশ। সেটি কমে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। গত ১৬ জানুয়ারি ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান শক্তিকান্ত দাস বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ফোরামের বৈঠকে এই তথ্য দিয়েছেন। দেশটির মুদ্রানীতি কঠোর করার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়।

নেপালের মূল্যস্ফীতির হার ২০২৪ এর জানুয়ারিতে হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এটি ৮.১৯ শতাংশ ছিল।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভুটানের মূল্যস্ফীতি ৪.২ শতাংশ হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরেও এটি ৫.০৭ শতাংশ ছিল।

পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি জানুয়ারিতে ছিল ২৮.৩ শতাংশ। এটি ২০২৩ সালের মে মাসে রেকর্ড ৩৮ শতাংশ ছিল।

কোভিড মহামারির শেষের দিকে এবং ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মূল্যস্ফীতি আকাশচুম্বী হওয়ার আশঙ্কা করেছিল এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২২ সালের এপ্রিলেই মুদ্রানীতি কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছিল দেশ দুটি। সেই সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারও বাড়িয়েছিল তারা। উৎপাদন কমে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও মূল্যস্ফীতির লাগাম টানাই ছিল এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

এক মাসে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় দুই বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের ডলার সংকটের মধ্যেই সুবাতাস বয়ে আনলো প্রবাসী আয়। চলতি বছরের প্রথম দুই মাস টানা দুই বিলিয়ন ডলারের ঘর ছুঁয়েছে অর্থনীতির অন্যতম খাত রেমিট্যান্স। সদ্য শেষ হওয়া ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসীরা মোট ২১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন।

রেমিট্যান্স বাড়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। তারা জানান, ডলারের জোগান ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করে আসছে। এ দুটি সংগঠন মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংক সংশ্লিষ্ট। বৈধপথে রেমিট্যান্স আনতে ব্যাংকগুলো অবশ্য এখন সরকারের আড়াই শতাংশ প্রণোদনার পাশাপাশি নিজেরাও প্রণোদনা দিচ্ছে। অন্যদিকে প্রবাসীদের বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে ব্যাংকগুলো। এসব কারণে বৈধপথে রেমিট্যান্স আসা বাড়ছে বলে জানান তারা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের তথ্য বলছে, চলতি বছরের দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারিতে মোট ২১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। এটি তার আগের মাস জানুয়ারি থেকে ৬ কোটি ডলার বেশি এসেছে। বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে এসেছে ২১০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। গত বছরের একই মাসের চেয়ে ৪৪ কোটি ডলার বেশি এসেছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫৬ কোটি ডলার। সে হিসাবে গত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ৩৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি এসেছে।

২০২৩ সালের শুরু থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী রেমিট্যান্স না এলেও বছরটির শেষ দিকে উর্ধ্বমুখী ছিল। ২০২৩

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশসহ পাঁচটি দেশের পোশাক খাতে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত যে কারণে

পরিচয় ডেস্ক: পোশাক রফতানি খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র। তবে গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির পরিমাণ বেশ কমেছে। এরপরও বাংলাদেশ-সহ পাঁচটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানির বাজারে দখল করে রেখেছে।

কিন্তু কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাকের বাজারে এই দেশগুলো প্রতিযোগিতা করছে?

সেটা খতিয়ে দেখতে এবং একই সাথে এসব দেশের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ-সহ সামগ্রিক বিষয় মূল্যায়ন করতে তদন্ত শুরু করছে যুক্তরাষ্ট্র ।যুক্তরাষ্ট্রের

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ফেব্রুয়ারিতেও ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল বাংলাদেশের রপ্তানি, প্রবৃদ্ধি ১২.০৪%

পরিচয় ডেস্ক: প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি সদ্য সমাপ্ত ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি আয় একক মাস হিসেবে আবারও পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। ওই মাসে রপ্তানি আগের বছরের একই মাসের চেয়ে বেড়েছে ১২ শতাংশের বেশি।

এ নিয়ে টানা তিন মাসে একক মাসে রপ্তানি আয় পাঁচ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক পেরিয়েছে। এর আগের মাস জানুয়ারিতে রেকর্ড ৫৭২ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের সমপরিমাণ পণ্য বিদেশে বিক্রি করা হয়েছিল। ডিসেম্বরে এর পরিমাণ ছিল ৫৩০ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

সোমবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্যে দেখা গেছে, ফেব্রুয়ারিতে মোট পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৫১৮ কোটি ৭৫ লাখ ডলারের। আগের অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে তা ছিল ৪৬৩ কোটি ডলারের। অর্থাৎ ৫৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার বা ১২ দশমিক ০৪ শতাংশ বেশি পণ্য রপ্তানি হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারির প্রবৃদ্ধিতে ভর করে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে রপ্তানিও আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে বেড়ে প্রায়

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

৭ মাসে ইউরোপে বাংলাদেশের ১৩.৯২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ৭ মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৈরি পোশাক রপ্তানি ১৩.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এ তথ্য জানিয়েছে।

আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৩২ শতাংশ বেড়েছে। এ সময় স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ডে রপ্তানি যথাক্রমে ৬ দশমিক ০৫ শতাংশ, ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ,

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

চিকিৎসায় বাংলাদেশ থেকে বছরে বিদেশে চলে যায় ৫ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: পিএইচএ গ্লোবাল সামিটের আহ্বায়ক ও পিএইচএ ট্রাস্টি ডা. বাশার এম আতিকুজ্জামান বলেছেন, চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে ৫ বিলিয়ন ডলারের মতো দেশের বাইরে চলে যায়। আমাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো এই অপচয়টা রোধ করা। টেকনোলজি ডেভলপ করা, ডাক্তারদের ট্রেইন করা, নতুন সার্ভিস লাইন শুরু করা। স্বাস্থ্য সেবার যে বিষয়গুলো দেশে হচ্ছে না, যেসব কারণে রোগীদের দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে, সেগুলো যাতে দেশে করা যায় আমরা সেই দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা চাচ্ছি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে, যাতে তারা দেশের মানুষের জন্য

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

KHAAMAR BAARI & KHAAMAR BAARI SUPERMARKET
JACKSON HEIGHTS STORE :
37 16 73 ST JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718-639-6868, 718-971-4769
STORE HOURS : 24/7 DAYS
JAMAICA STORE :
183-19 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
TEL: 718-739-9700
STORE HOURS : OPEN 7 DAYS A WEEK | 8:00 AM – 12:00 AM
পবিত্র
মাহে রমজানের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকায় আমাদের সুবিশাল পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে
PRICES EFFECTIVE
Ramadan Sale
MARCH 01 - 17, 2024
$3.49 4 LB KALA CHANA
$3.49 4 LB MASOOR DAL
$3.49 4 LB KABULI CHANA
$1.99/EA LIMIT-3 ROOAFZAH
$3.00 2 FOR TEER MURI
$3.99 4 LB BESAN
$2.99 680 g CUP DATES
$11.99 ORANGE TANG
SIZE 8/10 $5.99/LB HILSHA
SIZE 10/12 $6.99/LB HILSHA
3 KG UP $1.79/LB ROHU
SIZE 3 KG $2.79/LB SIZE 4 KG $2.99/LB MRIGAL
$5.99 MANGO TANG SMALL
99¢ TEER HALIM MIX & MASALA
$7.99 EACH KAWAN PARATA
$5.99 30 PCS JHOTPOT PARATA
$19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
$31.99 50 LB DELTA RICE
$12.99/EA OLIO VILLA OIL
$24.99 2500 GM ANCHOR MILK
$7.00 2 FOR MIRZAPUR ISPAHANI TEA
$2.99 2 KG TEER ATA MAIDA
$3.99/EA 4 LB DOMINO SUGAR
4 FOR $5.00 GARLIC

ভারতে রাস্তায় জুমার নামাজরত মুসল্লিদের লাথি, পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত

পরিচয় ডেস্ক: দিল্লির ইন্দারলোক এলাকায় একটি ব্যস্ত রাস্তার পাশে ৮ই মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজরত মুসল্লিদের লাথি মারছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পরে অবশ্য দিল্লির ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

৩৪ সেকেন্ডের মর্মান্তিক ভিডিওতে দেখা যায়, দিল্লির ইন্দারলোক এলাকায় একটি পুলিশ পোস্টের ইনচার্জ পাশের একটি মসজিদের কাছে রাস্তায় নামাজরত কয়েকজন লোককে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ তাঁকে ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায়। পেছন থেকে দুজনকে লাথি মারেন; এমনকি তিনি একজনের ঘাড়েও আঘাত করেন। এক সেকেন্ডের এবং এর চেয়ে দীর্ঘ কিছু ভিডিওতে একই পুলিশ কর্মকর্তাকে নামাজরত মুসল্লিদের আক্রমণাত্মকভাবে ধাক্কা দিতে দেখা যায়।

ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (দিল্লি উত্তর) এম কে মীনাকে উদ্ধৃত করে বলে, ‘আজ যে ঘটনাটি ঘটেছে তাতে, পুলিশ পোস্টের ইনচার্জড় যাকে ভিডিওতে দেখা গেছেড়তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।’ এ ঘটনায় একটি বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে এনডিটিভি।

ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, ওই পুলিশ কর্মকর্তা পথ চারীদের সঙ্গেও উগ্র আচরণ করেন। কয়েকজনকে লাঞ্ছিত করেন। এ ঘটনার পর ক্ষুব্ধ লোকজন ওই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ শুক্রবার জুমার নামাজের কারণে প্রচুর মুসল্লি জড়ো হন। মসজিদটির ধারণক্ষমতার বেশি মুসল্লি আসায় অনেককে রাস্তায় নামাজ পড়তে হয়। এর কারণে রাস্তায় যানজট বেধে গিয়েছিল এমন কোনো তথ্যও পাওয়া যায়নি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কংগ্রেসের দিল্লি ইউনিট এই ঘটনাকে ‘লজ্জাজনক’ বলে বর্ণনা করে দিল্লি পুলিশের নিন্দা জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এটা খুব লজ্জাজনক! দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তা রাস্তায় নামাজ পড়া লোকদের লাথি মারছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে...!’

অভিবাসীদের জন্য বিভীষিকার বছর ২০২৩
সাড়ে ৮ হাজার প্রাণহানির অর্ধেকই সাগরে

পরিচয় ডেস্ক: অভিবাসীদের জন্য গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বিভীষিকাময় বছর ছিল ২০২৩। এমনটাই জানিয়েছে জাতিসংঘ। গত বছর উন্নত জীবনের আশায় অভিবাসী হতে গিয়ে সাড়ে আট হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। গত বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটির অভিবাসন বিষয়ক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এ তথ্য জানিয়েছে।

আইওএমের প্রতিবেদন অনুসারে, অনিয়মিত পথে উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপে যেতে চাওয়া অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমধ্যসাগরীয় পথে গত বছর ২০২২ সালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি অভিবাসী প্রাণ হারিয়েছেন। গত বছর বিশ্বের বিভিন্ন অভিবাসন রুটে অন্তত ৮ হাজার ৫৬৫ জন মারা গেছে।

আইওএমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘এ বছর (২০২৩ সালে) মৃত্যুর সংখ্যা ২০২২ সালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেড়ে যাওয়া ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনা রোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।’ আইওএমের ‘মিসিং মাইগ্রেন্টস’ প্রকল্প বিশ্বব্যাপী অভিবাসীদের মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

আইওএমের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল উগোচি ড্যানিয়েলস বলেন, ‘মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রকল্পের সংগৃহীত এই ভয়াবহ পরিসংখ্যান আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সবার জন্য নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই আরও বড় পদক্ষেপের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। যেন এখন থেকে ১০ বছর পর মানুষকে উন্নত জীবনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে না হয়।’

এর আগে, ২০২২ সালে অভিবাসীদের মৃত্যুর সংখ্যা ২০১৬ সালের রেকর্ড ৮ হাজার ৮৪ জনকে ছাড়িয়ে গেছে। নিরাপদ, নিয়ন্ত্রিত পথের অভাবের কারণেই হাজার হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী বিপজ্জনক পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় বলেও জানিয়েছে আইওএম।

ভূমধ্যসাগর অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক পথ হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপে পৌঁছানোর সময় এ পথে ২০২৩ সালে কমপক্ষে তিন হাজার ১২৯ জন মারা গেছে। যা ২০১৭ সালের পর এই রুটে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

আইওএমের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালে আফ্রিকায় মারা গেছে ১ হাজার ৮৬৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী ও এশিয়ায় ২ হাজার ১৩৮ জন। মারা

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

আশ্রয়প্রার্থীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে জার্মানি

পরিচয় ডেস্ক: বেড়ে চলা আশ্রয়প্রার্থীর ঢল সামলাতে জার্মানি নভেম্বর মাসে যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বুধবার চ্যান্সেলর ও মুখ্যমন্ত্রীরা তার পর্যালোচনা করেন। জুন মাসের মধ্যে সব পদক্ষেপের মূল্যায়ন করবেন তাঁরা।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংকটের জের ধরে ইউরোপে শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জার্মানিতে বহিরাগতদের সেই ঢলকে কেন্দ্র করে প্রবল রাজনৈতিক বিবাদ চলছে। এএফডি-র মতো চরম দক্ষিণপন্থি দল বিষয়টিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের অনিশ্চয়তার ফায়দা তুলছে। এমন পরিস্থিতিতে ফেডারেল ও রাজ্য সরকারগুলি সংকট সামাল দিয়ে নিয়ন্ত্রণহীনতার

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

গাজার যুদ্ধ মানবসভ্যতার জন্য লজ্জার বলেছে চীন

পরিচয় ডেস্ক: চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই গত ৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধকে ওমানবসভ্যতার জন্য লজ্জাজনক হিসেবে অভিহিত করেন এবং ওশিগগির যুদ্ধবিরতির দাবি জানান। এক সংবাদ সম্মেলনে ওয়াং সাংবাদিকদের বলেন,ওএটি মানবজাতির জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং সভ্যতার জন্য একটি লজ্জাজনক বিষয় যে ২১ শতকে এসেও এ ধরনের একটি মানবিক বিপর্যয়কে থামানো যাচ্ছে না। গত বছরের অক্টোবরে থেকে চলমান হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের শুরু থেকেই চীন যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে এসেছে।

ঐতিহাসিকভাবে চীন ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল। দেশটি এ অঞ্চলের সংঘাত নিরসনে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল নামে দুইটি পৃথক, সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের (টু স্টেট থিওরি) মতবাদের প্রতি সমর্থন জানায়। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একটিওআন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। য়াং বলেন, ওএই সংঘাত অব্যাহত রাখার পেছনে কোনো যুক্তি নেই এবং এই মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের পক্ষেও কোনো গ্রহণযোগ্য অজুহাত নেই। ওআন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে শিগগির উদ্যোগ নিতে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

হাইতিতে নিরাপত্তা বাহিনী পাঠাতে চায় বাংলাদেশ - জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: ক্যারিবিয়ান সাগরের দেশ হাইতিতে সশস্ত্র গ্যাংদের নির্মূলে নিরাপত্তা বাহিনী পাঠাতে চায় বাংলাদেশ।

সম্প্রতি হাইতির দুটি কারাগারে হামলা চালায় গ্যাংরা। এরপর ওই কারাগার থেকে কয়েক হাজার বন্দী পালিয়ে যায়। এখন ওই গ্যাংরা দেশটির সরকার পতনের হুমকি দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে গ্যাংদের মোকাবিলায় হাইতির পুলিশকে জাতিসংঘের সহায়তা করার বিষয়টি সামনে এসেছে।

জাতিসংঘের এক মুখপাত্র গত শুক্রবার (১ মার্চ) জানান, হাইতির গ্যাংদের মোকাবিলায় বহুজাতিক বাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এতে অংশ নিতে নিজেদের আগ্রহের কথা

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Call Today:
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Nusrat Ahmed
President
718-406-5549
Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Jamaica Office
87-47 164th Street
Jamaica
NY 11432
646-982-9938
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549
Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

যে ভাষণ এক অমর কাব্য

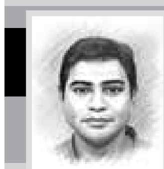

হারুন উর রশীদ স্বপন

১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের সেই ভাষণেরই সফল পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ। ৪৭ বছরেও ১৮ মিনিটের সেই ভাষণের আবেদন এতটুকু কমেনি। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ অনেক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। গবেষণা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকেও ঠাঁই পেয়েছে। গত বছরের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এ ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। গবেষকরা বলছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর সার্বজনীনতা এবং মানবিকতা। যে-কোনো নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য এই ভাষণ সব সময়ই আবেদন সৃষ্টিকারী। এই ভাষণে গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধিকার, মানবতা এবং সব মানুষের কথা বলা হয়েছে। ফলে এই ভাষণ দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সার্বজনীন হয়েছে। আর একজন মানুষ একটি অলিখিত বক্তৃতা দিয়েছেন, যেখানে স্বল্প সময়ে কোনো পুনরুক্তি ছাড়াই একটি জাতির স্বপ্ন , সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাসের জায়গা থেকে কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষায় কথা বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা যা চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু তা-ই তাঁদের কাছে তুলে ধরেছেন। ফলে এই ভাষণটি একটি জাতির প্রত্যাশার আয়নায় পরিণত হয়। এই ভাষণই একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও এই ভাষণ প্রেরণা জুগিয়েছে। আর এতবছর পরও মানুষ তাঁর ভাষণ তন্ময় হয়ে শোনেন।

১৯৭১ সালের এই দিনে বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে মুক্তির বাণী শোনান। এই দিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” তিনি বলেন, ‘‘রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআলাহ্”

কবি নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে দেখেছেন অমর কবিতা হিসেবে। আর বঙ্গবন্ধুকে অভিহিত করেছেন কবি হিসেবে। তিনি তাঁর ‘স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো” কবিতার শেষাংশে লিখেছেন, ‘‘শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,/রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্তপায়ে হেঁটে/ অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন/ তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল, হৃদয়ে লাগিল দোলা/জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা/কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?/গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি;/ ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”

কবি নির্মলেন্দু গুণ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘একটি অমর কবিতার সব গুণ আছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে। এরমধ্যে রয়েছে কাব্য এবং কাব্যিক ঢং। কাব্যগুণসম্পন্ন বলেই হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মুখস্থ বলতে পারে। অন্য কোনো ভাষণ এভাবে স্কুল- কলেজের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে মুখস্থ বলতে পারে বলে আমার জানা নাই। কাব্যগুণসম্পন্ন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে”

তিনি আরো বলেন, ‘‘শুধু আমিই যে বঙ্গবন্ধুকে কবি বলেছি, তা কিন্তু নয়। পশ্চিমা বিশ্ব তাঁকে বলেছে ‘পোয়েট অফ পলিটিক্স”। তাঁর ভাষণ শুনে নিউজ উইক তাঁকে পোয়েট অব পলিটিক্স বলেছে, কারণ, তাঁর ভাষণে শব্দয়ন মানুষকে সম্মোহিত করতো, ধরে রাখতো”

নির্মলেন্দু গুণ বলেন, ‘‘একজন কবি মানুষের মনের কথা বললেন কিনা তা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি কিভাবে বলেন, কোন ঢংয়ে বলেন, তা অনেক বেশি গুরত্বপূর্ণ। মাইকেল মধুসূদন দত্তর মেঘনাধবধ কাব্য মানুষের মনের কথা নয়, তবে বলার ঢংয়ে তা মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। আর বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তাঁর নাটকীয়তা এবং সম্মোহনী কথা বলার স্টাইল ছাড়াও যুক্ত হয়েছে মানুষের মনের কথা বলার বিষয়টি। তিনি ৭ মার্চের বক্তৃতায় মানুষের মনের

কথা বলেছেন। আশার কথা বলেছেন। আর সে কারণে এখনো তাঁর সেই বক্তৃতা মানুষকে উজ্জীবিত করে। পৃথিবীর কোনো নেতা ১০ লাখ মানুষের মাঝে এরকম উদ্দীপনাময় ভাষণ দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই। আজো মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর ভাষণ বেঁচে আছে। থাকবে। তাই এটা অমর কবিতা। আর সেই কবিতার কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান”

ঙ্গবন্ধুর ভাষণের নানা দিক বিশ্লেষন করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশীদ। তাঁর বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুরর ৭ মার্চের ভাষণের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর সেগুলো হলো: ১.বাঙালির সংগ্রাম ঐহিত্য এবং বঞ্চনার ইতিহাস, ২. গণতান্ত্রিক চেতনা, ৩. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, ৪. শান্তির বাণী, ৫. মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ৬. আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ।

তিনি বলেন, ‘‘এই একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি একটি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু তা সহিংস নয়। তিনি শান্তিপূর্ণ আলোচনার কথা বলেছেন। অহযোগের কথা বলেছেন, আবার সবাইকে মাসের এক তারিখ গিয়ে বেতন আনতে বলেছেন। তাঁর এই একটি বক্তৃতা একটি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়নি। একটি ভাষণেই পুরো দিক নির্দেশনা ছিল। একটি ভাষণের এই অর্জন এবং গুণাবলী বিশ্বের আর কোনো ভাষণের আছে বলে আমার জানা নাই”

‘‘বিশ্বজনীনতা এবং মানবিক গুণের কারণেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হয়েছে। তিনি যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে কথা বলেনছেন এটা সারাবিশ্বের সব মানুষের অধিকার। তাই সারবিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কথা, স্বাধীনতা-বঞ্চিত মানুষের কথা বলেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানুষের সার্বজনীন অধিকার”

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছেন, ‘‘আমরা সংখ্যায় মেজরিটি, কিন্তু একজন মানুষও যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা মেনে নেবো”- এরচেয়ে আর বড় কোনো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হতে পারে না। তিনি বলেছেন, এই *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

একাত্তরে ৭ মার্চের ভাষণ ও উত্তাল সেই দিনগুলো

মাহফুজ আনাম

১৯৭১ সালের মার্চের সেসব উত্তাল দিনের অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য জাতি গঠনের ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেমন: আত্মত্যাগ, সংকল্পবদ্ধতা, আত্মবিশ্বাস ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।

১৯৭১ সালের মার্চের দিনগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোর অন্যতম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য (৭ মার্চের ভাষণ) ও মর্মান্তিক (গণহত্যার সূচনা) ঘটনাগুলো ঘটেছিল এই মাসে। এর শুরু হয় ঢাকা স্টেডিয়ামে এক স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের মাধ্যমে। খেলা দেখার সময় দর্শকরা খবর পান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় অ্যাসেম্বলির অধিবেশন স্থগিত করেছেন। দর্শকরা তাৎক্ষণিক ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং পরবর্তীতে ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়, পরিশেষে ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার সূচনা হয়, স্বাধীনতার ঘোষণা আসে, পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে এবং শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

আমাদের যাদের সেইসব অগ্নিঝরা দিন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল, তারা জানি যে, সেসময় প্রতিটি দিন ছিল স্বপ্নের, আত্মউপলব্ধির, দৃঢ়সংকল্পের এবং দেশ, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষার জন্য গভীর ভালোবাসা প্রকাশের। আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম, সেসময় প্রতিটি দিনই আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হতো। প্রতিটি দিনই ছিল সংকল্পের পুনর্জন্ম, সংকল্পকে আরও দৃঢ় করার ও আমাদের বাড়তে থাকা আত্মবিশ্বাসের প্রতীক এবং এসব কিছুর সঙ্গে মিশে ছিল এমন এক অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

৭ মার্চ ছিল সেই দিন, যেদিন বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে তার ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে এক কাতারে নিয়ে এসেছিলেন এবং সবাই উচ্চস্বরে ‘জয় বাংলা’ রব তুলেছিলাম। এটা ছিল সেই অনন্য মুহূর্ত, যখন আমাদের স্বপ্নগুলো সবচেয়ে দৃঢ়, স্পষ্ট ও মন্ত্রমুগ্ধকর অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিল, যেটি আমাদের ভাবনাকেও স্পষ্ট করেছিল এবং কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ও শক্তির এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। আমরা যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করছিলাম, এই ভাষণ আমাদের সেই লক্ষ্যের আরও কাছে নিয়ে যায়। হঠাৎ করেই সব ধরনের বিভ্রান্তি ও দ্বিধা দূর হয়ে যায়। আমরা স্বাধীনতার স্বপক্ষে বলিষ্ঠ শক্তি হিসেবে এক হই। এই ভাষণই আমাদের জন্য ছিল স্বাধীনতার স্পষ্ট ঘোষণা। তবে পাকিস্তানিরা এই ভাষণকে বিচ্ছিন্নতা বা রাষ্ট্রদ্রোহের ডাক হিসেবে চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক গণহত্যা শুরু করতে না পারলেও ২৫ মার্চ রাত থেকে তারা গণহত্যা শুরু করে। যতবার আমি এই ভাষণ শুনি, ততবারই এর অনুপ্রেরণামূলক বার্তা, ঐতিহাসিক ভিত্তি, চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক বার্তা, বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠের উদাত্ততা, শব্দ চয়ন ও বক্তব্যের প্রবাহ-ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উচ্চারিত প্রতিটি

শব্দের অন্তর্নিহিত সাহস, প্রতিবাদ ও নিখুঁতভাবে একটি জাতির স্বাধীনতার দাবিকে ফুটিয়ে তোলার সাফল্য একে দিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও ইউনেসকোর স্বীকৃতি। ভাষণে যে বিষয়গুলোতে তিনি জোর দিয়েছেন, যেভাবে কিছু শব্দকে অন্য শব্দের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সর্বোপরি, যেভাবে কাব্যের মতো করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, এসব কারণে ৫৩ বছর পরেও এই ভাষণ আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার, এর প্রভাব এখনো দৃশ্যমান এবং এখনো আমাদের হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করে।

১৯৭১ সালের মার্চে আরও একটি ইতিহাস-সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের আহ্বানের জেরে পালিত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন। সমগ্র জাতি এই আহ্বানে একযোগে সাড়া দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পুরোপুরি পাকিস্তানি রাষ্ট্র বর্জন করেছিল। যার ফলে যাদেরকে শাসন করার কথা, তাদের থেকে পাকিস্তানিরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এটা ছিল এক অনন্য পরিস্থিতি, যেখানে একজন ব্যক্তির নির্দেশনা মেনে পুরো জাতি সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতিটি অংশকে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর বিক্ষোভের ডাকের চেয়েও এটি ছিল বেশি কার্যকর। সেসব দিনের কথা স্মরণ করে আশ্চর্য হই, বিশেষত, যেভাবে জনমানুষ তাদের নেতার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাই ছিল আইন, যা বাস্তবায়নে একজন পুলিশেরও প্রয়োজন পড়েনি। এর ফলে পাকিস্তানের হিংস্র শাসকগোষ্ঠীও অসহায় হয়ে পড়ে এবং পূর্ব বাংলার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ও নির্ভীকভাবে অক্ষরে অক্ষরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলে।

ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের ঘটনার তেমন নজির নেই, যেখানে জনগণের শক্তি নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে এতটা নাটকীয়, স্বাধীন ও দ্ব্যর্থহীনভাবে অবজ্ঞা করতে সক্ষম হয়েছে। হঠাৎ করেই পাকিস্তানের পরিস্থিতি হয় তাসের ঘরের মতো। পাকিস্তান রাষ্ট্র একটি প্রহসনে পরিণত হয়, যার চোখের সামনে দিয়ে মানুষ নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিলেও তার কিছুই করার উপায় ছিল না। চৌকস আমলাতন্ত্র, হিংস্র পুলিশ বাহিনী, সূক্ষ্ম গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ও যেকোনো ধরনের গোলযোগ সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত রাখা বিপুল পরিমাণ অর্থের বিপরীতে ছিল একজন মানুষের পর্বতসম ব্যক্তিত্ব ও তার মুখের অল্প কয়েকটি কথা। এসবের মধ্যে সবচেয়ে অভূতপূর্ব বিষয় ছিল জনসাধারণের শৃঙ্খলা। লুটপাট, আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গ অথবা ব্যক্তিস্বার্থকে জনস্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে। পুরুষের মতো অসংখ্য নারীও প্রতিদিনের বিক্ষোভে যোগ দেয় এবং সে সময় একটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। এটা ছিল দেশের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে সেরা ও গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত, বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যড়্যার নেতৃত্বে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে, সেই *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বেছে নিন ধর্ষক না হয় অক্ষম বুড়ো

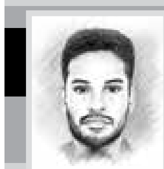

জসিম উদ্দিন

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স ৮১ বছর। এই বয়সে মানুষ কমই বেঁচে থাকে। অনেকে থুড়থুড়ে বুড়ো হয়ে অন্যের ওপর নির্ভর হয়ে বাঁচেন। আমাদের দেশে সরকারি কাজে অবসর নেয়ার বয়স ৫৯ বছর। সেই হিসাবে বাইডেন ইতোমধ্যে আমাদের অবসর বয়সের ২২ বছর বেশি বয়স নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর। এই সীমাও তিনি ৯ বছর আগে পেরিয়ে গেছেন। শিক্ষা গবেষণা ও আবিষ্কারে আমেরিকা এগিয়ে। এই সময় তাদের সবচেয়ে সভ্য জাতি বলা যয়। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটিতে কেন এমন অশীতিপর মানুষকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এই প্রশ্ন সামনে আসাটা স্বাভাবিক।

শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক দৃঢ়তা থাকলে বেশি বয়স সমস্যা নয়। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনকালে এই দুই ক্ষেত্রে বাইডেন বেশ কয়েকবার বড় অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সফরে মাথাঘুরে কয়েকবার পড়ে গেছেন। চারদিকে ঘিরে রাখা শক্তসামর্থ্য প্রহরীর মধ্যে তাকে অসহায় হয়ে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য মিডিয়ায় দেখা গেছে। স্মৃতিশক্তিও ঠিকভাবে কাজ করছে না তার। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে মিসরের প্রেসিডেন্ট সিসিকে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করেন। তার একদিন আগে তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে ২০২০ সালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বড় ভুল করে বসেন। তিনি জানান, নির্বাচনে তার জয় ঠেকিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছিল। আর সেটি তাকে জানিয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল। অথচ কোহল মারা গেছেন ২০১৭ সালে। সেই সময় জার্মান চ্যান্সেলর ছিলেন অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। তার কয়েকদিন আগে ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁকে প্রয়াত ফ্রাঁসোয়া মিতেরার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। মিতেরা ১৯৯৬ সালে মারা গেছেন।

তালগোল পাকানোর এই ঘটনাগুলো সর্বসাম্প্রতিক হলেও এর বেশ আগে থেকে তিনি বড় ধরনের স্মৃতিভ্রষ্টতায় ভুগছেন। প্রেসিডেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন কিনা সে জন্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এ জন্য একটি স্পেশাল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। তারা কয়েক সপ্তাহ আগে বিচার বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ওই প্রতিবেদনে বাইডেনকে 'দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন একজন সহানুভূতিশীল বয়স্ক ব্যক্তি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে 'অস্পষ্ট', ত্রুটিপূর্ণ' ও 'কমজোরি'। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে তিনি ইতোমধ্যে আরেক দফা প্রার্থিতার জন্য মনোনয়ন পেয়ে গেছেন। তার বিরুদ্ধে শক্ত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দলটির মধ্যে দেখা যায়নি।

আমেরিকায় দীর্ঘদিন ধরে দ্বিদলীয় শাসন চলছে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান-এ দুই দলের বাইরে কেউ প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে প্রার্থী চূড়ান্ত হতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনিও একেবারে শেষ বয়সে রয়েছেন। শারীরিক কমজোরি ও স্মৃতিভ্রষ্টতা থাকলেও বাইডেনের বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের কোনো অভিযোগ নেই। রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের বয়স ৭৭

হওয়ার পাশাপাশি রয়েছে তার বিরুদ্ধে ডজন খানেক অভিযোগ। এ ধরনের গুরুতর অপরাধ একজন সাধারণ মানুষ করলে নিশ্চিত জেলের ঘানি টানতে হতো। কিছু অভিযোগ ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শাস্তি হিসেবে বড় অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে।

মার্কিন লেখক ও সাংবাদিক এলিজাবেথ ক্যারলের করা ধর্ষণ মামলার রায় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, ট্রাম্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন পর্যায়ের। ওই মামলার আর্জিতে ক্যারল জানান, ১৯৯৬ সালে এক বন্ধুকে উপহার দেবেন, সেটি পছন্দ করে দেয়ার জন্য ট্রাম্পের সহযোগিতা চান। উপহার কিনতে গিয়ে ম্যানহাটনের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ড্রেসিংরুমে তাকে আটক করে ধর্ষণ করেন ট্রাম্প। আদালত ধর্ষণের শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬৫ মিলিয়ন ডলার, সুনাম ক্ষুণ্নের জন্য ১১ মিলিয়ন ডলার এবং ক্যারলের মানসিক ক্ষতিসাধনের জন্য আরো ৭ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার জরিমানা হয় ট্রাম্পের। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে আরেকটি মামলার রায় হয়েছে তার বিরুদ্ধে। সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেয়ার কারণে আদালত গত মাসের মাঝামাঝি ৩৫ কোটি ডলার জরিমানা করেন। সুদসহ তাকে সেটি ৪৫ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি নিজের বাড়িতে রাখা, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গণনায় হস্তক্ষেপ ও ক্যাপিটল হিলে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর অভিযোগে মামলা রয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার ফ্যাক্ট চেকিংয়ে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ট্রাম্প মিথ্যা বলেছেন কিংবা বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন ৩০ হাজার ৫৭৩টি। এ ধরনের একটি মিথ্যা বলাই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে খারিজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। গড়ে প্রতিদিন ২১টি করে মিথ্যা তিনি বলে গেছেন। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো এমন মাত্রার যে, একটি সভ্য দেশে এ ধরনের অভিযোগ উঠলে তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এমনকি আমেরিকার সংস্কৃতি অনুযায়ী, সেই দেশটিতে এমন গুরুতর অভিযোগ নিয়ে এর আগে কেউ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পাননি। ট্রাম্পের ক্ষেত্রে কাজ করছে উল্টো। এসব স্কেন্ড্রাল প্রকাশ পাওয়ার পর এমনকি আদালতে তার বিরুদ্ধে রায় হওয়ার পর চালিত জরিপে দেখা গেছে, তার সমর্থন কমেনি। ক্ষেত্র বিশেষে তাদের জোশ বেড়ে যাচ্ছে। ট্রাম্পের প্রতি তাদের মর্যাদা একটুও কমছে না। নিকি হ্যালিকে ইতোমধ্যে ট্রাম্প তার নিজের রাজ্যে পরাজিত করেছেন। যেখানে হ্যালি গভর্নর ছিলেন। ট্রাম্পের প্রার্থিতা তাই অনেকটাই নিশ্চিত বলা যায়।

জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। যদিও তারা জানে, বাইডেন জয় পেলে তারা রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব এমন একজনের ওপর দেবেন যিনি স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারেন না। সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনীয় স্মৃতিশক্তিও তার কাজ করছে না। প্রতিটি জিনিসের একটা মেয়াদ থাকে।

মেয়াদোত্তীর্ণ হলে সেটি বাতিল করা হয়। বাজারে এ ধরনের পণ্য রাখা অপরাধ। এ জন্য উন্নত দেশগুলোতে আইন কঠোর। মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখার জন্য জেল-জরিমানা করা হয়। আমেরিকার মতো একটি দেশে কোন কারণে দক্ষ সক্ষম লোকদের বাদ দিয়ে একজন বুড়োকে বাছাই করা হলো। অন্যদিকে রয়েছে একজন ধর্ষক, সম্পদ লোভী ও জাত মিথ্যুক। আমেরিকার আসলে হলোটা কী? দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

একাত্তরের মার্চের জাতীয় ঐক্য কেন দূরে সরে গেল?

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

আমাদের প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী ও মুক্তিযুদ্ধকালের রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের কাছে বেশ বেদনার অভিজ্ঞতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান জাতীয় জীবনের পরস্পরবিরোধী শক্তির অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালেও একটি গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের লড়াই-সংগ্রামকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখেনি। তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে নিয়ে অন্ধ বিশ্বাসে বিভোর ছিল। সেই অন্ধত্ব মূলতই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রচরিত্র সম্পর্কে তাদের আধুনিক জ্ঞানের অভাব। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব তাদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, নির্যাতন এবং পূর্ব বাংলাবিরোধী মনোভাবকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করেছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা এখানেই।

তারা আধুনিক রাষ্ট্রচরিত্রকে বুঝতে মোটেও বিশ্বাসী ছিল না। ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় এরা তাই বাধা হয়ে ওঠা ছাড়া কোনো অবদান রাখতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী পাকিস্তানকালের রাজনৈতিক শক্তি স্রোতের বিপরীতে চলতে গিয়ে ক্রমেই দুর্বল হয়েছে। সে কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাদের মাত্র দুজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল। তবে সারা দেশে তাদের ভোট ২০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। এটি দ্রুত কমে গিয়েছিল নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে পাকিস্তানের পূর্ব বাংলাবিরোধী আচরণের কারণে। তিন মাসের মধ্যেই সংখ্যা অনেকটাই তলানিতে ঠেকেছিল। একাত্তরের মার্চ মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি মোহমুক্তির সংখ্যা অনেক বেশি ঘটতে থাকে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক স্রোত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। মানুষের সম্মুখে তখন পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখার স্পৃহা জেগে ওঠে। রাজনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা এবং জাতিগত বোধ ও চিন্তার নবতর এক রূপান্তরের বিষয় হিসেবে এটি ঘটতে থাকে। সম্মুখে তখন তাদের কাছে বাঙালির নিজস্ব নেতৃত্ব আস্থার নতুন জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্নিঝরা মার্চের সেই দিনগুলোতে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাণ্ডারিরূপে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপিত হন। তাঁর বক্তব্য ও স্বপ্ন দেখানোর ক্ষমতা মানুষকে সত্যি সত্যি উজ্জীবিত করেছিল। সে কারণেই মার্চ মাসের প্রতিটি দিন যেন জাতীয় ঐক্য গঠনের একেকটি স্তর পার করে চূড়ায় উপনীত হতে টেনে তুলে ধরেছিল। তেমন ইস্পাত কঠিন ঐক্য বাঙালির জাতীয় জীবনে এর আগে আর কখনো ঘটেনি। ২৫ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী অপারেশন সার্চলাইট নামে হত্যা শুরু করলেও জনগণ জাতীয় ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি কিংবা পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বরং স্বাধীনতার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। প্রতিরোধের এই যাত্রা তিন সপ্তাহের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের একটি বৈধ সরকার গঠনের মাধ্যমে নতুন ধাপে উন্নীত হয়। গোটা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অল্প কিছুসংখ্যক ব্যক্তি, গোষ্ঠী পাকিস্তানিদের দখলকৃত অঞ্চলে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিলেও বেশির ভাগ মানুষই ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিংবা সীমান্ত পার হয়ে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিয়েছিল। তাদের সামনে তখন ভরসার পারদ খুব বেশি ছিল না। যুদ্ধ করেই কেবল সেই পারদ ওপরে টেনে তুলতে হয়েছিল। লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আস্থাশীল হয়ে উঠতে থাকে। নানা প্রতিকূলতা, হতাশা, যুদ্ধবিগ্রহ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি কঠিন পর্ব অতিক্রম করে মানুষ জাতীয়

ঐক্যকে আরও যেন শাণিত করে তুলেছিল। ক্রমেই এই ঐক্য পাকিস্তানিদের চারদিক থেকে আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এমন দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও উৎসর্গ করার মনোবৃত্তিই মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ের চূড়ান্ত প্রান্তে নিয়ে আসে। ১৬ ডিসেম্বর যে বিজয় সূচিত হয়েছিল, তা ছিল বাঙালি জাতির সূচিত ঐক্যের সুফল। তখন স্বাধীনতার এই সুফল লাভের বিরুদ্ধে পরাজিতের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।

দলগতভাবে এরা ছিল জামায়াত-এ-ইসলাম, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ, পিডিপি নামক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় কিছু নেতা ও সমর্থক।

এদের সংখ্যা তখন গণনার মধ্যেও উল্লেখ করার মতো তেমন একটা ছিল না। নেতাদের কেউ কেউ পালিয়ে পাকিস্তানে কিংবা বিদেশে চলে যায়। কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই পরাজিত হয়ে ধরা পড়ে কিংবা পালিয়ে আত্মগোপন করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অস্বীকার করার মতো তাদের কোনো নৈতিক ক্ষমতা ছিল না। পাকিস্তানকেও তারা এই ভূখণ্ডে আর টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ব্যর্থতার গ্লানি তাদের কতখানি জনবিচ্ছিন্ন করেছিল, সেটি তাদের দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাওয়া থেকেই বুঝতে হবে। স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরোধিতার পরিণতি তখনই কেবল তারা অনুভব করতে সক্ষম হয়। আবার বাংলাদেশেই তাদের থাকতে হয়েছে।

১৯৭২ সালে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা ধীরে ধীরে জন্ম নিতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তখন একাত্তর সালের সূচিত ইস্পাত-কঠিন জাতীয় ঐক্যকে ধরে রাখার গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্বের কথা অন্তর্দৃষ্টি ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসবোধ দিয়ে অনুভব করতে পারেনি। জাতীয় ঐক্যের বিপর্যয় ঘটলে পরিণতি কী হতে পারে, সে বিষয়ে সজাগ কেউ থাকেনি। ফলে ধীরে ধীরে জাতীয় ঐক্যের মধ্যে রাজনৈতিক ফাটল ছোট ছোট আকারে জন্ম নিতে থাকে। এখানে আবেগ, উচ্ছ্বাস, রোমান্টিকতা, হঠকারিতা, স্বার্থপরতা এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে যেসব পশ্চাৎপদ চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ ক্রিয়াশীল ছিল, সেগুলো দ্রুতই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রসারিত হতে থাকে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা সংগ্রাম, ত্যাগ এবং জীবনের অনেক ঝুঁকি নিয়েছিল, তারাই নতুন পরিস্থিতিতে কীভাবে জাতীয় ঐক্যকে রাষ্ট্র বিনির্মাণে পুনর্গঠিত করার প্রয়োজন ছিল, তা উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য গুরুত্ব হারায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নিকটজনদের নৃশংস হত্যার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় যে শক্তির উত্থান ঘটে, তার চরিত্র নিরূপণ করতে অনেকেই তাৎক্ষণিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অথচ এমন বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৭১-এর পরাজিত শক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটার পথ দেশে খুলে দেওয়া হলো। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রধান নেতাদের কয়েকজন, মুক্তিযোদ্ধা এবং সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়। রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় নতুন একটি প্ল্যাটফর্ম। এতে সমবেত হয় স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐক্য এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল আদর্শবিরোধী সব পক্ষ। এটি কালক্রমে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন ও জনজীবনে এমন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে, তা তখন অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি।

বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে তখন জামায়াত আবার ফিরে আসে। রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী এসব অপশক্তিকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে ফেলে। অন্যদিকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক জাতি-রাষ্ট্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক শক্তির পুনরুত্থানকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছিল। দেশের রাজনীতিতে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিও জাতীয় প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি, রাজনৈতিক চিন্তা আগের চেয়ে আরও বেশি বিভাজিত ও সংকীর্ণ হতে থাকে। গত ৫০ বছরে রাজনীতির বিভাজন পরস্পরবিরোধী দুটি ধারায় জাতিকে বিভক্ত

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বারী সুপার মার্কেট
BARI SUPERMARKET
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
GUARANTEED HALAL حلال FOOD QUALITY
WE ACCEPT EBT
আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি
ria Money Transfer
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care
মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
info@barihomecare.com
www.barihomecare.com

যুদ্ধবিরতি নিয়ে ছলচাতুরী করছেন জো বাইডেন

ফিলিস বেনিস

সপ্তাহখানেক আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, গাজা যুদ্ধে শিগগিরই 'অস্ত্রবিরতি' হতে যাচ্ছে এবং ৪ মার্চের মধ্যেই তা কার্যকর হবে। নিউইয়র্কে আইসক্রিম খেতে খেতে বাইডেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আমার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আমাকে বলেছেন, আমরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার খুব কাছাকাছি আছি।'

বাইডেন যে আইসক্রিম খাচ্ছিলেন, সেটি মিষ্টি থাকুক না থাকুক; গাজার ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধে তাঁর প্রকৃত অবস্থান যে মোটেও মিষ্টি ছিল না, তা বোঝা যাচ্ছে। বাইডেনের বক্তব্যের পরপরই তাঁর প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছিলেন, সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত করার প্রস্তাব ইসরায়েল 'মৌলিকভাবে সম্মত হয়েছে'।

কিন্তু ৪ মার্চ পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের পরিচালক কায়রোয় শান্তি আলোচকদের পাঠাতে অস্বীকার করেছে। অথচ কায়রোতেই হামাসের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চলমান রয়েছে।

অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির পথ খুঁজে বের করার বিষয়ে অগ্রগতি দাবি করার বিষয়ে বাইডেন প্রশাসনের আগ্রহ ইঙ্গিত দেয়, তারা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার অবসানের বিষয়ে কী পরিমাণ বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চাপ অনুভব করছে।

একই সঙ্গে রাফাহ এলাকায় জড়ো হওয়া শরণার্থীদের ওপর নতুন হামলা ঠেকানো, গাজা অবরোধের অবসান এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক মাত্রার মানবিক সহায়তার অবাধ ব্যবস্থার বিষয়েও চাপে আছে বাইডেন প্রশাসন।

৪ মার্চের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আশা নিরর্থক হয়েছে। এখন ১০ মার্চ শুরু হতে যাওয়া পবিত্র রমজানের শুরু থেকে তা কার্যকরের আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখনো সে ধরনের অস্ত্রবিরতির চুক্তি অধরা রয়ে গেছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, বাইডেন কাতার এবং মিসরের নেতাদের বলেছেন, যুদ্ধবিরতির বিষয়ে তিনি ইসরায়েলের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন।

তবে ইসরায়েলের ওপর বাইডেন চাপ দিচ্ছেন বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কারণ, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যতবার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উঠেছে, ততবারই যুক্তরাষ্ট্র তাতে ভেটো দিয়েছে।

সর্বশেষ গত ২০ ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদে আরব গ্রুপের পক্ষ থেকে আলজেরিয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তুলেছিল। সেই প্রস্তাবে বেসামরিক লোকদের ওপর ইসরায়েলের সব ধরনের হামলা এখনই বন্ধের প্রস্তাব করেছিল।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাতে ভেটো দেয়। শুধু তাই নয়, গাজায় বেসামরিক লোকদের ওপর হামলা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র এখনো ধারাবাহিকভাবে অর্থ এবং অস্ত্র সমানতালে দিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাইডেনের দূত লিন্ডা টমাস গ্রিনফিল্ড আলজেরিয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট দেওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেখানে বিকল্প একটি প্রস্তাবের খসড়া পেশ করেছেন। তিনি দাবি করেন, তাঁর পেশ করা খসড়া প্রস্তাবটিও অস্ত্রবিরতিকে সমর্থন করে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পেশ করা প্রস্তাবে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যা চালানো অবিলম্বে বন্ধ করা কিংবা স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কোনো আহ্বান নেই। সে প্রস্তাবে রাফায় ইসরায়েলি আক্রমণে বাধা দেওয়ার কথা নেই। গাজায় ইসরায়েলি অবরোধের অবসান ঘটানোর কথা নেই।

মার্কিন প্রস্তাবটি গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলি গণহত্যার যুদ্ধের সমাপ্তিকে মাথায় রেখে কিংবা কায়রোতে চলমান আলোচনায় অস্ত্রবিরতি চুক্তি সম্পাদনের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়নি।

মার্কিন খসড়ার অনুচ্ছেদগুলোতে বাইডেন প্রশাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উঠে এসেছে। ইসরায়েলের হামলা চালিয়ে যাওয়া এবং অস্ত্রবিরতি হলেও তা সীমিত সময়ের জন্য করাকে সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি তাদের খসড়ায় উঠে এসেছে।

মার্কিন খসড়া প্রস্তাবে 'যুদ্ধবিরতি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও হোয়াইট হাউস কয়েক মাস ধরে ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরও একবারও ইসরায়েলকে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে বলেনি।

এই খসড়ায় তারা 'যত দ্রুত সম্ভব' যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর কথা বলেছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে কোনো তারিখ বা সময় উল্লেখ করেনি। সেখানে স্থায়ী কোনো যুদ্ধবিরতির কথাও বলা হয়নি।

অর্থাৎ একটি ধোঁয়াশাপূর্ণ ভাষায় প্রস্তাবটি তৈরি করা হয়েছে, যা প্রকারান্তরে ইসরায়েলকে তার গণহত্যা অনির্ধারিত সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে সমর্থন দেবে। ফিলিস বেনিস ওয়াশিংটন ডিসিতে ইনস্টিটিউট ফর পলিসির ফেলো। স্টাডিজে আলজাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

আম্বানিরা দেখাতে চাইলেন, ভারতের কাছে বিশ্ব নুয়ে পড়েছে

প্রতাপ ভানু মেহতা

আম্বানিদের ছেলে অনন্ত আম্বানি ও মার্চেন্টদের মেয়ে রাধিকা মার্চেন্টের বিবাহপূর্ব উৎসব নানা দিক থেকেই অভিনব ও অভূতপূর্ব। এই উৎসব শুধু চোখ ধাঁধিয়েই ক্ষান্ত দেয়নি। ভারতের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতি যে বদলে যাচ্ছে, তারও ইঙ্গিত দিয়েছে।

পরিকল্পনা করে অনুষ্ঠানের নির্বাচিত অংশের ভিডিও প্রকাশ এবং এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবহ সৃষ্টির যে চেষ্টা হবে, সেটা অনুমিতই ছিল। ঐশ্বর্য, শৌর্য-বীর্য, পারিবারিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত সংগ্রাম থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিড়এই সবকিছুর অপূর্ব মিশেলের দারুণ এক প্রদর্শনী হয়ে গেল যেন। এই পাণ্ডুলিপি সুরাজ বারজাতিয়ার নির্দেশিত সিনেমাকেও হার মানায়।

বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময় মনে করেন এ ধরনের প্রদর্শনে অনেকের মনে হিংসার উদ্রেক হয়। এ কথা সব সময় সত্য নয়। হিংসার উদ্রেক হয় তখনই, যখন প্রতিযোগিতা থাকে। বিত্তবৈভবের দিক থেকে আম্বানিদের ধারেকাছে কেউ নেই।

যদিও বৈষম্যের ভারতে এমন জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি সরানোর উৎকট চেষ্টা। অনেকে এ কথা বলে সান্ত্বনা খোঁজেন এই ভেবে যে পরের ধন দেখে যাদের চোখ টাটায়, আখেরে তাদের ভালো হয় না।

অ্যাডাম স্মিথ এই অনুভূতির একটা নাম দিয়েছেন। তিনি এই বোধকে বলছেন, ধনীদের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতির বোধ। কারণ, ধনীরাই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি; সুখ বলতে কী বোঝায়, তার প্রতিভূ ধনীরাই।

যদি তাঁরা সুখ ভোগ করতে না পারেন, তাহলে মানুষের চেয়ে কম মর্যাদাকর জীবনযাপন যাঁরা করেন, তাঁদের আর আশা থাকে না। সে কারণে ধনীদের প্রতি আমজনতার একটা অদ্ভুত মোহ কাজ করে। ধনীদের অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষাড় সবকিছুর প্রতিই তাদের সহানুভূতি থাকে, তাদের সাফল্যে মনে হিংসা জন্মায় না।

এরপরও এই উৎসব অন্য উৎসবের চেয়ে কিছুটা আলাদা। ঐতিহ্যগতভাবে ধনীরা তাঁদের ইচ্ছেমাফিক জিনিস প্রকাশ করে থাকেন। কেউ দেখান শানশওকত, কেউ শিল্প আবার কেউ ক্ষমতা। আম্বানিপুত্রের বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠান ছিল এই সবকিছুর মিশেলে। ফলে এই অনুষ্ঠান নিয়ে তৈরি হয়েছিল ব্যাপক আগ্রহ।

দ্বিতীয় যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল, তা হলো ভারতীয় সংস্কৃতিতে আগে যা দেখা যায়নি, তাকে মেলে ধরা। বৃহত্তম সিনেমা নির্মাতারা নিজেরাই সিনেমার উপজীব্য হয়েছেন, যাঁরা বিনোদনজগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা বিনোদনের অংশ হয়ে গেছেন এবং সংবাদের মালিকেরা সংবাদ হয়েছেন।

সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তনও এমন প্রদর্শনের পেছনে কাজ করে থাকতে পারে।

আজকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনি যদি নিজের পরিচয় প্রদর্শন না করেন, তাহলে অস্তিত্বই সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের পরিচয়ের অত্যন্ত ব্যক্তিগত দিকও আমরা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুলে ধরি, ভোটে তুলি।

বন্ধুরা একে অন্যের সম্পর্কে কী ভাবছে, অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁদের হবু পুত্রবধূ নিয়ে, ভালোবাসা বা ঘৃণাড়এই সবকিছুই তুলে দেওয়া হচ্ছে স্বল্প পরিচিত আমজনতার কাছে। তাঁরাও এই বিষয় প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে এসব প্রতিক্রিয়ার আত্মিক যোগ সামান্য।

মানবহিতৈষী কাজ, ভক্তি, নিষ্ঠা, সমানুভূতি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক বন্ধনের বেলায় এত ঢাকঢোল পেটানো অনাবশ্যক। কিন্তু দেখনদারিটাই যখন মূল, মানুষ তখন ব্যস্ত থাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কার কী 'পারফরম্যান্স' তা নিয়ে।

অনেক সময়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ যা প্রদর্শন করে, বাস্তবের

বিল গেটম থেকে জাকারবার্গ কে আসেনি সেই আয়োজনে *ছবি : রয়টার্স*

সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সব সময় নিজেকে আদর্শ হিসেবে, প্রকৃত মানুষ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা থাকে: দেখো, এই হলাম আমি। আম্বানিদের বিয়ের পাণ্ডুলিপি সুচারুভাবে আমাদের এই সময়টাকেই ধরেছে।

কিন্তু এ ঘটনার একটা রাজনৈতিক দিকও আছে। অ্যাডাম স্মিথ যেমনটি বলেছিলেন, হিংসা কোনো কার্যকর অনুভূতি নয়। বরং তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন ধনীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে।

কারণ, ধনীরা তাদের ভোগবিলাস নিয়ে ঠিক যতটা প্রকাশ্য, ব্যবসা পরিচালনা নিয়ে ঠিক ততটাই লুকোছাপা করে থাকেন। সম্পদ কখনো অন্যান্য ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না এমন একটা ভ্রান্ত ধারণাও আবার সমাজে বিদ্যমান।

দেখুন, যেকোনো বিবেচনায় ভারত একটা উৎকট ধনতান্ত্রিক দেশ। এই দেশ ধনীরা শাসন করে। কিন্তু যে বিষয়টি চমকিত করে, তা হলো এ নিয়ে এখন আর লুকোছাপা নেই। বরং এই ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এখন উদ্যাপন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের চিত্তাকর্ষক দিক হলো এখানে ভোগবিলাস যেমন প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, একইভাবে প্রদর্শিত হয়েছে ক্ষমতাও।

ক্ষমতা কবে থেকে প্রদর্শনের বিষয় হলো? তিনটি বিষয় মনে এল। কথায় বলে, টাকা যার ক্ষমতা তার। শুধু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নয়, বড় পুঁজির ক্ষমতা নিয়ে নানান কল্পকথা চালু আছে।

যেমন বলা হয়ে থাকে, আম্বানি (বা আদানিরা) যা করতে পারে, তা করার সাধ্য আর কারও নেই। যদি আপনি বড় শোধনাগার, দ্রুত লাভ উঠে আসবে এমন বন্দর, সস্তায় টেলিকম বা বৈশ্বিক চ্যাম্পিয়ন হতে চান, আপনার জন্য একমাত্র বাধা হলো বড় পুঁজি। নিয়ন্ত্রক সংস্থার কারসাজির কথা আর নাই বা বললাম। এই কারসাজিই তো সব সম্ভব করছে। এর মহিমা দেখুন। একদিক থেকে আম্বানিরা দেখিয়ে দিয়েছে তারা কী পারে, কতটা পারে। দ্বিতীয়ত, আম্বানিদের এই অনুষ্ঠানে গোটা বিশ্বকে জানান দেওয়ার ব্যাপার ছিল। কে না এসেছিলেন, 'কাতারের আমির থেকে রিয়ানা পর্যন্ত?' খারাপভাবে বলতে গেলে, বিশ্ব ভারতের সামনে নুয়ে পড়েছে এমন একটা ভাব। ভারত ধনী না-ই বা হলো, ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির বাস।

এক নম্বর হওয়া মানে বিরাট কিছু, এমনটাই বোঝানো হলো এই অনুষ্ঠানে। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই দেখানো হলো ভারতের ক্ষমতা কত। তৃতীয় আরেকটি দিক হলো ভারতীয় পুঁজির সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদের যোগ।

এই পুঁজি একটি জাতীয়তাবাদী বিষয়, আর পুঁজির প্রদর্শন ঘটিয়েছে শতভাগ পুঁজিবাদী ধর্মীয় আচারনিষ্ঠ একটি পরিবার। সব মিলে বিবাহপূর্ব এই অনুষ্ঠান একটা পাক্কা জাতীয়তাবাদী মুহূর্তের অবতারণা করেছিল।

সন্দেহ নেই আম্বানিরা মনোমুগ্ধকর, দারুণ ও বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ। সন্দেহ নেই, যাঁরা আম্বানি পরিবারের বিয়েতে হাজির হয়েছেন, তাঁরা সত্যিই আম্বানিদের ভালোবাসেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যে কারও মনে হতে পারে টাকার গরম থাকলেই তা প্রদর্শনযোগ্য, যাকে খুশি তাকে দিয়ে নাচানো যায়।

আপনি একটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারেন বা বিশ্বের সবচেয়ে বড় তারকা, আম্বানিরা ডাক পাঠালেই আপনাকে ছুটে আসতে হবে। এ থেকে বোঝা যায়, কেন মানুষ ক্ষমতাকে এত ভালোবাসে।

অথবা রাজনীতিতে, আপনি হয়তো নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা মনে করেন। কিন্তু সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি আপনাকে এক সেকেন্ডের মধ্যে উধাও করে দিতে পারে। তাই একজন বিরাট নেতা অন্যদের কেটেছেঁটে ফেললেও আমরা খুশি।

আমরা একক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। এই একটা বিষয়ে চমৎকার সমতা আছে আমাদের। আমরা সবাই ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চাই। হোক তা রাষ্ট্রীয় কিংবা পুঁজির। নিজেদের সম্পর্কে যে সত্য আমরা প্রকাশ করতে চাই না, সেই সত্যই আম্বানিপুত্রের বিয়েতে বেরিয়ে এল। প্রতাপ ভানু মেহতা দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রদায়ক সম্পাদক। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে অনূদিত

30 Years of Excellence!

KT KHAN'S TUTORIAL

RAMADAN SALE

Up To 55% OFF

NY State Exam Prep
Grades 3-6

NYC Specialized High School Admissions
Grades 7-8

Regents, SAT, College Admissions Guidance
High School

Visit Us Now!

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Astoria:
30th Ave & Crescent St.

Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn:
Chruch & McDonald Ave

Bronx:
Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park:
101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St.

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL حلال

Feb 26 - Mar 31, 2024 **Promo Code : PSP60**

Ramadan Special Sale

- SALE $19.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $10.99/EA — 10 LB — LAXMI EXTRA LONG BASMATI RICE
- SALE $12.99/EA — 10 LB — THREE RIVERS BASMATI RICE
- SALE $12.99/EA — 20 LB — LAXMI CHAKKI ATTA
- SALE $12.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
- SALE $11.99/EA — 5 LTR — FUTURA SUNFLOWER OIL
- SALE 2/$6.99 — 1 LTR — RAJDHANI MUSTARD OIL
- SALE $2.99/EA — 24 OZ — MEHERBAN CUP DATES
- SALE $12.99/EA — 900G — ANCHOR MILK POWDER
- SALE 2/$4.00 (LIMIT 2) — 26.5 OZ — EACH $2.49 — ROOH AFZA
- SALE $3.99/EA — 3 LTR — MEHERBAN JUICE
- SALE $11.99/EA — 58.9 OZ — TANG
- SALE 3/$5.00 — 1 LTR — SUPER FRESH MANGO JUICE
- SALE 2/$5.00 — 850 G — LAXMI KESAR MANGO PULB
- SALE 3/$5.00 — OVIJHAT MURI
- SALE 2/$5.00 — 2 LB — LAXMI THICK POHA
- SALE $3.99/EA — 1 KG — MAGGI HOT N SWEET SAUCE
- SALE 2/$5.00 — 400 G — LAXMI FRIED ONION
- SALE $3.99/EA — 24 OZ — LAXMI GINGER / GARLIC / MIX PASTE
- SALE $7.99/EA — 900 G — VITAL LOOSE TEA
- SALE 3/$3.00 — 26 OZ — RED CROSS SALT

Ramadan Kareem

Time Table For Ramadan 1445, March - April 2024

DAY	RAMADAN	MONTH	STOP EATING	FAJR JAMAT	SUNRISE	ZUHR	ASR	MAGHRIB IFTAR	ISHA
THE FIRST 10 DAYS ARE FOR MERCY									
MON	01	MAR 11	05:54	06:09	07:14	01:06	05:13	06:58	08:14
TUE	02	MAR 12	05:52	06:07	07:13	01:06	05:14	06:59	08:15
WED	03	MAR 13	05:51	06:06	07:11	01:06	05:15	07:00	08:16
THU	04	MAR 14	05:49	06:04	07:09	01:06	05:16	07:01	08:17
FRI	05	MAR 15	05:47	06:02	07:08	01:05	05:16	07:02	08:18
SAT	06	MAR 16	05:46	06:01	07:06	01:05	05:17	07:03	08:19
SUN	07	MAR 17	05:44	05:59	07:04	01:05	05:18	07:04	08:20
MON	08	MAR 18	05:42	05:57	07:03	01:04	05:19	07:05	08:22
TUE	09	MAR 19	05:40	05:55	07:01	01:04	05:20	07:06	08:23
WED	10	MAR 20	05:39	05:54	06:59	01:04	05:21	07:07	08:24
THE SECOND 10 DAYS ARE FOR FORGIVENESS									
THU	11	MAR 21	05:37	05:52	06:58	01:04	05:21	07:08	08:25
FRI	12	MAR 22	05:35	05:50	06:56	01:03	05:22	07:10	08:26
SAT	13	MAR 23	05:33	05:48	06:54	01:03	05:23	07:11	08:27
SUN	14	MAR 24	05:32	05:47	06:53	01:03	05:24	07:12	08:29
MON	15	MAR 25	05:30	05:45	06:51	01:02	05:24	07:13	08:30
TUE	16	MAR 26	05:28	05:43	06:49	01:02	05:25	07:14	08:31
WED	17	MAR 27	05:26	05:41	06:48	01:02	05:26	07:15	08:32
THU	18	MAR 28	05:24	05:39	06:46	01:01	05:27	07:16	08:33
FRI	19	MAR 29	05:23	05:38	06:44	01:01	05:27	07:17	08:35
SAT	20	MAR 30	05:21	05:36	06:43	01:01	05:28	07:18	08:36
THE LAST 10 DAYS ARE TO BE FREE FROM HELL FIRE									
SUN	21	MAR 31	05:19	05:34	06:41	01:00	05:29	07:19	08:37
MON	22	APR 01	05:17	05:32	06:39	01:00	05:30	07:20	08:38
TUE	23	APR 02	05:15	05:30	06:38	01:00	05:30	07:21	08:39
WED	24	APR 03	05:14	05:29	06:36	01:00	05:31	07:22	08:41
THU	25	APR 04	05:12	05:27	06:35	12:59	05:32	07:23	08:42
FRI	26	APR 05	05:10	05:25	06:33	12:59	05:32	07:24	08:43
SAT	27	APR 06	05:08	05:23	06:31	12:59	05:33	07:25	08:44
SUN	28	APR 07	05:06	05:21	06:30	12:58	05:34	07:26	08:46
MON	29	APR 08	05:04	05:19	06:28	12:58	05:35	07:27	08:47
TUE	30	APR 09	05:03	05:18	06:26	12:58	05:35	07:28	08:48

First Day & Last Day of Ramadan Depend on Moon Sighting

Ramadan calendar collected from Jamaica Muslim Center

- SALE $3.49/EA — 4 LB — LAXMI KALA CHANA / MASOOR DAL / CHANA DAL
- SALE 2/$7.00 — 4 LB — MEHERBAN BESAN
- SALE $2.99/EA — 4 LB — LAXMI RICE FLOUR
- SALE $3.99/EA — 4 LB — PREMIUM BRAND BROWN SUGAR
- SALE 5/$5.00 — 15 OZ — HOBBI CHICK PEAS
- SALE 2/$3.00 — TEER HALEEM MIX
- SALE 2/$3.00 — REHMAT-E-SHREE PHENNI
- SALE $8.99/EA — 7 OZ — LAXMI GREEN CARDAMOM
- SALE $5.99/EA — 4 LB — LAXMI JUMBO PEANUT
- SALE $5.99/EA — 800 GM — LAXMI GOLDEN RAISIN
- SALE $6.99/EA — 800 GM — LAXMI ALMOND WHOLE
- SALE $9.99/EA — 800 GM — LAXMI CASHEW WHOLE
- SALE 2/$14.99 — 25 PCS — FAMILY PACK KAWAN PARATHA
- SALE $5/EA — 14 PCS — KARACHI DELIGHT JUMBO NAN
- SALE $19.99/EA — 2.6 LB BOX — AL SAFA CHICKEN / BEEF SAMOSA
- SALE $4.99/EA — 400 G — KARACHI DELIGHT BUN KABAB
- SALE 2/$5.00 — 10 PCS — KARACHI PUFF PASTRY
- SALE 3/$5.00 — 300 G — KAWAN SPRING ROLL PASTRY SHEET

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

৩৩ বছরে পরিচয়

রমজানে তেল ছাড়া এয়ার ফ্রায়ারে খাবার তৈরী করবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র মাহে রমজান মুসলিম উম্মাহর দরজায় সমাগত। হাতে গোনো আর মাত্র কয়েকটা দিন। রমজানের এ সময়টাতে ইফতার থেক সেহরিতে কী, খাবেন ঘরের রাঁধুনির জন্য তা একটা বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সারাদিন রোজা রেখে ইফতারের সময় তেলে ভাজা খাবার খেলে অনেকের নানান রকমের আসুস্থতায় ভুগতে হয়।

কিন্তু মুখরোচক খাবার তৈরি করতে তেল তো লাগবেই। আবার বেশি তেলের খাবার বানাতে গেলে পকেটেও খালি হবে তাড়াতাড়ি। অল্প তেলে রান্না করেও পোষাচ্ছে না, তাহলে উপায়! চিন্তার কোনো কারণ নেই, আছে এরও সমাধান।

ডিজিটালের এ যুগে রান্নার জন্য অনেক পদ্ধতি বের হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে এয়ার ফ্রায়ার। যাকে ভাজা-পোড়া রান্নার আদর্শ যন্ত্র বলা যেতে পারে। এ যন্ত্র দিয়ে ভাজা খাবারগুলো তেল ছাড়াই রান্না করা যায়। রন্ধনশিল্পীরা বলছেন, কেবল ভাজা নয় চাইলে এয়ার ফ্রায়ারে আরো অনেক পদ রান্না করা যায়।

তো এবার জেনে নিন এয়ার ফ্রায়ারে কী কী রান্না করা যায় আলু, বেগুন, মাছ তেল ছাড়াই এয়ার ফ্রায়ারে ভাজা যাবে।

এছাড়াও চিকেন উইংস বা চিকেন পকোড়াও বানাতে পারেন এয়ার ফ্রায়ারে।

চিকেন বা বিফ স্টেক বানাতে পারেন এয়ার ফ্রায়ারে। প্রিহিট করা এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে রসালো চিকেন স্টেক বানিয়ে নেওয়া যায় সহজেই।

বাড়িতে তেল আর মাখন কম ব্যবহার করে কেক বানাতে চান। এয়ার ফ্রায়ারে বানাতে পারেন। কুকি, কাপ কেক হোক বা মাফিন তৈরিতে অনেক তেল মাখন লাগে। মাখনের ব্যবহার কমাতে ভরসা রাখুন এয়ার ফ্রায়ারে।

এছাড়াও চিকেন ম্যারিনেট করে রেখে কষা তরকারিও রান্না করা যাবে।

প্রিহিটেড এয়ার ফ্রায়ারে চাইলে রসালো চিকেন স্টেকও বানানো যায়।

মুখরোচক চিকেন উইংগস তৈরি করতে পারেন এয়ার ফ্রায়ারের সাহায্যে।

কিশমিশ, কাজু বা আখরোট এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে একবার শুকিয়ে স্টোর করে রাখতে পারেন। এয়ার ফ্রায়ারে রোস্ট বানিয়ে নেওয়া যাবে। স্বাদে বদল আসবে।

যেসব খাবার এয়ার ফ্রায়ারে বানাবেন না

চিজ দেওয়া কোনো খাবার এয়ার ফ্রায়ারে বানাবেন না। চিজ উচ্চ তাপমাত্রায় গলে গিয়ে এয়ার ফ্রায়ারের সঙ্গে লেগে যাবে। যা পরিষ্কার করা কষ্টকর হবে।

বার্গার, পাস্তা, পিৎজা এয়ার ফ্রায়ারে বানাবেন না। এয়ার ফ্রায়ারের তাপমাত্রা অনেকটা বেশি থাকায় এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ইফতারে খেজুর খাবেন যে কারণে

পরিচয় ডেস্ক: খেজুর এমন একটি ফল, যা ফ্রুকটোজ ও গ্লাইসেমিকুসমৃদ্ধ। এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। এ ছাড়া খেজুর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ক্লান্তিভাব দূর হয়। এতে বিদ্যমান ভিটামিন বি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এবার জেনে নিন খেজুরের নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে-

দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায় : খেজুরে তো পুষ্টি আছেই, তবে এটা খাওয়ার পাশাপাশি এই ফলের পাতা খেলে দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে। রাতকানা রোগসহ চোখের সমস্যা প্রশমনেও সহায়তা করে।

শরীরে শক্তি জোগায় : খেজুরের মধ্যে থাকা সুগার শরীরে একটা চনমনে ভাব আনে। এটি মানসিক ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

হার্ট সবল থাকে : ডায়েটারি ফাইবারে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে খেজুর খেলে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে। তাই এতে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের আশঙ্কা হ্রাস পায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় : প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকার কারণে নিয়মিত খেজুর খেলে এটি হজমে সহায়তা করে। কোষ্ঠকাঠিন্য কমানোর পাশাপাশি এতে বদহজম, কোলাইটিস এবং হেমোরয়েডের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

হাড় সবল রাখে : খেজুরে সেলেনিয়াম, কপার এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো উপকারী খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে, যা হাড়কে খুবই সবল রাখে। এ ছাড়াও বয়সী ব্যক্তিরা নিয়মিত খেজুর খেলে অস্টিওপোরোসিসের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

ওজন বাড়াতে সাহায্য করে : যাদের ওজন মাত্রাতিরিক্ত হারে কমে যেতে শুরু করেছে তারা খেজুর খেলে ওজন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ব্রেইন ভালো রাখে : খেজুরে থাকা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ বিশেষ করে পটাশিয়াম নার্ভ ও ব্রেইনের কর্মক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় : খেজুরে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এ ছাড়া হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে নিরাপদ ওষুধ খেজুর।

রক্তশূন্যতা দূর করে : খেজুর নিয়মিত খেলে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করার পাশাপাশি শরীরে রক্ত তৈরিতে সহায়তা করে।

ক্যানসার প্রতিরোধ করে : প্রাকৃতিক আঁশে পূর্ণ খেজুর ক্যানসার প্রতিরোধ করে। তাই যারা নিয়মিত খেজুর খান, তাদের বেলায় ক্যানসারের ঝুঁকিটাও অনেক কম থাকে।

অ্যালার্জি থেকে বাঁচায় : খেজুরে থাকা সালফার অ্যালার্জির মতো রোগ থেকে দূরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

রক্তশূন্যতা কমাবে যেসব ফল

পরিচয় ডেস্ক:হিমোগ্লোবিন হচ্ছে আয়রন সমৃদ্ধ এক ধরনের প্রোটিন যা আমাদের রক্ত কোষে উপস্থিত। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে সাহায্য করে হিমোগ্লোবিন। এই উপাদানটি কমে গেলে আমাদের শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখতে আয়রন, ভিটামিন বি, ফলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে নিয়মিত। রক্তশূন্যতা দূর করতে ডায়েট চার্টে রাখতে পারেন কিছু ফল।

ডালিম: প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায় ডালিম থেকে। এছাড়াও প্রোটিন, ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি এর পাশাপাশি আরও নানা পুষ্টি উপাদানের ভরপুর এই ফল। রক্তশূন্যতার রোধ করতে ডালিম খেতে পারেন প্রতিদিন। অ্যালোভেরা ও বিটরুট এর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন ডালিমের রস।

খেজুর: হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখতে প্রতিদিন খান খেজুর। আয়রনের পাশাপাশি প্রোটিন, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ ও ভিটামিন বি মিলবে ফলটি থেকে।

কিশমিশ: ড্রাই ফ্রুট কিশমিশ আয়রন এর অন্যতম উৎস।

স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় রুই মাছ, কতটুকু খাবেন

পরিচয় ডেস্ক:মাছে ভাতে বাঙালি। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বাঙালির পাতে মাছ থাকা চাইই চাই। আর রুই মাছ তো সবারই পছন্দের। তবে জানেন কী? শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রুই মাছ।

রুই মাছের পুষ্টিগুণ কী?

প্রতি ১০০ গ্রাম রুই মাছে ১৬.৪ গ্রাম আমিষ, ১.৪ গ্রাম চর্বি, ৬৮০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২২৩ মিলিগ্রাম ফসফরাস থাকে।

এই মাছে ক্যালোরির পরিমাণ থাকে খুবই কম।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ডিম

পরিচয় ডেস্ক:একটি ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন, ৫ গ্রাম উন্নত ফ্যাটি অ্যাসিড, ৭০-৭৭ কিলো ক্যালরি শক্তি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে। এছাড়াও ডিমে রয়েছে লিওটিন ও জেক্সানথিন। পাশাপাশি ডিমে থাকা ডেনসিটি ও লিপোপ্রোটিন হৃদরোগ প্রতিরোধ সাহায্য করে। আসুন জেনে নেই বিস্তারিত...

শক্তি বাড়ায়: দ্রুত শক্তি পেতে ডিম অনেক উপকারী। এতে রয়েছে ভিটামিন বি, যা শরীরে বাড়তি শক্তি যোগায়। প্রতিদিন সকালের নাস্তায় একটি করে সেদ্ধ ডিম, একটি ক্লান্তিহীন দিনের সহায়ক।

দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে: ডিমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। যা দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে কর্যকরী।

পেশি মজবুত করে: সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় শেষে অনেকেই পেশী ব্যথাই ভোগেন। এক্ষেত্রে ডিম উপকারী। কারণ ডিমে প্রচুর ভিটামিন ডি রয়েছে, যা পেশী মজবুত করে।

নখের যত্নে: তরুণীদের একটি অংশ নখ নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। নখের যত্নে ডিম কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কারণ ডিমে রয়েছে সালফার।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: অনেকেই ঘনঘন সর্দি বা কাশি, জ্বরে ভোগেন। তারা ডিম খেতে পারেন। কারণ ডিমে রয়েছে জিংক, যা দেহের ইমিউনিটি সিস্টেমকে শক্তিশালী করে।

হাড় ও দাঁত মজবুত করে: ডিমে থাকা ফসফরাস হাড় ও দাঁত মজবুতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তাই হাড় ও দাঁত মজবুত রাখতে ডিম খান।

প্রোটিনের ঘাটতি: ডিমে রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড যা প্রোটিনের মূল উৎস। তাই প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে ডিম খান।

চল্লিশের পর প্রতিদিন ডিম কি খাওয়া ভালো?

পরিচয় ডেস্ক: ডিম সুস্বাদু আর সহজলভ্য এক খাবার। হাতের তালুর সমান এই ছোট এই খাবারে রয়েছে আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ১৩টি পুষ্টিগুণ। ডিম সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে অন্যতম। ডিমকে বলা হয় 'গরিবের প্রোটিন'। আবার টেকসই প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে এর স্থান সবার ওপরে।

বয়স আট হোক বা আশি, শরীর ফিট রাখতে ডিম খাওয়া জরুরি বলে মনে করেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু একটা বয়সের পর রোজ ডিম খাওয়া ঠিক হবে কি না, অনেকেই সেটা বুঝতে পারেন না। এই ভাবনা মাথায় আসে ৪০-এর পর থেকেই। চল্লিশের পর রোজ ডিম খাওয়া ঠিক হবে কি না, তা নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়।

আঙুরে ক্যানসার মুক্তি!

পরিচয় ডেস্ক: লাল, সবুজ বা কালো যে রঙেরই হোক না কেন, আঙুর বলতে গেলে সবারই প্রিয়। ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও জুস, স্মুদি, জেলি, কাস্টার্ড, ফুড ডেকোরেশনেও আঙুর ব্যবহার করা হয়।

এর বাইরে আঙুরে মিলবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফাইবার, ফলেট, নিয়াসিন, থিয়ামিন, প্যানটোথেনিক এসিড, রিবোফ্লাভিন, ভিটামিন এ, সি, ই ও কে। আরও রয়েছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক, ক্যারোটিনে ও ক্যারোটিন-বি।

মাইগ্রেন ও আলজেইমার্স : যাদের মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে তারা প্রতিদিন সকালে এক কাপ আঙুরের রস খেতে পারেন। এক্ষেত্রে লাল আঙুরের রস বেশি কার্যকর। তবে এতে পানি বা চিনি মেশাবেন না। আলজেইমার্সের ক্ষেত্রে আঙুরের রস স্নায়ুর অ্যামিলয়েড বিটা প্রোটিনের মাত্রা কমিয়ে আনে। এ প্রোটিনই মূলত স্নায়ুকোষের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

স্তন ক্যানসার : গবেষণায় দেখা গেছে, নীল-বেগুনি রঙের আঙুরের জুস স্তন ক্যানসার রোধ করে। স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত নারীরা প্রতিদিন আঙুরের রস খাওয়ায় তাদের ব্রেস্ট টিউমারের আকার কমে গেছে অনেকগুণ।

দৃষ্টিশক্তি : আঙুর চোখের জন্য খুব ভালো। এতে রয়েছে উচ্চমানের লিউটেইন ও জিজানথিন যা দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে।

অ্যান্টি-ব্যাকেটেরিয়াল : লাল আঙুরে রয়েছে উচ্চমানের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ভাইরাল প্রপার্টিজ যা নানারকম সংক্রামক রোগ থেকে দেহকে রক্ষা করে।

ত্বক ও চুল : ত্বকের বলিরেখা দূর করতে আঙুরের রস মুখে লাগিয়ে কুড়ি মিনিট মাসাজ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। রোদে পোড়া দাগ দূর করতে আঙুরের বীজের তেল মাসাজ করতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, আঙুর খেলে ত্বকের লাবণ্য বাড়ে। এছাড়াও চুলের খুশকি তাড়াতে আঙুরের বীজের তেল ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও আঙুরের জুস হজমে সহায়ক, কোলেস্টেরল কমায় ও কিডনিকে সুরক্ষিত রাখে। আঙুর ফুসফুসের আর্দ্রতার স্তরকে ঠিক রাখে বলে এটি অ্যাজমার ভালো ওষুধ।

দিনে ২ কোয়া রসুন খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : প্রায়ই আমরা রসুন খাওয়ার পরামর্শ দেখি। কিন্তু কোন কোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি তা অনেক সময়ই মনে থাকেনা। এ জন্য একবার চোখ বুলিয়ে জেনে নিন প্রতিদিন মাত্র দুই কোয়া রসুন খাওয়ার উপকারিতা।

ঙ উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দূর করে
ঙ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে
ঙ স্তন ক্যান্সার, প্রোস্টেট ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে
ঙ রক্তনালী পরিষ্কার রাখে
ঙ ইনফেকশন দূর করে
ঙ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর
ঙ দাঁতের ব্যথা বা বাতের ব্যথায় ভরসা রাখুন রসুনে
ঙ হজমশক্তি বাড়ায় ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে
ঙ ত্বকের ব্রণ দূর করে, তারুণ্য ধরে রাখে দীর্ঘ দিন
ঙ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
ঙ হাড়ক্ষয় রোধ করে
ঙ ঠাণ্ডা, কাশি কমায়।

রসুন এত উপকারী, কারণ এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদানও রয়েছে। রসুন পুষ্টিকর কিন্তু এতে ক্যালরির পরিমাণ কম। ২ কোয়া রসুন থেকে আমরা পাচ্ছি ৪২ ক্যালরি, ১.৮ গ্রাম প্রোটিন ও ৯ গ্রাম শর্করা। রসুন কাঁচা খেতে পারলে তো খুব ভালো, না পরলে একটু টেলে নিয়ে বা হালকা তেলে রোস্ট করে নিন। সালাদের ড্রেসিং-এর সঙ্গেও রসুন মিলিয়ে খেতে পারেন। যেকোনো রান্নায় কয়েক কোয়া রসুন দিয়ে দিন। রসুনের আচারও খেতে পারেন।

আস্ত তেলাপিয়া ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: তেলাপিয়া মাছই একটু চেষ্টা করলেই সুস্বাদু করে রান্না করা সম্ভব। তাই আজ থাকলো আস্ত তেলাপিয়া ভুনা করার রেসিপি ।তো আর দেরি নয়; রেসিপিটি দেখুন আর ঝটপট তৈরি করে ফেলুন আস্ত তেলাপিয়া ভুনা-

উপকরণ: গোটা তেলাপিয়া মাছ মাঝারি একটি, ফিশ সস ২ টেবিল-চামচ, লেবুর রস ২ টেবিল-চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, জিরাবাটা ১ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচামরিচ ৫-৬টি, টমেটো সস সিকি কাপ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল-চামচ, তেল পৌনে দুই কাপ।

প্রণালী: মাছ পরিষ্কার করে ছুরি দিয়ে দুই পাশ থেকে চিরে নিয়ে মাছের গায়ে দাগ কেটে রাখতে হবে।

ফিশ সস, লেবুর রস, সামান্য হলুদ, লবণ একসঙ্গে মিলিয়ে মাছের দুই পাশে ও পেটের ভেতর ভালো করে লাগিয়ে ২৫-৩০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখতে হবে।

দেড় কাপ তেল গরম করে মাছ বাদামি রং করে ভেজে তেল থেকে মাছ উঠিয়ে পরিবেশন পাত্রে রাখতে হবে।

সিকি কাপ তেল গরম করে সব বাটা ও গুঁড়া মশলা কষিয়ে লবণ, টমেটো সস, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতাকুচি দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনা মাছের ওপর ঢেলে দিন। ব্যাস! তৈরি হয়ে গেল আস্ত তেলাপিয়া ভুনা।

এবার গরম গরম ভাতের সঙ্গে আস্ত তেলাপিয়া ভুনা খেতে বসুন আয়েশ করে।

রুই বা স্যালমন মাছের বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: ছোট থেকে বড় প্রায় সবাই মাছ খেতে ভালোবাসেন। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ।

উপকরণ : ১. রুই বা স্যালমন মাছের পেটি ৪ টুকরা ২. বাসমতি বা চিনিগুঁড়া চাল ১ কাপ ৩. ঘি বা তেল ৪ টেবিল চামচ ৪. পেঁয়াজ কুঁচি ১ কাপ ৫. আদা বাটা ২ চা চামচ ৬. রসুন বাটা ২ চা চামচ ৭. টকদই ৪ টেবিল চামচ ৮. জায়ফল ও জয়ত্রী গুঁড়া ২ চা চামচ ৯. পোস্ত বাটা ১ চা চামচ ১০. এলাচ ৪-৫টি ১১. দারুচিনি ২ টুকরো ১২. দুধ আধা কাপ ১৩. লেবু পাতলা করে কাটা কয়েক টুকরা ১৪. বেরেস্তা আধা কাপ ও১৫. লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালী : প্রথমে মাছের টুকরাগুলোকে তেলে হালকা লাল করে ভেজে নিন। এতে মাছের আঁশটে ভাব চলে যাবে। অন্য একটি বাটিতে টকদইয়ের সঙ্গে আদা রসুন বাটা, জায়ফল, জয়ত্রী গুঁড়া ও পোস্ত বাটা দিয়ে মেখে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে চালগুলোকে লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। চাল বেশি সিদ্ধ করবেন না। বেশি সেদ্ধ হলে বিরিয়ানি ঝরঝরে হবে না।

এবার অন্য একটি প্যানে তেল বা ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি ও দারুচিনি এলাচ দিন। একদম লাল করে বেরেস্তার মতো করে ভেজে নিন। এই পেঁয়াজ এর সঙ্গে মেখে রাখা দই আর আধা কাপ দুধ মিশিয়ে দিন। এবার রান্না করুন ১০ মিনিট। মসলা কষানো হলে মাছের টুকরাগুলোকে দিয়ে রান্না করুন আরও ৫ মিনিট। যখন একটু লাল হয়ে আসবে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। একটি ওভেন প্রুফ বাটিতে অথবা একটি ভারি হাঁড়িতে প্রথমে কিছু ভাত ঢালুন। এরপর লেবুর পিস ছড়িয়ে দিন। তারপর মাছের পিসগুলো আর ঝোলটা দিন। সঙ্গে বেরেস্তা ছিটিয়ে দিন। আবার রান্না করা ভাত দিয়ে তার উপর ফয়েল পেপার দিয়ে ভালোভাবে মুড়িয়ে নিন। এতে ভাঁপ বের হবে না। হাঁড়ি হলে ভালো করে ঢেকে খুবই মৃদু আঁচে দমে বসিয়ে দিন চুলায়। ভাত সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। নাড়বেন না, এতে মাছ ভেঙে যাবে। ওভেন হলে ১৮০ ডিগ্রিতে ২০ মিনিট বেক করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL

73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

গরুর কড়াই গোশত

পরিচয় ডেস্ক: গরুর কড়াই গোশত খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনই তৈরি করাও সহজ।

উপকরণ : ১. গরুর মাংস ১ কেজি ২. পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ ৩. হলুদের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ৪. মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ৫. মাংসের মসলা ১ চা চামচ ৬. দারুচিনি ও এলাচ ৩/৪ টুকরো ৭. জয়ফল ও জয়ত্রী বাটা ১ চা চামচ ৮. টকদই ১ কাপ ৯. টমেটো কিউব ১ কাপ ১০. তেজপাতা ২টি ১১. তেল ১ কাপ ১২. রসুন কোয়া ২-৩টি ও ১৩. লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালী: গরুর মাংস ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস, টকদই, লবণসহ সব মসলা একসঙ্গে ভালো করে মেখে ২০-২৫ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন।

এবার একটি বড় প্যানে তেল গরম করে অর্ধেক পেঁয়াজ কুচি, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে।

তারপর মেরিনেট করা মাংস দিয়ে নেড়ে কষাতে হবে। ঢেকে রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে নেড়ে দিতে হবে। এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মৃদু আঁচে মাংস সেদ্ধ করতে হবে।

মাংস সেদ্ধ হলে এর ওপর তেল ভেসে উঠবে। তারপর নামিয়ে রাখতে হবে। এবার একটি প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি, রসুনের কোয়া, টমেটো কুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নিন।

এরপর রান্না করা মাংস এই বাগারের মিশ্রণে ঢেলে ২-৩ মিনিট দমে রেখে দিন। তারপর নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন গরুর কড়াই গোশত। ভাত, রুটি, পরোটা দিয়ে দারুণ মানিয়ে যাবে পদটি।

তেল ছাড়া দুধের খাসির বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: বিরিয়ানি বিভিন্ন উপায়ে রান্না করা যায়। কেউ পছন্দ করেন সবজি বিরিয়ানি আবার কারো পছন্দ চিকেন, বিফ বা খাসির বিরিয়ানি। কিন্তু যেভাবেই রান্না করুন না কেন তেল ব্যবহার তো করতেই হয়, নাহলে তো আর স্বাদ হবে না বিরিয়ানির। তবে জানলে অবাক হবেন, তেল ছাড়া দুধ দিয়েই রাঁধতে পারেন মজাদার খাসির বিরিয়ানি। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ।

উপকরণ : ১. খাসির মাংস আধা কেজি ২. বাসমতি চাল ২৫০ গ্রাম ৩. ধনেপাতা ৫০ গ্রাম ৪. পুদিনা পাতা ৫০ গ্রাম ৫. পেঁয়াজ কুঁচি ২টি ৬. দুধ ২ কাপ ৭. আদা বাটা ১ টেবিল চামচ ৮. রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ ৯. কাঁচা মরিচ কুচি ৫টি ১০. দারুচিনি ২টি ১১. লবঙ্গ ৬-৭টি ১২. এলাচ ৫-৬টি ১৩. শাহী জিরা দেড় টেবিল চামচ ১৪. লবণ স্বাদমতো ও ১৫. ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালী : প্রথমে বাসমতি চাল ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একইভাবে মাংস ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার ধনেপাতা ও পুদিনা পাতা আলাদা আলাদাভাবে মিহি করে কুচিয়ে নিন।

পেঁয়াজ কুঁচি করে কেটে নিন। এরপর আদা ও রসুন কুচি করে নিন। পাত্রে পানি গরম করে তাতে দিয়ে দিন পানি ঝরানো বাসমতি চাল। চাল আধা সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে একটি ছড়ানো পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা করে নিন।

অন্যদিকে প্রেশার কুকারে মাংস সেদ্ধ করতে হবে। এর জন্য আগে থেকে মসলা প্রস্তুত করে নিতে হবে। একটি পাতলা সাদা কাপড়ে ধনেপাতা, পুদিনা পাতা ও কাঁচা মরিচ কুচি ভরে সুতো দিয়ে মুখটা খুব ভালো করে বেঁধে দিন। যাতে সেটি খুলে না যায়।

আরেকটি পাতলা কাপড়ে শাহী জিরা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ভরে একই রকমভাবে সুতো দিয়ে মুখ বেঁধে নিন।

একই রকমভাবে তৈরি করতে হবে আরেকটি পুঁটলি। তাতে দিতে হবে থেঁতো করা আদা, রসুন এবং পেঁয়াজ কুচি।

প্রেশার কুকারে মাংস নিন। তাতে তিনটি পুঁটলি, এক চামচ ঘি, দেড় কাপ পানি, দুই কাপ দুধ ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ৪-৫টি সিঁটি দিয়ে নিন। লবণের পরিমাণটা ব্যালেন্স রাখুন। কুকারের ভাপ বের হয়ে গেলে ঢাকনা খুলে চামচ দিয়ে মাংস খুব ভালো করে নেড়ে নিন।

এবার তা থেকে সাবধানে তিনটি পুঁটলি চিমটা দিয়ে তুলে নিন। ধীরে ধীরে মাংসগুলোও আলাদা করুন। এবার একটি বড় পাত্রে ঘি মাখিয়ে নিন। তাতে আধা সেদ্ধ বাসমতি চাল ছড়িয়ে একটা বেড তৈরি করুন।

আশ্রয়প্রার্থীদের সামলাতে হিমশিম

১২ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করছে। গত নভেম্বর মাসে চ্যান্সেলর ও মুখ্যমন্ত্রীরা একগুচ্ছ পদক্ষেপের বিষয়ে ঐকমত্যে এসেছিলেন।

বুধবার জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস ও ১৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অভিবাসন নীতির বিভিন্ন দিক ও বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বার্লিনে শলৎস বলেন, বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনই তার সুফল দেখা যাচ্ছে না। যেমন আশ্রয়প্রার্থীদের নগদ আর্থিক সহায়তার বদলে ডেবিট কার্ড দেওয়ার পদক্ষেপ কার্যকর করতে সময় লাগছে। অনেক আশ্রয়প্রার্থীরা এতকাল নগদ অর্থ নিজেদের দেশে পাঠিয়ে আসছেন বলে সমালোচনা হচ্ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশে শরণার্থীদের আবেদন পরীক্ষার ব্যবস্থার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী ২০শে জুন আগামী শীর্ষ বৈঠকের আগে সেই উদ্যোগের প্রাথমিক ফলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা চাপ দিচ্ছেন। সেই সব পদক্ষেপের পাশাপাশি শলৎস অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন সীমিত করতে সব সময়ে সক্রিয় থাকার উপর জোর দেন। তার মতে, গত ২০-২৫ বছরে এমন সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।

প্রধান বিরোধী ইউনিয়ন শিবির সরকারের উপর আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যার উর্ধ্বসীমা স্থির করার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু আন্তজার্তিক ও জাতীয় আইনের আওতায় এমন কোনো সুযোগ নেই বলে সরকার ও কয়েকটি রাজ্য মনে করছে। তবে সব মিলিয়ে নভেম্বর মাসে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে চ্যান্সেলর ও মুখ্যমন্ত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছু বাড়তি পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছেন। যেমন বাভেরিয়া ও স্যাক্সনি রাজ্য সরকার ইউক্রেন থেকে আসা মানুষের বিশেষ আর্থিক সুবিধা বন্ধ করে আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে গণ্য করার দাবি তুলছে। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা কমাতে ইউনিয়ন শিবিরের মুখ্যমন্ত্রীরা আরো কিছু দেশের সঙ্গে অভিবাসন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হলে সেখান থেকে আসা মানুষদের ফেরত পাঠানো সহজ হবে।২০২৩ সালে জার্মানিতে প্রায় তিন লাখ উনত্রিস হাজার বহিরাগত রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। ২০২২ সালের তুলনায় সংখ্যাটা প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। তার উপর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যুদ্ধের কারণে ইউক্রেন থেকে প্রায় দশ লাখ শরণার্থী জার্মানিতে এসেছেন। বহিরাগতদের এমন ঢল সামলাতে বিশেষ করে পৌর স্তরে নানা সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তাদের বাসস্থান, ভাষা শিক্ষা, শিশু-কিশোরদের জন্য কিন্ডারগার্টেন বা স্কুলের ব্যবস্থা অনেক পৌর কর্তৃপক্ষের সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়তি আর্থিক ব্যয়ভার নিয়েও সমস্যা দূর হয় নি। নভেম্বরের বৈঠকে প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর জন্য পৌরসভাগুলিকে বছরে ৭,৫০০ ইউরো অনুদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও অনেক শহর ও গ্রাম ঘাটতির অভিযোগ করছে। সুত্র জার্মান বেতারডয়চে ভেলে

হাইতিতে নিরাপত্তা বাহিনী

১২ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে বাংলাদেশ, বাহামাস, বার্বাডোস, বেনিন ও চাদ। এসব দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছে।

এই বহুজাতিক বাহিনীকে সহায়তার করার জন্য গঠিত ট্রাস্টে ১০ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়াও হয়েছে। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টেফানে দুজারিক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এই ট্রাস্টে আরও ৭৮ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

প্রায় দেড় বছর আগে গ্যাংদের নির্মূলে জাতিসংঘের কাছে সহযোগিতা চায় হাইতির সরকার। এরপর গত অক্টোবরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ হাইতিতে একটি বিদেশি মিশন পরিচালনার সম্মতি দেয়। তবে এটি জাতিসংঘের কোনো মিশন নয়।

হাইতি অনেক আগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাইলেও; এটি দেরি হয়েছে। কারণ, এই মিশনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো দেশকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গত বছর কেনিয়া এগিয়ে এসেছিল। দেশটি বলেছিল, তারা হাইতিতে এক হাজার পুলিশ সদস্যকে পাঠাবে। তবে পরবর্তী সময় দেশটির আদালত এই উদ্যোগকে অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করে। ওই সময় কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো জানান, তাঁরা এ পরিকল্পনা এগিয়ে নেবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে তিনি এ ব্যাপারে আর কোনো কিছু জানাননি।

জাতিসংঘের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বেনিন নিরাপত্তা বাহিনীর দেড় হাজার সদস্যকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বাংলাদেশসহ বাকি চার দেশ কতজন পুলিশ বা সেনা পাঠাবে সে বিষয়টি জানাননি তিনি।রয়টার্স

বেইলি রোডের আগুনের

৮ পৃষ্ঠার পর

রাজধানীর বেইলি রোডের আগুনের ঘটনায় করা মামলাটি তদন্তের জন্য সিআইডিকে দেয়া হয়েছে। এরইমধ্যে ঘটনাস্থলের ১৫টির বেশি আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ফরেনসিক বিভাগ। এর আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অবহেলাজনিত হত্যার অভিযোগ এনে গত ১ মার্চ রাতে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। এতদিন মামলাটি তদন্ত করছিল থানা পুলিশ। তদন্তের শুরুতেই চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

৭ মাসে ইউরোপে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ রপ্তানি বেড়েছে। তবে, ইতালিতে স্থানীয় পোশাক রপ্তানি কমেছে ১ দশমিক ৮১ শতাংশ।

অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার জার্মানিতে রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ের তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে রপ্তানি কমেছে ১৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে ৩ দশমিক ৯০ শতাংশ কমেছে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

একই সময়ে, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় রপ্তানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৮৭১ দশমিক ২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ১২ দশমিক ৯৮ শতাংশ এবং শূন্য দশমিক ৬৮ শতাংশ বেড়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি মাসে, অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানি ১১ দশমিক ৬৯ শতাংশ বেড়ে ৫ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে যা আগের বছরের একই সময়ে ৪ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।

প্রধান অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াতে রপ্তানি যথাক্রমে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ, ২৩ শতাংশ এবং ১৭ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে, ভারতে পোশাক রপ্তানি ২১ দশমিক ৮৬ শতাংশ কমেছে।সুত্র দেশ রুপান্তর

গাজার যুদ্ধ মানবসভ্যতার

১২ পৃষ্ঠার পর

হবে। তাৎক্ষনিক যুদ্ধবিরতি ও সহিংসতা বন্ধের উদ্যোগকে অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে রাখতে হবে এবং (গাজায়) মানবিক ত্রাণ পৌঁছানো নিশ্চিত করাকে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে”, যোগ করেন তিনি। বেইজিং এর শীর্ষ কূটনীতিক আরও জানান, চীন চায় ফিলিস্তিন জাতিসংঘের “স্থায়ী” সদস্যপদ পাক।ওয়াং বলেন, “আমরা ফিলিস্তিনের জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ গ্রহণের প্রতি সমর্থন জানাই” তিনি বলেন,“গাজার বিপর্যয় আবারও বিশ্বকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দীর্ঘ সময় ধরে দখল করে রাখা হয়েছে এবং এ বিষয়টিকে আর অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়”“ফিলিস্তিনি জনগণের দীর্ঘদিনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশ গঠনের ইচ্ছাকে আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ফিলিস্তিনি জনগণ ঐতিহাসিকভাবে যে অন্যায়ের শিকার হয়েছে, তা সংশোধন করতে হবে”

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ফেব্রুয়ারিতেও ৫ বিলিয়ন ডলার

১০ পৃষ্ঠার পর

পৌনে ৪ শতাংশ হয়েছে। এ সময়ে মোট রপ্তানি হয়েছে ৩ হাজার ৮৪৫ কোটি ২২ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৩ হাজার ৭০৭ কোটি ৭৬ লাখ ডলার। এ হিসাবে বেড়েছে ১৩৭ কোটি ডলার বা ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। ইপিবির তথ্য বলছে, উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি হলেও একক মাসের হিসাবে ফেব্রুয়ারিতে সরকার নির্ধারিত রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। গত মাসে ৫২৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে আয়ের পরিমাণ কম শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ।

আট মাসের হিসাবেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি রপ্তানিতে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৬২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল বাংলাদেশ। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪ হাজার ১১১ কোটি ডলার। এর বিপরীতে আয় এসেছে ৩ হাজার ৮৪৫ কোটি ডলার। এ হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে ৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য পোশাক রপ্তানি থেকে আয় এসেছে ৩ হাজার ১৩৬ কোটি ১৮ লাখ ডলার ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা প্রায় ৫ শতাংশ বেশি।

কর্ণফুলীতে এস আলমের

৮ পৃষ্ঠার পর

লাগে। গুদামে থাকা প্রায় এক লাখ টন অপরিশোধিত চিনি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুই দিন পরও এই আগুন পুরোপুরি নেভানো যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দি বলেন, পুড়ে যাওয়া গুদাম থেকে কাঁচা চিনি অপসারণ না করা পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণ নেভানো যাবে না।

এরই মধ্যে কারখানা থেকে লাল রঙের পোড়া দূষিত তরল কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে মিশছে। এর ফলে কিছু কিছু এলাকায় নদীর পানির রঙও বদলে গেছে।এস আলম গ্রুপের পোড়া গুদাম থেকে চিনিমিশ্রিত লাল রঙের পানি মিশছে কর্ণফুলী নদীতে। ছবি: রাজীব রায়হান

স্থানীয়রা জানান, তারা নদীর বিভিন্ন স্থানে মাছ, কাঁকড়া, সাপ, ব্যাঙসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীকে মৃত অবস্থায় ভাসতে দেখেছেন। ৬ই মার্চ বুধবার সকালে চিনিকলের আশপাশে নদীতে লাল পোড়া-চিনি মিশ্রিত পানির পুরু আস্তরণ দেখা গেছে। নদীতে মরা মাছের পাশাপাশি অনেক মাছ খাবি খেতে দেখা গেছে। স্থানীয় লোকজনকে গামলা, বালতি ও জাল নিয়ে এসব মাছ সংগ্রহ করছেন।

বাংলাবাজার ঘাটে মো. রুবেল নামে এক শ্রমিককে বালতি দিয়ে ভাসমান মাছ সংগ্রহ করতে দেখা যায়। তিনি বলেন, সকাল থেকে নদীতে মাছ ভাসছে। আমি এই ঘাটে ১০ বছর ধরে কাজ করছি। আগে কখনো নদীতে এত মাছ ভাসতে দেখিনি।

প্রায় এক কেজি ছোট মাছ সংগ্রহ করতে পেরেছেন বলে জানান তিনি। তার মতো আরও অনেক মানুষকে নদীতে মাছ সংগ্রহ করতে দেখা গেছে।

যোগাযোগ করা হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. দিদারুল আলম চৌধুরী বলেন, দূষণের কারণে নদীর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ায় মাছ ও জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে। তিনি বলেন,“মানুষ এই মাছ খেলে লিভার এবং অন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে”

যোগাযোগ করা হলে, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ডা. মাহমুদুর রহমান বলেন, মরা মাছ খেয়ে মানুষের ক্ষতি হবে কিনা তা নির্ভর করবে নদীর পানিতে মিশে যাওয়া কাঁচা চিনিতে কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল তার ওপর।

পরিবেশকর্মীরা জানান, দূষিত পোড়া-চিনি মিশ্রিত পানি নদীতে মিশে জলজ ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

চট্টগ্রামের নদী ও খাল রক্ষা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক অলিউর রহমান বলেন,“পোড়া কাঁচা চিনির রাসায়নিক নদীর পানিতে মিশে মাছ ও জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটাচ্ছে” কর্ণফুলী নদী রক্ষা পরিষদের আহ্বায়ক ডা. মাহফুজুর রহমান অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় পোড়া মিলের বিষাক্ত পানি নদীতে মিশে যাচ্ছে।

তবে এস আলম গ্রুপের হেড অব এস্টেট মোস্তাইন বিল্লাহ আদিল দাবি করেন, নদীতে পোড়া চিনি মিশ্রিত পানি যাতে না মিশে যায়, সেজন্য তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন,“আমরা নিজস্ব লোকবল ও নিজস্ব এক্সকাভেটর দিয়ে আমাদের জায়গায় ডাম্পিং করছি। এখন আমরা কোনো দূষিত পানি বের হতে দিচ্ছি না...আমাদের নিজস্ব ইটিপি প্লান্ট আছে”

“যদি এরপরও কিছু পানি নদীতে গিয়ে থাকে, তাহলে কী করব বলুন?এটি এতো বড় একটা বিপর্যয়,” যোগ করেন তিনি।

চট্টগ্রাম জেলা অফিসের পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফেরদৌস আনোয়ার বলেন, তেল বা রাসায়নিক পানিতে মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্ল্যানের মতো অগ্নিকাণ্ডের পানি আটকে রাখার কোনো পরিকল্পনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই “যাই হোক, আমরা এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব,” যোগ করেন তিনি।- সুত্র ডেইলি ষ্টার বাংলা

যে ভাষণ এক অমর কাব্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলায় হিন্দু বা মুসলমান, বাঙালি বা অবাঙালি সকলেই এ দেশের সন্তান, তাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব হলো জনগণের। তিনি পার্টির নেতা-কর্মীদের বলেছেন আমাদের যেন বদনাম না হয়।

অধ্যাপক হারুন বলেন, ‘‘এটা তাঁর মানবিকতা এবং অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ”

তিনি আরো বলেন, ‘‘৭ই মার্চের ভাষণের বড় শিক্ষা হলো কোনো জাতিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। বন্দুকের নল বা অস্ত্রের মুখে ‘দাবায়ে” রাখা যায় না। এটাই বিশ্বজনীন সত্য”

এদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এক বাণীতে বলেছেন, ‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয়, বিশ্ববাসীর জন্যই প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে” তিনি বলেন, ‘‘বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ”

আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘‘জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই স্বীকৃতি”

তিনি বলেন, ‘‘বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ৭ মার্চ এক অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার এই ভাষণের দিকনির্দেশনাই ছিল সে সময় বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র। কালজয়ী এই ভাষণ বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষকে সব সময় প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ আর বহু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ছিনিয়ে আনি মহান স্বাধীনতা, বাঙালি জাতি পায় মুক্তির কাঙ্ক্ষিত স্বাদ। প্রতিষ্ঠা পায় স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ”

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘লেখক ও ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ড-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা ‘উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস: দ্য স্পিচ দ্যাট ইনস্পায়ার্ড হিস্টোরি” বইয়ে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ”- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

এক মাসে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

সালের পুরো সময়ে ২ হাজার ১৯০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে, যা আগের বছর ২০২২ সালে ছিল ২ হাজার ১৩০ কোটি ডলার। সে হিসাবে ২০২৩ সালে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল প্রায় ৩ শতাংশ।

অন্যদিকে ২০২০ সালে হুন্ডি বন্ধ থাকায় ব্যাংকিং চ্যানেলে সর্বোচ্চ সংখ্যক রেমিট্যান্স এসেছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স। এটি এ যাবৎকালের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে করোনাকালীন ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে।

ANCHOR TRAVELS
এ্যাংকর ট্রাভেলস
AIRLINES TICKETS
73-05 37th Road Lower Level, Store#3 Jackson Heights, NY11372
এ্যাংকর ট্রাভেলস
516 850-1311, 631 774-0409
এ্যাংকর ট্রাভেলস
516 850-1311, 631 774-0409
SEND MONEY
HIGHEST RATE
LOWEST FEE
টাকা পাঠান
সর্বোচ্চ রেটে
BUY YOUR
DREAM HOUSE
REAL ESTATE HOUSING LOAN
FLY WITH
QATAR
Emirates
AIR INDIA
ETIHAD
anchortravels.us
বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোনো দেশে
ভ্রমণ করুন
NEW BRANCH
73-05 37th Road Lower Level, Store#3
Jackson Heights, NY11372
516 850-1311, 631 774-0409
নতুন শাখা
জ্যাকসন
হাইটস

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- **TAX** (Federal & State)
- **IMMIGRATION**
- **CORPORATION**
- **BUSINESS SERVICES**
- **CONSULTING**

Open 7 Days A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Home Care

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট
মোবাইল
৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432
ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

মুডিস রেটিংয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ‘নেতিবাচক’ থেকে

৫ পৃষ্ঠার পর

ও তারল্যের চাপ হ্রাস পেয়েছে, যা আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়েছে। স্থির নেট সুদের মার্জিন এবং ক্রেডিট খরচের কারণে মুনাফা আয় স্থিতিশীল হবে।’ প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলধনও স্থিতিশীল হবে- কারণ অভ্যন্তরীণ মূলধন উৎপাদন মূলধন ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঋণদাতাদের তহবিল এবং তারল্যও স্থিতিশীল হবে।

রিপোর্টে বলা হয়, ‘যখন সিস্টেমিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজন তখন ব্যাংকগুলোকে সরকার সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।’ বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, মুডিসের সর্বশেষ রেটিং বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য ইতিবাচক লক্ষণ। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী আস্থার ঘাটতি তৈরি হয়েছিল। তবে এ প্রতিবেদন সে অবস্থা কাটিয়ে উঠতে কাজ করবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের অনুসৃত নীতি ও পন্থা অবলম্বন করেই আর্থিক খাতে সব ধরনের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। নজিরবিহীন এই সফলতার পেছনে রয়েছে তার অত্যন্ত সতর্ক, সুদৃঢ় ও যুগোপযোগী নেতৃত্বের অবদান। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ঋণ কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং খাতে বেশ কয়েকটি সংস্কার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। সংস্কারগুলো নেওয়ার পর এক বছর হয়ে গেছে এবং কিছু উন্নতি ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। তিনি বলেন, তারা আরও অগ্রগতি আশা করছে। মুডিসের সর্বশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কারের প্রতিফলন হতে পারে।

গত বছরের মার্চে যখন বাংলাদেশ আইএমএফ ঋণ কর্মসূচির জন্য গিয়েছিল, তখন মুডিসের রেটিং স্থিতিশীল থেকে নেতিবাচক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। এদিকে মুডিস তার প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে যাওয়া এবং মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে অর্থনীতির পরিচালন পরিবেশের অবনতির আশঙ্কাও জানিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল। ২০২৪ সালের জুনে সমাপ্ত অর্থবছরে ৬ শতাংশ এবং ২০২৫ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে যেতে পারে বলেও ধারণা করেছে মুডিস।

এতে আরও বলা হয়েছে, বাহ্যিক চাহিদার দুর্বলতা এবং ক্রমাগত উচ্চ আমদানি মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব পড়তে পারে। ফলে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি মাঝারি আকারে প্রসারিত হবে।

ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে মুডিস বলছে, সম্পদের ঝুঁকি বাড়তে থাকা সত্ত্বেও ঋণ-ক্ষতির বিধানগুলো বিস্তৃতভাবে স্থির থাকবে; কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে সক্রিয়ভাবে পুনর্গঠন বা সমস্যা এক্সপোজারগুলো পুনর্নির্ধারণ এবং ঋণগুলোকে ননপারফরম্যান্স হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করছে। এটি ব্যাংকের মূলধন স্থিতিশীল হওয়ার পূর্বাভাস দেয়।

এতে আশা করা হয়, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ মূলধন উৎপাদন মূলধন খরচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে। তবে ব্যাংকগুলোর বর্তমান মূলধনের মাত্রা পরিমিত থাকবে। তুলনামূলকভাবে দুর্বল মূলধন বাংলাদেশি ব্যাংকগুলোকে বড় এবং অপ্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতির বিরুদ্ধে সীমিত বাফার দেবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো উচ্চস্তরের অকার্যকর ঋণ এবং সরকারি মূলধনের অনুপস্থিতির কারণে তাদের দুর্বল উপার্জন ক্ষমতার কারণে পুঁজিবদ্ধ থাকবে।

মুডিস বলেছে, ব্যাংকগুলোর তহবিল এবং তারল্য স্থিতিশীল হবে; কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমদানি সীমিতকরণের পদক্ষেপ এবং ঋণপত্র খোলার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহ কমাতে সাহায্য করেছে। রেমিট্যান্সের জন্য সরকার এবং ব্যাংকগুলোর প্রদত্ত প্রণোদনা বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশি ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রার তারল্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও দেশের ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তাদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। কারণ প্রয়োজনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ডলারে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত হবে বলেও জানানো হয় মুডিসের প্রতিবেদনে।

কাঠামোগত দুর্বলতা, শিথিল প্রবিধান এবং দুর্বল করপোরেট গভর্ন্যান্স সম্পদের ঝুঁকি তৈরি করবে। ফলস্বরূপ, স্ট্রেসড লোন, যার মধ্যে অপারফর্মিং লোনের পাশাপাশি পরিবর্তিত অর্থ প্রদানের শর্তাবলিসহ লোনগুলোও উচ্চতর থাকবে বলে জানানো হয়।

জাহিদ হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্মার্ট সুদের হার ব্যবস্থা চালুসহ কিছু নীতিগত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ ছাড়া ডলারের অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এটি মুডিসের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারে।

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.

★ Income Tax
★ Sales Tax
★ Corporate Tax
★ Partnership Tax
★ Business Setup
★ Payroll (W2, 1099)
★ All Immigration Services
★ Accounting & Bookkeeping

MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO

MOHAMMED HOSSAIN, CPA
Certified Public Accountant

165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-251-9921, 718-751-5644
Email: Hillsidetax21@gmail.com

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION of Bangladesh Inc. (ATAAB)
আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব)
আপনার বিশ্বস্ততার প্রতীক আটাব

এয়ার লাইন্সের টিকেটের জন্য ঝামেলা এড়াতে আটাব অনুমোদিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে টিকেট সংগ্রহ করুন।

Rahmania Travel Mohammed K. Rahman Ph: 718-205-3270	Karnafully Travel Mohammad Salim (Haroon) Ph: 718-205-6050	Meghna Travel Mohammad M. Rahman Ph: 718-930-1494	World Tours and Travel Md. Shamsuddin (Bashir) Ph: 347-445-0443	Skyland Travel Masud Morshed Ph: 718-779-0011
Safwan Travel Mohammed Abdul Khaleque Ph: 718-300-7429	Bangladesh Travel Jafor Ferdous Ph: 718-930-0688	Nabila Air Travel Mohammed Azad Kalam Ph: 917-478-6131	Express Air Travel Mohammad K. Zaman (Ranju) Ph: 646-420-6472	Digital Travel Astoria Nazurl Islam Ph: 718-721-2012
Fly Hit Travel Tahmina Begum Ph: 917-753-7500	Universal Travel KM Rezwan Ph: 347-837-5996	Rashid Travels LLC Md. Harunur Rashid Ph: 718-314-3927	Asis Travel & Multi Services Mohammad G. Ripon Ph: 347-835-5383	Jumbo Travel Inc. Ali Ahmed Chowdhury Ph: 917-478-7131
Nazma Travel & Tours Inc. Rokeya Begum (Nazma) Ph: 917-574-0921	Belal Travel SVC Inc. Rupak Barua Ph: 347-365-8934	SS Travel Shamol Talukder Ph: 646-727-7772	Samia Travel Kazi Sohidul Islam Ph: 718-290-0265	Arafa Travel Mohammad M. Islam Ph: 917-446-5188
Global Tours & Travels Mohammd N. Uddin Ph: 718-406-9745	Hi Line Travel & Tours Inc. S.K. Sharma Ph: 917-285-4804	Macca Travel Mohd Taslim Uddin Ph: 347-749-9536	Blue Sky Travel Inc. Salahuddin Sharif Ph: 347-484-5029	Peace Travel & Tours Muhammad Mahbubur Rahman Ph: 347-288-7042
SA Travel Agency LLC. Ali Akbar (Bappi) Ph: 203-918-8005	Easy Way Travel Mohammad Riaz Morshed Ph: 347-507-1209	Tripway Travel Zakeer Hossain Bacchu Ph: 929-250-6780	Anchor Travels ASM Maiyen Uddin (Pintu) Ph: 929-570-6231	JAT Travel Corp. Mashud Rana Topan Ph: 347-345-8057
	Jannat Travels Md. Farhad Uddin Ph: 646-363-5921	Bangla Travel M B Hossain (Belal) Ph: 917-393-4140	Contra Link Express Travel KM Sabbir Hossain Ph: 929-435-8590	

চিকিৎসায় বাংলাদেশ থেকে

১০ পৃষ্ঠার পর

কাজে আসতে পারেন। গত রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে 'পিএইচএ গ্লোবাল সামিট-২০২৪' এর মূল পর্বের সমাপনী দিনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া (পিএইচএ) এর চেয়ারপারসন ও ট্রাস্টি ডা. তাসবিরুল ইসলাম, পিএইচএ ট্রাস্টি ডা. নাসের খান, ডা. মো. জাকের উল্লাহ, ডা. চৌধুরী এইচ আহসান, ডা. শাকিল ফরিদ ও ওমর শরীফ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রথমবারের দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পিএইচএ গ্লোবাল সামিট ২০২৪। এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুধু বাংলাদেশে নয়; দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রথম। নয় দিনের এই সম্মেলনে দুই হাজারের অধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও মেডিক্যাল শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন। আজ এই সামিটের সপ্তম দিন এবং দুই দিনের মূল পর্বের সমাপনী দিন। মূল পর্বের সমাপনী পরবর্তী আরো দুই দিনে তিনটি সেশন অনুষ্ঠিত হবে।

ডা. বাশার এম আতিকুজ্জামান বলেন, আমাদের (পিএইচএ) কাজ হলো নলেজ এবং টেকনোলজি ট্রান্সফার করা, একজন আরেকজনের কাছ থেকে শেখা এবং বিশ্বায়নের যুগে একজন আরেকজনকে সাহায্য করা।

সামিটের প্রাপ্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি মনে করি আমাদের যে লক্ষ্য তার চেয়ে বেশি মাত্রায় এই সামিটি সফল হয়েছে। আমাদের লক্ষ ছিল এক হাজার ডাক্তারকে যুক্ত করা। সেখানে দুই হাজার ডাক্তার যুক্ত হয়েছেন। আমি মনে করি এটা একটা বিশাল সাকসেস। আমরা একটা কালচারাল চেঞ্জ আনতে চাচ্ছি। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু আমাদের ড্রিম অনেক বড়। সেই স্বপ্নের জন্য কাজ করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হলো নলেজ গ্যাপটা কমানো, যাতে আমাদের স্টুডেন্টরা স্বপ্ন দেখতে পারে। সময় লাগবে। কিন্তু আশা করি আমরা সাসসেসফুল হব।

প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া (পিএইচএ) এর চেয়ারপারসন ও ট্রাস্টি ডা. তাসবিরুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের সম্মেলন বাংলাদেশ কেন দক্ষিণ এশিয়াতেও হয়নি। আমাদের এই কনফারেন্সের আগে ঢাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ১৬টা কোর্স করিয়েছি। আমার ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ২৩ ফ্রেব্রয়ারি পযর্ন্ত এসব কোর্স করিয়েছি। ২৬ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি আবার সামিট পরবর্তী দুই দিনের কোর্স করানো হবে। আপনারা দেখবেন আজ একরুমে কথা বলছেন অনকোলজিস্ট, একরুমে কার্ডিওলোজিস্ট, একরুমে সার্জারি, একরুমে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স নিয়ে কথা বলছে। এরকম একটা কনফারেন্স ওয়ার্ড হয়েছে কিনা আমি চেক করব।

তিনি বলেন, আমার লন্ডন কোর রিভিও কোর্স করিয়েছি। যেটি বাংলাদেশ কেন দক্ষিণ এশিয়াতেও হয়নি। সেই কোর্স আমরা নিয়ে এসেছি ঢাকায়। ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা থেকে এখানে কোর্স করতে এসেছে । এই তিন দেশে কোর্সটি লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়েছে। রেডিস্ট্রেশন করেও যারা আসতে পারেননি না তারা ভার্চুয়ারি কোর্সটি করেছেন। এই কোর্সটি বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় এচিভমেন্ট। যারা এসেছিলেন তারা বাংলাদেশে আতিথেয়তায় মুগ্ধ। আমরা প্রতিবছরই এরকম কনফারেন্সের আয়োজন করবো। এছাড়া মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে ডে লং কোর্স করাবো। নভেম্বরে আমরা চট্টগ্রামে একদিনে আয়োজন করবো। খুলনাতে এবং বরিশালেও আমাদের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা চাচ্ছি বিকেন্দ্রীকরণ করতে। স্টোকের উপর আমরা ইতোপূর্বে সিলেটে দুই দিনের আয়োজন করেছিলাম।

পিএইচএ ট্রাস্টি ডা. নাসের খান বলেন, আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক নামকরা প্রফেসর যুক্ত আছেন। তাদের পরামর্শ নিয়েই আমরা প্রতিটা পদক্ষেপ নেই। হেলথ কেয়ারে যারা যুক্ত আছেন- নার্স-টেকনিশিয়ান বা যেকোনো পর্যায়ে, তাদের ট্রেনিং, তাদের জ্ঞান আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আমরা শুধু বিদেশি নলেজে এদেশে নিয়ে আসব তা নয়, বাংলাদেশি ডাক্তারদের অগ্রগতিও আমরা বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে চাই। পিএইচএ ট্রাস্টি ডা. শাকিল ফরিদ বলেন, দেশের সবগুলো সোসাইটি, কলেজ অব ফিজিসিয়ানস- এ ধরনের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমরা কাজ করছি। তা না হলে আমরা সাকসেসফুল হতে পারতাম না। এই সামিট স্টুডেন্টদের জন্য খুবই উপকারী। কারণ তারা একটা প্লাটফর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে, বড় বড় ডাক্তারদের সানিধ্যে আসতে পারছে। এটা তদের ক্যারিয়ারের জন্য খুবই উপকারী। পিএইচএ ট্রাস্টি ওমর শরীফ বলেন, সকল স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আমরা পিএইচএকে সাউথ এশিয়াতে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসাবে গড়ে তুলতে চাই

শেখ হাসিনা শিখিয়েছেন

৯ পৃষ্ঠার পর

সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশ উল্টো পথে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু অনেক সংগ্রামের পর বিদেশে থাকা অবস্থায় শেখ হাসিনা সগৌরবে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তারপর তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে পরপর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জয়লাভ করে বাংলাদেশকে আজ এতদূর নিয়ে এসেছেন। তাতে বাংলাদেশ পৃথিবীর রোল মডেল হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অধ্যক্ষকে নিতে হবে। দায়িত্ব গ্রহণে অবহেলা করা যাবে না। আমরা অবহেলার পথে যেতে চাই না। আমরা উন্নয়নের পথে যেতে চাই। সবকিছুর চেহারা পাল্টে গেছে। আগে কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে। সবই উন্নয়নের ছোঁয়া।'

তিনি আরও বলেন, 'এ কলেজে লেখাপড়ার মান অনেক ভালো। লেখাপড়া আরও ভালো হোক। আপনাদের এ কলেজে সংযোজন হচ্ছে নতুন একাডেমিক ভবন। আপনাদের চলার পথ সুগম হোক, চলার পথ সাফল্যে ভরে উঠুক।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তাজউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম শাহীনূর ইসলাম, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সফিউল আযম চৌধুরী লায়ন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম, অত্র কলেজের অধ্যক্ষ শাহ্ মো. আবু হাসান টুটুল প্রমুখ।

এর আগে কলেজ প্রাঙ্গণে অর্থমন্ত্রী পৌঁছালে অত্র প্রতিষ্ঠান তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরে তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং মোনাজাতে অংশ নেন।

আমেরিকা মরছে, বিশ্ববাসী

৭ পৃষ্ঠার পর

আমাদের দেশ এভাবে চলতে পারে না।' সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'বাইডেনের অভিবাসী অপরাধ' যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের কাছে তামাশার পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তিনি বলেন, 'এটি নতুন ধরনের অপরাধ এবং এটি খুবই সহিংস।' এ সময় তিনি অভিবাসীদের ইঙ্গিত করে বলেন, 'তারা প্রায়ই মাঝ রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ছে।'

ট্রাম্প বলেন, 'তারা যদি এ ধরনের কাজ তাদের নিজ দেশে করত, তবে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হতো, একেবারে তাৎক্ষণিকভাবে। কিন্তু তারা সেটা করে না। আর তাই বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।'

দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের

৬ পৃষ্ঠার পর

ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রতিরক্ষামন্ত্রীসহ অন্তত ১০ জন নেতা ও তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আমেরিকা।

মার্কিন এ নিষেধাজ্ঞার কারণে জিম্বাবুয়ের এই নেতাদের আমেরিকায় থাকা সম্পদ আটকে যাবে এবং সেখানে তারা ভ্রমণও করতে পারবেন না।এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সঙ্গে কোনো ব্যবসা ও লেনদেন করতে পারবেন না।

হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আমরা জিম্বাবুয়েতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন প্রত্যক্ষ করছি।'

যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে জিম্বাবুয়ের ওপর অর্থনৈতিক এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে এবং অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে সেসময় এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

বাসায় রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে একটি প্রাইভেট হাউসের বাসায় একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে । ভাড়া মাসে $900 (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট, কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ মোবাইল : 970-817-7657

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং

- ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভূলভ ও
- আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন করা হয়।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুষজনক সেবা

যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম

আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER
حلال
HALAL
100% Quality Food
HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন। ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal
JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

প্রতিবেশী দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

সে সময় এশিয়ার চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি দক্ষিণ কোরিয়ায় আটা ও ভোজ্যতেলের দাম বাড়তে শুরু করেছিল। এরপরই আসে এ ধরনের পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ যা যা করেছে

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বুধবার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা ভোক্তা মূল্য সূচক বা সহজে বলতে গেলে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে এটি কমে ৯.৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে এটি এখনো সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি।

আইএমএফের ঋণের শর্তের একটি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি কমানো। তার অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরের শেষে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মূল্যস্ফীতি কমাতে জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত মুদ্রানীতিতে কঠোরতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাজারে টাকার সরবরাহ কমাতে নীতি-সুদ হার বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে আরো বেশি সুদ দিতে হবে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে।

এছাড়া ডলারের দাম নির্ধারণে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি ব্যবহারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতে করে ডলারের দাম অর্থনীতির সাথে মিল রেখে ওঠানামা করবে।একই সাথে খেলাপি ঋণ আদায়ে বেসরকারি উদ্যোগে ‘সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি’ গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারের নির্ধারিত মাত্রার বিষয়টি তুলে নেয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছে। নিত্যব্যবহার্য অনেক পণ্য আমদানিনির্ভর হওয়ার কারণে কিছু পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এতসব ব্যবস্থা নেয়ার পরও মূল্যস্ফীতি খুব একটা কমতে দেখা যাচ্ছে না।

সফল হয়নি কেন?

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি না কমার পেছনে দুই ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যার মধ্যে কিছু বাজারভিত্তিক। আর কিছু রয়েছে বাজারবহির্ভূত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এম এম আকাশ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ডলার সংকটের কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার মান স্থিতিশীল রাখা যাচ্ছে না। যে পরিমাণ ডলার আয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ডলার দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে। আর এর পেছনে স্বাভাবিক কোনো কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না।

বরং অসাধু উপায়ে ডলার পাচারের কারণে এমনটা হচ্ছে। আর এটা অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না।

‘দ্বিতীয়ত, উৎপাদক ও ভোক্তার দামের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। এর কারণ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কয়েক হাত বদল এবং নানা ধরনের চাঁদাবাজি। অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হওয়ার কারণে চূড়ান্ত দাম বেড়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের হাতে পণ্য সরবরাহের সুযোগ কুক্ষিগত থাকায় তারাই পণ্যের দাম নির্ধারণ করছে। ফলে সরকার দাম নির্ধারণ করে দিলেও তা কাজ করছে না,’ বলেন এম এম আকাশ।

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ‘কিছুদিন আগে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছিলেন যে এই সিন্ডিকেট হচ্ছে আমাদের সরকারের চেয়ে মোর পাওয়ারফুল। এটাকে আর দমন করতে পারছি না।’ এ ধরনের সিন্ডিকেটের কারণে বাজার ও দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, উল্টোভাবে দেখতে গেলে শ্রীলঙ্কা খারাপ অবস্থানে থাকার পরও সেখানে এ ধরনের অনুঘটক না থাকার কারণে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ‘শ্রীলঙ্কা আমদানি-রফতানি, ট্যুরিজম করে, ডলারটা নিজের দেশে এনে, ভারত থেকে বৈদেশিক সাহায্য এনে, যেমনে পেরেছে ডলারের মানটাকে স্থিতিশীল রাখতে পেরেছে।’

এম এম আকাশ বলেন, সেখানে যে সিন্ডিকেট ছিল সেটা ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার কারণে ভেঙে পড়েছে। সুশাসন কায়েম হওয়ার ফলে এ ধরনের সমস্যা কমে এসেছে। ‘তুলনামূলক বিচারের একই সারমর্মে পৌঁছাবেন, বাংলাদেশে যে কারণগুলো সক্রিয় আছে, অন্যান্য দেশে সে কারণগুলো সক্রিয় নেই। সে কারণে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি কমানো যাচ্ছে না।’

তিনি মনে করেন, যারা অর্থ পাচার করছে, যারা সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তবে এটা সহজ নয় বলেও মনে করেন তিনি। কারণ বাংলাদেশে স্বজন-পোষণমূলক পুঁজিবাদ প্রচলিত রয়েছে।

‘সেখানে স্বজনদের ওপর সরকার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ওই স্বজনরাই আবার সরকারের পলিসি বা নীতিকে কন্ট্রোল করে। সুতরাং এটা এলিট ক্যাপচার অব রেগুলেটরি বডি- এই সিনড্রোমে বাংলাদেশ ভালোভাবে পড়ে গেছে,’ বলেন তিনি।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ- সিপিডি’র গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে যাদের রিজার্ভ কম, তাদের জ্বালানি আমদানিতে উচ্চ মূল্য দিতে হয় তাই ডলারের ঘাটতি হয় এবং এর জন্য আমদানি ব্যয় বাড়ে। আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশে রয়েছে। এটা পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাতেও রয়েছে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এসব দেশ কতটা কৃচ্ছতা সাধন করতে পারে। এসব দেশের ব্যয় সংকোচন খুবই কঠোর হাতে করতে হয়। যেটি বাংলাদেশে হয়নি।

‘আপনি কিছু জায়গায় নেবেন, কিছু জায়গায় ছাড় দেবেন, তাহলে এই ছাড় দেয়ার পেছনে যে লজিকটা দেয়া হয় সেটা কাজ করে না। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এখানে ওই ধরনের হার্শ (কঠিন) মেজার (পদক্ষেপ) নেয়ার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগেও ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও হবে বলে আমি মনে করি না।’

তিনি বলেন, ‘এর কারণে সব সময়ই এখানে একটা লুপহোল ছিল। যার কারণে কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে যে আমরা আমদানি ব্যয় কমিয়ে আনবো এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখবো সেটা করতে সক্ষম হইনি।’

তিনি বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের আমদানি কমিয়ে আনতে আরো কঠোর হওয়ার দরকার থাকলেও সেটি নেয়া হয়নি।

তার মতে, সরকারি ব্যয়ের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে। সরকারি ব্যয় যেভাবে কঠোর হাতে কমানোর দরকার ছিল সেটিও হয়নি। উল্টো নতুন নোট ছাপিয়ে সরকারকে দেয়া হয়েছে, বেসরকারি উৎস থেকে ঋণ করা হয়েছে। এর ফলে বাজারে নগদ অর্থের আধিক্য থাকায় মূল্যস্ফীতিও বেড়েছে।

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ‘আমদানি ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কঠোরতা দেখিয়ে শ্রীলঙ্কা মূল্যস্ফীতি কমাতে সক্ষম হলেও এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ফলে শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি কমলেও বাংলাদেশের কমেনি। এই একই কারণে আইএমএফের ঋণেরও সর্বোচ্চ সুবিধাজনক ব্যবহার করতে পেরেছে শ্রীলঙ্কা।’

বাজারে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুটিকতক কোম্পানির আধিক্য থাকায় প্রতিযোগিতার পরিবেশ নেই বলে পণ্যের দাম যথেচ্ছভাবে বেড়েছে বলে মনে করেন এই গবেষক।

এ কারণে সরকার কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমালেও সেটি আসলে শেষমেশ গিয়ে কোনো সুফল বয়ে আনে না। কারণ আমদানি করেন গুটি কয়েক ব্যবসায়ী। ‘ডিউটি কমানোর সুবিধাটা আমদানিকারকরা নিয়েছে, ভোক্তারা সেটার সুবিধা পান নাই, ওদিকে আবার সরকার তার রাজস্ব হারিয়েছে,’ বলেন তিনি। একই সাথে দেশ থেকে ডলার পাচার হওয়া, ডলারের সরবরাহের সংকট ইত্যাদিও বাজারবহির্ভূত কারণ হিসেবে কাজ করেছে। ভর্তুকির ক্ষেত্রে সরকার রফতানি, জ্বালানি ও কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ‘কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকির প্রয়োজন থাকলেও রফতানি ও জ্বালানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনার সময় হয়েছে।’ ‘বিশেষ করে জ্বালানি ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমাতে হবে। তবে তার বদলে ভোক্তার ওপর মূল্য বাড়ানো যাবে না, বরং ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তা পুনর্মূল্যায়ণের মাধ্যমে এটি কমিয়ে আনতে হবে। একে সরকারের ব্যয় অনেকাংশে কমানো সম্ভব।’ একইসাথে সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ কমিয়ে আনতে হবে যাতে করে খরচ কমিয়ে অর্থনীতিকে আগে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় আনা যায়। তবে সরকার এসব পথে হাঁটছে না বলেও মনে করেন তিনি। সূত্র : বিবিসি

পথ পরিষ্কার : প্রেসিডেন্ট

৭ পৃষ্ঠার পর

ও অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেব? তার মেয়াদকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়।’

বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনই ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হতে চলেছেন সেটা শুরু থেকেই একরকম নিশ্চিত ছিল। কারণ তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কোনো প্রার্থী ছিল না। তবে এর মানে এই নয় যে বাইডেনের সামনে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইসরায়েলের প্রতি বাইডেনের অন্ধ সমর্থনের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সাধারণ মানুষই মেনে নিতে পারছে না। বিশেষ করে মুসলমান এবং আরব বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকরা। এবং এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে ব্যালটে ‘আনকমিটেড’ ভোট যুক্ত করেছে। এডিসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মিনেসোটায় অর্ধেকের বেশি ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে প্রায় ২০ শতাংশ আনকমিটেড ভোট পড়েছে। গত সপ্তাহে মিশিগানেও একই ব্যবস্থা ছিল এবং সেখানে ১৩ শতাংশ আনকমিটেড ভোট পড়েছে।

বাইডেন মিনেসোটা এবং বাকি ১৪টি রাজ্যে মঙ্গলবার জিতেছেন। এমনকি আইওয়াতে ডাকযোগে পাঠানো ভোটেও তিনিই জিতেছেন। কিন্তু যেভাবে আনকমিটেড ভোট বাড়ছে তাতে নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটে তার প্রভাব নিয়ে বাইডেন শিবিরে উদ্বেগ বাড়ার কথা।

মঙ্গলবারের প্রাইমারিতে জিতলেও ইউএস টেরিটরি অব আমেরিকান সামোয়াতে এদিনের ককাসে উদ্যোক্তা জেসন পালমারের কাছে হেরে গেছেন বাইডেন। ককাসে পালমার ৫১ এবং বাইডেন ৪০ ভোট জিতেছেন বলে জানিয়েছে আমেরিকান সামোয়া ডেমোক্রেটিক পার্টি।

যদি সত্যিই বাইডেন আর ট্রাম্প নভেম্বরে ভোটের লড়াইয়ে নামেন তবে তা হবে ১৯৫৬ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবার একই প্রার্থীদের পরপর দুইবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘটনা।

পরপর দুইবার পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে ট্রাম্প-বাইডেন জুটি ইতিহাস গড়তে চললেও এর কারণ ভোটারদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা, এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। বরং এবার অনেক ভোটারই বলছেন, তারা ৭৭ বছর বয়সি ট্রাম্প বা ৮১ বছর বয়সি বাইডেন, কাউকেই চান না। জনমত জরিপগুলোতেও দেশজুড়ে উভয়েরই জনপ্রিয়তা কমছে।

রিপাবলিকান ভোটারদের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয় অভিবাসন এবং অর্থনীতি। ক্যালিফোর্নিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা ও ভার্জিনিয়ার এডিসন এক্সিট পোল এটাই বলছে।

সুপার টুয়েসডে কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ওই তিন রাজ্যের বেশিরভাগ রিপাবলিকান ভোটার বলেছেন, তারা অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর পক্ষে। আর ট্রাম্প বরাবরই অভিবাসীদের নিন্দা করে গেছেন এবং বলেছেন, যদি তিনি এবার নির্বাচিত হন তবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অভিবাসী বিতাড়ন দেখা যাবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ৬৫ বছর বয়সি গৃহিণী ক্যাথেরিন মেরেডিথ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপর্যয়কর অবস্থায় রয়েছে।’

গত ৫ই মার্চ মঙ্গলবার ট্রাম্প-বাইডেনের পুনঃলড়াইয়ের আভাস যেমন পাওয়া গেছে, অন্যদিকে এদিনের ফলাফলে হ্যালির ওপর দৌড় থেকে সরে যাওয়ার চাপই হয়তো শুধু বাড়বে। মঙ্গলবার তাকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। তার শিবির থেকে সামনে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়েও কিছু জানায়নি। এক বিবৃতিতে তার মুখপাত্র বলেছেন, ‘এই ভোটে দেখা গেছে, রিপাবলিকান প্রাইমারিতে ভোটারদের একটি বড় অংশ রয়েছে যারা ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।’ সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস, এএফপি

একাত্তরে ৭ মার্চের ভাষণ

১৪ পৃষ্ঠার পর

দিনগুলোতে শহরজুড়ে বিক্ষোভ, সড়কের মোড়ে মোড়ে অগণিত সমাবেশ ও মহাসমাবেশের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর বার্তাগুলোকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা মনে পড়ে। সেসময় সবার কাছ থেকে যে পরিমাণ ভালোবাসা ও হৃদ্যতা পেয়েছিড়এসব মনে পড়ে। প্রতিটি সড়কের মোড় ছিল একে অপরকে অভিবাদন ও স্বাগত জানানোর জায়গা। এসব মোড়ে সবাই এসে মিলিত হতো, মিছিল সহযোগে হাজারো মানুষ আসত। মনে পড়ে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার কথা। দোকানদার, রাস্তার হকার ও পথচারীরাও আমাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্লোগান দিত। তাদের অনেকেই আমাদের চেয়েও জোরাল কণ্ঠেড়বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করড় স্লোগান দিতেন। সেই সময় জনসমুদ্রের মাঝে থাকার এক প্রবল অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হতাম। এ যেন প্রকৃতি নয়, বরং আমাদের প্রত্যেকের চেতনায় লুকিয়ে থাকা অপ্রতিরোধ্য শক্তিমত্তায় সৃষ্ট এক সুনামি। সে সময় যারা সড়কে নেমে এসেছিলেন, সেই লাখো মানুষের মুখচ্ছবিতে ভেসে উঠেছিল পাকিস্তান পতনের ছাপ।

যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছিলাম, তখন এক নারকীয় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল আমাদের শত্রুপক্ষ। আলোচনার ছলে জেনারেল ইয়াহিয়া ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতার নাটকের মঞ্চায়ন করেছিলেন। এরকম ঘটনার নজির খুব বেশি নেই, যখন একটি দেশের নিজেদের সেনাবাহিনীড়যে বাহিনীর অস্তিত্ব সে দেশের মানুষের করের টাকার ওপর নির্ভরশীলড়সেই বাহিনী নিরস্ত্র ও অসহায় সাধারণ জনগণের দিকে বন্দুক তাক করে। ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু হয়। যাকে জাতিগত নিধনের প্রাচীনতম উদাহরণের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সেই রাতে আমি এক বন্ধুর বাসায় লুকিয়ে ছিলাম। সে বাসার ছাদ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর নেমে আসা নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের খণ্ডচিত্র দেখতে পাই। ২৭ মার্চ সকালে প্রথমবারের মতো কারফিউ প্রত্যাহারের পর আমি সতীর্থ অধিকারকর্মী শিক্ষার্থীদের খোঁজে শহীদ মিনারে যাই। সেখানে জগন্নাথ হল ও কাছাকাছি অবস্থিত রেললাইনের দুই পাশে অবস্থিত বস্তির কাছে ফেলে রাখা মরদেহ দেখতে পাই। বর্তমানে জায়গাটিতে রেললাইনের পরিবর্তে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বর্বরতার প্রকৃত মাত্রাকে প্রকাশ্যে আনতে এ বিষয়ে আরও অনেক লেখালেখি প্রয়োজন। আমাদেরকে পুরো ঘটনা উন্মোচন করতে আরও বেশি উদ্যোগ নিতে হবে এবং তারপর তা সমগ্র বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিন ছিল ২ মার্চ, যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে আমাদের জাতীয় পতাকা (পরবর্তীতে এর নকশা পরিবর্তন হয়) উত্তোলন করা হয়েছিল। আমার মনে আছে, আমি সেই সমাবেশে যোগ দিয়ে মানুষের হাতে হাতে হলুদ রঙে আকা দেশের মানচিত্র সম্বলিত লাল-সবুজ পতাকা উড়তে দেখেছিলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে, কলা ভবনের গাড়ি বারান্দায় ছাদের এক কোণে সাহস ও গর্বের প্রতীক হিসেবে ডাকসুর ভিপি আ স ম আব্দুর রব দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই দৃশ্য আমাদের সবাইকে দেশের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে এক মন্ত্রমুগ্ধকর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করেছিল। পতাকা উত্তোলন ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত, যা পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রতীকী প্রকাশ। নিজের দেশের পতাকার প্রতি আনুগত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমাদের মননের গভীরে এ বিষয়টি প্রোথিত। যখন এই আনুগত্য ভিন্ন একটি পতাকার দিকে চলে যায়, সে মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় নতুন এক বাস্তবতা। হঠাৎ করেই আমরা নিজেদের একটি চিহ্ন, একটি প্রতীক পেয়ে গেলাম, যেটি আমাদের আত্মপরিচয় ও জাতিসত্তার স্বীকৃতি পাওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করল। এই ছোট এক টুকরো কাপড় উত্তোলন আমাদের সংগ্রামের গল্পটিকে সবার কাছে পৌঁছে দেয় এবং একইসঙ্গে আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দাবি জানায়।

আমাদের দেশের জন্য ১৯৭১ সালের মার্চ বেশ কয়েকটি উদযাপনের মুহূর্ত এনে দিয়েছে এবং একইসঙ্গে আমাদেরকে অনেক ধরনের শিক্ষাও দিয়েছে। আমরা যারা সেসব ঘটনাবহুল দিনগুলোর অংশ ছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন চলে এসেছে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ ও এই লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। সেই দিনগুলো একইসঙ্গে ছিল বেদনা ও অন্তহীন দুঃখের। কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চের সেসব উত্তাল দিনের অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য জাতি গঠনের ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেমন: আত্মত্যাগ, সংকল্পবদ্ধতা, আত্মবিশ্বাস ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

বাংলাদেশে প্রেসক্লাব : সাংবাদিকদের

৮ পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে, ঢাকা শহরেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি প্রেসক্লাব। উত্তরা, মিরপুর, যাত্রাবাড়ি, কদমতলিসহ প্রায় সব থানাতেই আছে একটা করে প্রেসক্লাব। এর বাইরে ঢাকা প্রেসক্লাব, মহানগর প্রেসক্লাব নাম দিয়েও খোলা হয়েছে আরো কিছু প্রেসক্লাব। কোনো কোনো থানায় একাধিক প্রেসক্লাবও আছে। যেমন, মিরপুরে দুটি প্রেসক্লাব। একটি মিরপুর প্রেসক্লাব, আরেকটি বৃহত্তর মিরপুর প্রেসক্লাব। এসব ক্লাবে পরিচিত বা প্রথম সারির দৈনিক বা টেলিভিশন চ্যানেলের কোনো সাংবাদিক নেই। বিভাগীয় শহরগুলোতে খোঁজ নিয়েও মিলেছে প্রতি শহরে একাধিক প্রেসক্লাবের সন্ধান। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও খুলনায় একটি করে প্রেসক্লাব। সিলেটে দুটি, বরিশালে ৩টি, রংপুরে দুটি প্রেসক্লাব আছে। আর রাজশাহী ও ময়মনসিং শহরে আছে ৬টি করে প্রেসক্লাব।

এত বেশি প্রেসক্লাবের ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাজশাহীর দৈনিক সোনারদেশ-এর সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত বলেন, "এত বেশি প্রেসক্লাব আমাদের ক্ষতি করছে। রাজশাহীতে আগে থেকেই ছিল তিনটি প্রেসক্লাব। রাজশাহী প্রেসক্লাব হলো এখানকার মূল প্রতিষ্ঠান। এরপর হলো সিটি প্রেসক্লাব, তারপর মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাব। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বরেন্দ্র প্রেসক্লাব, সিল্কসিটি প্রেসক্লাব ও মডেল প্রেসক্লাব। এই প্রেসক্লাবগুলোর কোনোটির সঙ্গে এখন আর মূল ধারার সাংবাদিকদের সম্পর্ক নেই। কেউ সেখানে যান না। শুধুমাত্র নাম-সর্বস্ব সাংবাদিকরা এগুলোর সঙ্গে যুক্ত। রাজশাহীতে মূলত সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রেসক্লাবের সম্পর্ক উঠে গেছে।"

ময়মনসিংহের চিত্রও একই। সেখানেও ৬টি প্রেসক্লাব। ময়মনসিংহের 'মূল' প্রেসক্লাব হলো ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব। এখানে আবার সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক। স্বাধীনতার থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। এখনও সেখানে জেলা প্রশাসক সভাপতি। প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাকের ময়মনসিংহ ব্যুরো প্রধান মো. মহিউদ্দিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখানে মূল প্রেসক্লাব একটি। এর বাইরে 'ভূঁইফোড়' সাংবাদিকরা প্রেসক্লাব ময়মনসিংহ, ডিভিশনাল প্রেসক্লাব, বিভাগীয় প্রেসক্লাব, সিটি প্রেসক্লাব ও মহানগর প্রেসক্লাব নামে আরো ৫টি প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা মূলত নাম-সর্বস্ব কিছু প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা। মূল প্রেসক্লাবের সদস্য হতে হলে একজন সাংবাদিককে গ্র্যাজুয়েট হতে হয়। এখানে নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা কেউ গ্র্যাজুয়েট নন। ফলে তারা সদস্য পদের আবেদনই করতে পারেন না। এই কারণে তারা নিজেদের স্বার্থে এসব প্রেসক্লাব খুলে বসেছেন।"

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-র সভাপতি ওমর ফারুক বলেন, "এত বেশি প্রেসক্লাব আমাদের পেশার মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলা সফর করে সাংবাদিকদের একত্রিত করার চেষ্টা করছি। বরগুনায় তো একজন মারা গেছেন। অন্য জায়গাতেও কিন্তু নানা ধরনের গোলমাল হয়েছে। কেউ মারা যায়নি বলে হয়ত আলোচনায় আসেনি। অনেক জায়গায় আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সাংবাদিকদের বিভক্ত করতে স্থানীয় প্রশাসন ভূমিকা রেখেছে। আবার স্থানীয় রাজনীবিদরাও নিজেদের সুবিধার্থে সাংবাদিকদের বিভক্ত করেছেন। এখন আইন পরিবর্তন না হলে নাম-সর্বস্ব পত্রিকার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সাংবাদিক ইউনিয়ন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। এই কারণে আইন পরিবর্তনের কথা আমরা বলছি। আবার ঢাকায় যেসব প্রেসক্লাব হয়েছে, সেগুলোতে মূল ধারার কেউ নেই।"

ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব থাকার পরও কেন মিরপুর প্রেসক্লাব করতে হলো? খবর বাংলাদেশ নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক ও মিরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বলেন, "আমি দায়িত্ব নিয়ে সবাইকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নাম-সর্বস্ব সাংবাদিকরা আসলেই খারাপ, এই কারণে আমি চলে এসেছি। একবার মিরপুরের উপ-পুলিশ কমিশনার কিছু অবৈধ মোবাইল হ্যান্ডসেট ধরেছিলেন। ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের পরিচয় জানতে চান। তখন ওবায়দুর রহমান নামে একজন বলেন, আমি মিরপুর প্রেসক্লাবের সদস্য। পুলিশ কর্মকর্তা তখন তার কাছে জানতে চান, "কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন? জবাবে তিনি আবারও বলেন, 'আমি মিরপুর প্রেসক্লাবের সদস্য। আমরা সবাই সেখান থেকে এসেছি' এই হলো মিরপুরের সাংবাদিকতার চিত্র।" মিরপুর প্রেসক্লাবের সদস্যরা নাকি চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত? এমন প্রশ্নের জবাবে জাকির হোসেন বলেন, "এখানে যারা আছে, তারা সবাই ধান্দাবাজিতে যুক্ত। চাঁদাবাজি করতে গিয়ে এখানের অনেক নেতা গণধোলাই খেয়েছেন। এরা যে সবাই চাঁদাবাজ এটা একেবারেই সত্যি।"

বরিশালে তিনটি প্রেসক্লাবের বিষয়ে জানতে চাইলে বরিশাল প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও দৈনিক সমকাল-এর ব্যুরো চিফ পুলক চ্যাটার্জি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আসলে মূল ধারার সাংবাদিকরা মূল প্রেসক্লাবের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু যারা নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তারাই বিভাগীয় ও মেট্রোপলিটন নামে আরো দুটি প্রেসক্লাব করেছেন। এদের কারণে আসলে সাংবাদিক পরিচয় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকতার সম্মান এখন হারিয়ে যেতে বসেছে।"

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এসব নাম-সর্বস্ব প্রেসক্লাবের সদস্যদের যন্ত্রণায় আমরা অতিষ্ঠ। এরা থানায় এসে বসে থাকে। কেউ কোনো অভিযোগ নিয়ে এলে তাকে তারা টার্গেট করে, নানাভাবে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে- এমন অভিযোগও আমাদের কাছে আসে। আবার নানাজনের পক্ষ নিয়ে তারা সারাদিন তদবির করতে থাকে। তাদের আনাগোনার কারণে আমাদের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বিঘ্নিত হয়। আবার না করলে তাদের নাম-সর্বস্ব প্রত্রিকায় বা আইপি টিভিতে আমাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে নিউজ করে মানুষের কাছে বিলি করে। ফলে আমরা খুবই সংকটের মধ্যে কাজ করি।"

দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজশাহী প্রেসক্লাবে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, পত্রিকা পড়েন ডা. চিন্ময় কান্তি দাস। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "এত বেশি প্রেসক্লাবের কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। আগে যখন সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কাছে ন্যায় বিচার পেতেন না তারা প্রেসক্লাবে গিয়ে সাংবাদিকদের বলতেন। এ নিয়ে রিপোর্ট হওয়ার পর ব্যবস্থাও হতো। এখন একজন বিপদে পড়ে কোথায় যাবেন? কোন প্রেসক্লাবে যাবেন? এক প্রেসক্লাবে গেলে আরেক প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হন। ফলে সাধারণ মানুষ আসলেই বিপদে পড়েন। আমি নিজেও এখন আর কোনো প্রেসক্লাবে যাই না। পাবলিক লাইব্রেরিতে আড্ডা দেই, পত্রিকা পড়ি। এত প্রেসক্লাব সাংবাদিকদের সম্মান ক্ষুণ্ন করছে।"-সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে

৯ পৃষ্ঠার পর

সেই বৃত্তির টাকাটা সরাসরি মায়ের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ করা, ইভটিজিং, যগোপযোগী আইন করে এসবের বিরুদ্ধে নারী নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করেছি। কর্মজীবী নারীদের আমরা বিশেষ ভাতা দিচ্ছি। মাতৃদুগ্ধ দানকারী কর্মজীবী মাকে আমরা বিশেষ ভাতা দিচ্ছি, যারা বিধবা বা স্বামী নিগৃহীতা তাদের জন্য আলাদা ভাতার ব্যবস্থা আছে, বয়স্কদের আলাদা ভাতা দিচ্ছি।

এ সময় নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কমিউনিটি ক্লিনিক এর কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, এর মাধ্যমে নারীরা খুব সহজে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পারছে। কমিটি ক্লিনিক এর সুবিধা হচ্ছে মেয়েরা নিজেরাই নিজে হেঁটে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারে।

নারী উদ্যোক্তা যাতে গড়ে ওঠে বিশেষ ছাড় দিয়ে অল্প সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাতে মহিলারা নিজেরা কাজ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি সেখানে নারীদের আলাদা প্লটের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কেউ যদি উদ্যোক্তা হয়ে সেখানে কিছু করতে চায় সেজন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে, সুবিধা আছে।

তিনি বলেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলাম, কিন্তু বিএনপি সেটা সংশোধন করার নামে রেখে দিয়েছিল, কার্যকর করেনি। দ্বিতীয়বার আমরা সরকারে এসে সেটি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

দারিদ্র্যতা দূর করে দেশের মানুষকে একটা উন্নত জীবন দিতে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা বলেছিলাম গড়ে তুলেছি। ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

নারী দিবসে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, কেউ পিছিয়ে থাকবে না নারী-পুরুষ সমানভাবে গিয়ে এসে দেশকে বিশ্ব দরবারে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো।

অভিবাসীদের জন্য বিভীষিকার

১২ পৃষ্ঠার পর

যাওয়াদের অনেকেই আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি ও স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র পথে মারা গেছেন। এশিয়ায় প্রাণ হারানো অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা ও আফগান শরণার্থী আছে।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে মারা যাওয়া মোট অভিবাসীর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি প্রাণ হারিয়েছেন সমুদ্রে ডুবে। এ ছাড়া গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৯ শতাংশ এবং বিভিন্ন ধরনের সহিংসতায় আরও ৭ শতাংশ অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্রথম দুই মাসে ৫১২ জন অভিবাসী প্রাণ হারিয়েছেন।- সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

পাগলের মতো মিথ্যে

৭ পৃষ্ঠার পর

টাইটেল ৫২, ৫৭১ মাইল জুড়ে সীমান্ত প্রাচীর, (অভিবাসন প্রার্থীদের) দ্রুতই স্বদেশে প্রত্যাবাসন ইত্যাদির কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের ইতিহাসে তখন ছিল আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ সীমান্ত।'

বাইডেনের অভিবাসন নীতি : ভর্ৎসনা করে বাইডেন প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, 'এই লোকটা, এই অসৎ জো আর তার বামপন্থী উগ্রবাদী পাগলরা ইচ্ছে করে ওই সব নীতিকে তছনছ করে দিয়েছে যা কি-না টম হলম্যান এবং ব্রান্ডন জুডের মতো শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মতো আমাদের দিয়েছিল এক নিরাপদ সীমান্ত।

তারা বলেন, 'ইতিহাসে সেটাই ছিল সবচেয়ে উত্তম এক সীমান্ত। এখন আমরা যেন ভয়ের ছবি দেখছি। এই দেশ, আমাদের এই দেশকে নিয়ে এখন পৃথিবীশুদ্ধ লোক হাসাহাসি করছে।'

বাইডেনের অভিবাসন নীতির তীব্র সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, 'গত ৩ বছর ধরে বাইডেন লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশী লোকজনকে এ দেশে প্রবেশ করতে দিয়েছেন এবং আপনাদের পাড়াতেই তাদের বসতি গড়তে দিয়েছেন।'

ট্রাম্প তার কথায় বাইডেনকে এ পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে অযোগ্য প্রেসিডেন্ট বলে অভিহিত করে বলেন, 'তিনি এই অবৈধ আগ্রাসন বন্ধ করতে পারতেন, কিন্ত আজ পর্যন্ত তিনি এই অবৈধ অভিবাসন-প্রত্যাশী ভিনদেশীদের দেশের ভেতরেই রাখছেন। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়ে আমাদের দেশে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটিতে।'

শ্রিংকফ্লেশান হচ্ছে ইনফ্লেশান : বাইডেনের অভিবাসন নীতির তীব্র সমালোচনা করে ট্রাম্প আরো বলেন, 'কংগ্রেসে জো বাইডেন যে প্রথম প্রস্তাবটি পাঠান তা ছিলো অবৈধ অভিবাসন প্রার্থীদের ভোট প্রদানকারী নাগরিক করার জন্য সমর্থন আদায়।'

বাইডেনকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'তার কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে তার অগ্রাধিকার হচ্ছে, বিশাল সংখ্যক নতুন ভিনদেশীদের এ দেশে নিয়ে এসে থাকতে দেয়া... আমার অগ্রাধিকার হচ্ছে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষা এবং... বাইডেনের আনা অবৈধ অভিবাসীদের তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো।'

অর্থনীতি সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, 'এই একইভাবে এই একজন দূর্বল জো বাইডেন যখন তার তৈরি শব্দ 'শ্রিংকফ্লেশান' নিয়ে কথা বলেন, তখন সেটিও এ দেশের দেখা সব চাইতে হাস্যকর ব্যাপার। 'শ্রিংকফ্লেশান' হচ্ছে ইনফ্লেশান (মুদ্রাস্ফীতি)-এরই আরেক নাম, যার মানে হচ্ছে আপনি প্রচুর অর্থ হারাচ্ছেন কারণ এরা জানেই না তারা কি করছে।'

ট্রাম্প অভিযোগ করেন, 'বাইডেন ও তার দল আপনাদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।'

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, 'আমার নেতৃত্বের সময় কোনো মুদ্রাস্ফীতি হয়নি। বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের অর্থনীতি ছিলো সব চেয়ে ভালো অবস্থায়।'

তিনি বলেন, 'এখন সময় এসেছে এই অসৎ জো বাইডেনকে বলার, 'ইউ আর ফায়ার্ড।' অর্থাৎ, 'তোমাকে চাকরিচ্যুত করা হলো।' সূত্র : ভয়েস অব আমেরিকা

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশসহ পাঁচটি দেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন পাঁচটি দেশের পোশাক খাত নিয়ে এই তদন্ত শুরু করছে।

গত বছর বাংলাদেশের শ্রম পরিবেশ, শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন-সহ নানা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করে তাগাদা দিয়েছিলো। এসব বিষয়ও তদন্তে প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশে পোশাক শিল্প মালিকরা বলছেন গত কয়েক বছরে যে হারে উৎপাদন খরচ বেড়েছে সে হারে ক্রেতারা মূল্য দিচ্ছে না। একই সাথে বাংলাদেশের পোশাক খাতের সামগ্রিক কর্মপরিবেশের উন্নতি হয়েছে বলে তারা জানাচ্ছেন।

ফলে এসব বিষয়ও তদন্তে বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্ত কমিটিকে শুনানি-পূর্ব প্রতিবেদন দিয়েছে পোশাক প্রস্তুতকারী ও রফতানিকারক সমিতি বিজিএমইএ।

বিজিএমইএ-র সহ-সভাপতি শহীদ উল্লাহ আজিম আবার মনে করছেন বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলার জন্য এ তদন্ত করা হচ্ছে।একই সাথে, গার্মেন্ট শিল্পের সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ সরকার যাতে শ্রমিকদের৩রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেব্রে তদন্তে ব্যবহার না করে, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন শ্রমিক নেতা জলি তালুকদার।

পোশাক খাতে মার্কিন তদন্ত কেন

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানিকারক বাংলাদেশ-সহ পাঁচটি দেশে দেশটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন (ইউএসআইটিসি) এই তদন্ত শুরু করছে।

অন্য চারটি দেশ হলো ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া। বাংলাদেশ-সহ এই পাঁচটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রফতানিতে শীর্ষে রয়েছে।

কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাকের বাজারে এই দেশগুলোর তৈরি পোশাক প্রতিযোগিতাপূর্ণ হল, এবং কেন - তা জানার চেষ্টা করা হবে ইউএসআইটিসির এই তদন্তে। একই সাথে পোশাক খাতের পরিস্থিতিও এই তদন্তে মূল্যায়ন করা হবে বলে জানান পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

ওয়াশিংটনে ৭ই মার্চ থেকে এই তদন্তের শুনানি শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশের শুনানি হবে ১১ই মার্চ।

এতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এর সভাপতি ফারুক হাসান বিবিসি বাংলাকে জানান, " এরই মধ্যে এ বিষয়ে প্রি-হিয়ারিং এর রিপ্লাই দেয়া হয়েছে। আমাদের রেসপন্স শেয়ার করেছি। ভার্চুয়ালি ১১ই মার্চ শুনানিতে যুক্ত হব।"

শুনানির পরেও ২২শে মার্চ পর্যন্ত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করা যাবে। পরে ৩০ শে আগস্ট ইউএসআইটিসি তদন্ত প্রতিবেদনটি বাণিজ্য প্রতিনিধির কাছে জমা দেবে।

যুক্তরাষ্ট্র কেন এ বিষয়ে তদন্ত করছে সে প্রসঙ্গে মি. হাসান বলেন, " গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। সারা বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্র যে আমদানি করত, এতো বছর তাদের এভারেজ ইউনিট প্রাইস থেকে আমাদের কম থাকতো।চ

"এখন আমাদের এভারেজ ইউনিট প্রাইস বেশি। কিন্তু এটা কোনভাবেই প্রমাণ করে না যে আমরা কম দামে সেখানে পণ্য দিচ্ছি।"

"এছাড়া আমাদের উৎপাদন খরচের চেয়ে পাকিস্তান ও চায়নাতে খরচ অনেক কম।

কিন্তু চীন এটার মধ্যে নাই। কিন্তু এর কী কারণ থাকতে পারে জানি না। তবে আমরা রেসপন্স করেছি", জানাচ্ছেন ফারুক হাসান।

শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া হলে তা৩প্রতিযোগিতাবিরোধ্রী বলার সুযোগ থাকে।

কিন্তু ১লা ডিসেম্বর থেকে ৫৬ শতাংশের বেশি শ্রমিকদের মজুরিও বেড়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "ফলে যুক্তরাষ্ট্রের এখন দায়িত্ব এটা নিশ্চিত করা যাতে আমরা ফেয়ার প্রাইস পাই। তাদের ক্রেতারা যাতে ন্যায্য মূল্য দেয়।"

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনে শুনানি-পূর্ব যে প্রতিবেদন বিজিএমইএ দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের উৎপাদন খরচ অতি মাত্রায় বেড়ে গেছে। বিদ্যুতের দাম ২৫ শতাংশ, গ্যাসের দাম ২৮৬ দশমিক ৫ শতাংশ, ডিজেলের দাম ৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পণ্য পরিবহনে এর প্রভাব পড়েছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্ত কমিটি প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির পাশাপাশি সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে কাঠামোগত পাথর্ক্যগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে বিজিএমইএ।

পোশাক খাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্তের পরবর্তী প্রভাব কী হতে পারে এমন বিষয়ে জানতে চাইলে মি. হাসান বলেন, "আমরা মনে করি না এর তেমন কোনও প্রভাব পড়বে। কারণ কোনও কালেই যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাই না। এখনও নাই, আগামীতেও পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই কোনও প্রভাব পড়বে বলে মনে করি না।"

"তারপরও তাদের সাথে কথা বললে আমরা এই তদন্তের উদ্দেশ্য বুঝতে পারব। আমরাও জানতে চাই। কারণ তারা ডিটেইলস কিছু বলেনি।"

বাংলাদেশের শ্রম পরিবেশ-সহ অন্যান্য বিষয় সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে বলে মনে করেন পোশাক খাতের এই শিল্প মালিক।

তিনি বলেন, "আমরা মনে করছি আমরা ফেয়ার ডিল করছি। আমাদের সব কিছু প্রপার আছে। কারণ আমাদের এখানে চাইল্ড লেবার নেই, বন্দী কর্মী নেই যেটা চায়নাতে আছে। বরং আমরা অনেক বেশি বেটার পজিশনে আছি বলে মনে করি।"

তবে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম পরিবেশ, শ্রম আইনের বিষয়গুলো এই তদন্তে শুনানিতে আসবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র এসব বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু জানায়নি।

সংগঠনটির আরেকজন নেতা অবশ্য এই তদন্তকে বাংলাদেশ সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলার কৌশল বলে মনে করছেন।

সংগঠনটির সহ-সভাপতি শহীদ উল্লাহ আজিম বিবিসি বাংলাকে বলেন , "পলিটিক্যালভাবে প্রেসার দেওয়ার জন্য এই তদন্ত করা হচ্ছে। এটা মোস্টলি একটা পলিটিক্যাল ব্যাপার। যদি বেশি চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে অন্যায় হবে। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কারণ এই খাতে আমাদের অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে।"

এই তদন্তে মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম পরিবেশ, শ্রমিক কল্যাণ, নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানান তিনি।যদিও এসব বিষয়ে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি রয়েছে বলে মনে করেন মি. আজিম।

গত ১লা মার্চ যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের ২০২৪ সালের বাণিজ্য নীতি এজেন্ডা ও ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভের (ইউএসটিআর) ওয়েবসাইটে ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে ইউএসটিআর বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা ২০১৩ সালে প্রত্যাহারের পর শ্রমিকদের সুরক্ষার মান ও অধিকার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (টিকফা) পরিষদের বৈঠকেও বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইপিজেড ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দিতেও আহ্বান জানানো হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

বিজিএমইএ-র সহ-সভাপতি শহীদ উল্লাহ আজিম বিবিসি বাংলাকে ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়ে বলেন, "বাংলাদেশের এই একটা বিষয়েই ঘাটতি রয়েছে, প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা।চ

"আসলে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে পাটশিল্পের জন্য। ট্রেড ইউনিয়নের কারণে ওই শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপরেও অনেক ফ্যাক্টরিতে এটা হয়েছে। এখন আর আমরা বাধা দেই না। যুক্তরাষ্ট্র এটা ম্যানডেটরি করতে চায়। এটা নিয়েও আলোচনা হতে পারে।"

তবে, পোশাক খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্রেতা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্ত যাতে শ্রমিকদের ব্যবহারের রাজনৈতিক হাতিয়ার না হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন শ্রমিক নেতারা।

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই তদন্ত যদি কোনও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকদের ব্যবহার করার জন্য হয়, তবে সেটা খারাপ হবে।"

"শ্রমিকদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। ক্রেতা দেশগুলি কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট মজুরি বিবেচনা করে, কিন্তু পোশাকের ক্ষেত্রে দাম বাড়ায় না। ট্রেড ইউনিয়ন, মজুরি, শ্রম পরিবেশ, নিরাপত্তা সবগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে একটা কম হলে আরেকটার হুমকি হয়", বলছিলেন জলি তালুকদার।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি কেন কমেছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন দেশ কোন পণ্য কত রফতানি করছে ডলারের হিসেবে সেটা প্রকাশ করে দেশটির বাণিজ্য দপ্তরের 'অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলস' (অটেক্সা)।

সংস্থাটির হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২০২২ সালে দেশটিতে বাংলাদেশে থেকে তৈরি পোশাক গেছে ৯.৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের।

যা এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি। তবে এটা ঠিক কোভিড-১৯ পরবর্তী ২০২১ সালে রফতানি কম ছিল।

কিন্তু ২০২২ সালে ৯.৭২ বিলিয়ন ডলার রফতানি হলেও ২০২৩ সালে সেটা না বেড়ে বরং কমেছে।

২০২৩ সালে রফতানি হয়েছে ৭.২৯ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং এক বছরে রফতানি কমেছে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার বা ২৫ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে শুধু বাংলাদেশ থেকেই পোশাক রফতানি কমেছে, বিষয়টি এমন নয় বলে মনে করেন বিজিএমইএ-র সভাপতি ফারুক হাসান।

তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি যেটা কমেছে এটা এমন না যে বাংলাদেশ থেকেই কমেছে। বরং ওদেরই আমদানি কমেছে বলে এটা হয়েছে।"

"কারণ গত বছর ও আগের বছর উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সুদহার সারা বিশ্বেই বেড়েছে। ফলে মর্টগেজও বেড়ে গেছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে।"

তবে এ বছর রফতানি পরিস্থিতি আরো ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মি. হাসান।

তিনি বলেন, "জানুয়ারি-মার্চে এক্সপোর্ট ভালো হয়েছে। ইনফ্লেশান এখন অনেক কমে এসেছে ফলে আশা করছি আগামী মে বা জুন মাস থেকে সারা বিশ্বেই সুদের হার কমানো শুরু হবে। তখন মর্টগেজ কমে আসবে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে।"

"ইউএসএ-তে আমাদের এক্সপোর্ট কম হয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু ইউএসএ নিজেরাই আমদানি কম করেছে। সারা বিশ্ব থেকেই তাদের এ অবস্থা, এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়!ঞ্চ, বলেন মি. হাসান।

তদন্তের বিষয়টি যে প্রেক্ষাপটে এলো

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য গত বছর তীব্র আন্দোলন করে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত আল্টিমেটাম দিয়েছিলো শ্রমিক সংগঠনগুলো।

এ সময় আন্দোলনে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্য ও শ্রমিক রাসেল হাওলাদারের নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ওপর দমন পীড়নে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ম্যাথিউ মিলারের বিবৃতিতে শ্রমিকরা যাতে সহিংসতা, প্রতিশোধ বা ভয়ভীতির হুমকি ছাড়াই সংগঠনের স্বাধীনতা ও দর কষাকষির অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় তা সরকারকে নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

এরপরে ৮ই ডিসেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ঢাকার তেজগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার বলে উল্লেখ করেন। শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে মজুরি নিয়েও তিনি কথা বলেন।

এরই মধ্যে ১৩ই নভেম্বর সরকার পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সাড়ে বারো হাজার টাকা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করে। যা ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

একই সাথে গত বছরের নভেম্বরের মাঝামাঝি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তরফে বৈশ্বিক শ্রমনীতি ঘোষণা করেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

তিনি বলেন, বিশ্ব জুড়ে যারা শ্রমিক অধিকার হরণ করবে, ভয়ভীতি দেখাবে ও আক্রমণ করবে তাদের ওপর বাণিজ্য ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

এরই মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে তিন দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তারসহ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশে আসেন।

এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, বিশিষ্টজনের পাশাপাশি তারা শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সাথেও বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে বাংলাদেশের শ্রম আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, কর্ম-পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে তারা আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি, শ্রমিকদের জীবনমান-সহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। সূত্রঃ বিবিসি বাংলা

একাত্তরের মার্চের জাতীয়

১৬ পৃষ্ঠার পর

করেছে। আশির দশকে সামরিক শাসক এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে তিনটি রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়েছিল। একটির মূল নেতৃত্ব দিয়েছিল বিএনপি, সঙ্গে ছিল জামায়াত এবং ছোট ছোট কিছু রাজনৈতিক দল। বিপরীত দিকে অবস্থান করেছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন একটি জোট, যা পরে দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৯১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বাম জোট গণতন্ত্র উত্তরণে ঐক্যবদ্ধ কোনো কৌশল প্রণয়ন করতে পারেনি। বিপরীত দিকে বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে গোপনে নির্বাচনী ঐক্য গঠন করে। ফলে তাদের অদৃশ্য ঐক্য বিজয়ের সাফল্য নিয়ে আসে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় নির্বাচিত সংসদ ও সরকার হিসেবে বিএনপি ও জামায়াত নেতৃত্ব প্রদান করে। আওয়ামী লীগ ও বাম শক্তি বিরোধী দলে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলেও জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার মতো তাগিদ গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনুভূত হয়নি। ১৯৯৯ সালে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের নেতৃত্বে চারদলীয় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জোট গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনায় সেই মেয়াদে বড় ধরনের সাফল্য দেখালেও গঠিত চারদলীয় জোটের কাছে ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়। বাংলাদেশে বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের একটি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চরম ডান পন্থার সরকার গঠিত হয়। দেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে হত্যা, বোমাবাজি ইত্যাদি চালিয়ে বেড়ায়। রাজনীতিতে আবারও ১৫ আগস্টের মতো ক্ষত ও বিভাজন স্থায়ী রূপ লাভ করে।

বিএনপি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও তোষণ করার অবস্থান থেকে এক চুলও নড়েনি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, অসাম্প্রদায়িক ধারার নেতৃত্ব প্রদান করতে গিয়ে ২০১৩-১৪ পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু নীতি ও কৌশলে পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এই সময়ে উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে দেশ এখন এক দিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের একটি ধারায় পরিচালিত হচ্ছে, অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াত ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সমন্বয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ধারায় জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। এর পরিণতি জাতি-রাষ্ট্রের জন্য মোটেও মঙ্গলজনক নয়। ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী: অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও কলামিস্ট ।দৈনিক বাংলার সৌজন্যে

তাইওয়ান যুদ্ধ : চীনকে

৬ পৃষ্ঠার পর

ক্রুইজার ও ডেস্ট্রোয়ার এবং ৭৯টি অ্যাটাক সাবমেরিন ছিল। এর চীনা বাহিনীর (পিএলএ) কাছে থাকা ৫২টি ডেস্টোয়ার ও ফ্রিগেটের বেশির ভাগই ছিল ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকের পুরনো সামগ্রী। ৭৭টি সাবমেরিনের সবগুলোই ছিল সেকেলে। তাদের বিমানবাহিনী কোনোভাবেই তাইওয়ান দখল করার মতো শক্তিশালী ছিল না।

চীন এই অবস্থা বুঝতে পেরে ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর টার্গেট নির্ধারণ করে। চীন ঐতিহাসিক কাল থেকেই শত্রুর দুর্বলতায় আঘাত হানার নীতি অবলম্বন করে আছে। চীন মনে করে, ক্ষেপণাস্ত্র তাদের এমন ধরনের অস্ত্রই। তারা অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের বদলে অনেক সস্তা ও কম প্রযুক্তিগত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করছে। চীনা রণতরী নয়, ক্ষেপণাস্ত্রই ১৯৯৬ সালের সঙ্কটের সময় তাইওয়ানের বন্দরগুলো অবরোধে ব্যবহৃত হয়েছিল। আর মার্কিন নৌবাহিনীর টাস্ক ফোর্সের জন্য এই ক্ষেপণাস্ত্রই সবচেয়ে ভীতির কারণ।

তবে তারা একইসাথে অন্যান্য বাহিনীও শক্তিশালী করেছে। তাদের হাতে এখন ৩৭০টি রণতরী আছে। যুক্তরাষ্ট্রে আছে ২৯২টি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী যেখানে সারা দুনিয়ায় মোতায়েন রয়েছে, সেখানে চীন পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের সীমিত রেখেছে। এমন এক অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র এখন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহের বিশেষ অভিযানে নেমেছে। গত বছর তারা বছরে ৫০০ থেকে ১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের জন্য লকহিড মার্টিনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারির সংগ্রহেও গতি বাড়িয়েছে। সূত্র : ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট

এজেন্সি লাগবে না

৯ পৃষ্ঠার পর

থেকে দুই কার্যদিবস লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। পূর্বে বলা হয়েছিল যে ইমিগ্রেশন বিভাগ বিদেশি কর্মীদের পরিচালনা এবং গ্রহণের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি হালনাগাদ করেছে। মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, ৩১ মার্চের মধ্যে রেফারেন্সসহ ভিসা ইস্যু করা না হলে সক্রিয় বিদেশি কর্মীদের কোটা বাতিল হয়ে যাবে। সরকার ১ জুন থেকে সক্রিয় কোটার আওতায় বিদেশি শ্রমিকদের মালয়েশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি দেবে না। গত বছরের ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় মোট ৪ লাখ ১২ হাজার ১১ জন অভিবাসী কর্মীর ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৩০৫ জন শ্রমিক কোটায় (৫৮ দশমিক ১ শতাংশ) অনুমোদন পেয়েছেন।

ট্রাম্প এবার যেসব কারণে জিততে পারবেন না

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সেসব ভোটারের মধ্যে এমন কিছু ভোটার ছিলেন, যাঁরা জীবনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, একমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পই যুক্তরাষ্ট্রকে আবার আগের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনার সক্ষমতা রাখেন।

সময়টা ট্রাম্পের জন্য লাগসই ছিল। ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল। এর সঙ্গে জনগণের সেই ধারণা মিলিত হয়ে ট্রাম্পকে হিলারি ক্লিনটনকে পরাজিত করতে সক্ষম করে তুলেছিল। তবে ট্রাম্প যে পরিমাণ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তত ভোট পাননি।

ট্রাম্প অতি সামান্য ভোটের ব্যবধানে হিলারিকে পরাজিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হিলারির চেয়ে তিনি পপুলার ভোট ২৮ লাখ কম পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে পপুলার ভোটের এত ব্যবধান এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

তখন থেকেই ব্যালট বাক্সে ট্রাম্প বিষাক্ত প্রমাণিত হয়েছেন। ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের ডেমোক্রেটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টিকে পরাজিত করে। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে সামান্য ব্যবধানে এবং পপুলার ভোটে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত হন।

২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেশজুড়ে ট্রাম্পের পছন্দের প্রার্থীরা হেরেছিলেন এবং ডেমোক্রেটিক প্রার্থীরা অ্যারিজোনা, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিনসহ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোয় হয় নিজেদের আসন ধরে রেখেছেন, নয়তো রিপাবলিকান আসন জিতেছেন।

এই ব্যর্থতা ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে না আসার গুঞ্জনকে কিছুটা জোরালো করলেও ট্রাম্প দলের চালিকা শক্তির ওপর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছেন এবং সবচেয়ে চরমপন্থী সদস্যদের অনুসারী বানাতে সক্ষম হয়েছেন। দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের এটি এমন একটি পদ্ধতি, যার কারণে এ বছরের শেষেই ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান পার্টি উভয়কেই একটি বিধ্বংসী নির্বাচনী পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে অনুশোচনা করতে হবে।

ট্রাম্পের অভব্য আচরণ, গণতন্ত্রবিরোধী কথাবার্তা এবং প্রতিপক্ষকে উপর্যুপরি হুমকি দিয়ে যাওয়া নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁর পরাজয় ডেকে আনবে। তবে যে বিষয় ট্রাম্পকে নিশ্চিতভাবে স্থায়ী অবসরে পাঠিয়ে দেবে, সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যাগত অবস্থা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ফরাসি দার্শনিক অগাস্তে কমতের ‘জনসংখ্যাই নিয়তি’ বলে যে তত্ত্ব চালু আছে, সেটি আগের যেকোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের তুলনায় আসন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

২০১৬ ও ২০২৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ২ কোটি বয়স্ক মার্কিন ভোটার মারা গেছেন এবং ৩ কোটি ২০ লাখ তরুণ ভোটার হওয়ার বয়সে পৌঁছেছেন। অনেক তরুণ ভোটার উভয় দলকেই ঘৃণা করেন। রিপাবলিকানরা কলেজ ক্যাম্পাসে সক্রিয়ভাবে (বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ) তাঁদের কর্মী সংগ্রহ করছেন।

তবে শূন্য প্রজন্মের এই নতুন ভোটাররা মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং পরিবেশ ইস্যুতে অনেক উদারপন্থী। এই প্রবণতা তাঁদের ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোট দিতে উৎসাহিত করতে পারে।

বাস্তবতা হলো, ২০১৬ সালে ট্রাম্প মার্কিন রাজনীতিতে পদচারণ করার পর থেকেই রিপাবলিকান পার্টি অনেক বেশি শ্বেতাঙ্গবান্ধব, অনেক বেশি প্রাচীনপন্থী, অনেক বেশি পুরুষতান্ত্রিক এবং অনেক বেশি চরমপন্থী হয়ে উঠেছে। ট্রাম্পের গোঁয়ার্তুমির কারণে দলটি উদারপন্থী ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে তার আবেদন হারিয়ে ফেলেছে।

ট্রাম্পের হাতে এখন যে পরিমাণ ভোটার আছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ভোটার আছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হাতে। তার মানে এই নয় যে জো বাইডেনের নির্বাচনে জয়ী হওয়া খুব সহজ হবে। তবে অধিকসংখ্যক ভোটার তাঁর হাতে থাকার কারণে ভোটারদের অনুপস্থিতিজনিত সংকটে তিনি ট্রাম্পের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারবেন।

ট্রাম্পকে এ নির্বাচনের জিততে হলে অবশ্যই তাঁর অনুসারীদের প্রায় সবাইকেই ভোট দিতে কেন্দ্রে আনতে হবে। এ ছাড়া এমন অনেক রিপাবলিকান ভোটার আছেন, যাঁরা গত নির্বাচনে ট্রাম্পকে ভোট দিলেও এত দিনে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ও নীতির কারণে তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এখন যতগুলো ইস্যু মোকাবিলা করছে, রিপাবলিকান পার্টি ঠিক তার উল্টো অবস্থানে রয়েছে। প্রজনন অধিকারের কথাই ধরা যাক। রিপাবলিকান পার্টির ‘ছিনতাই করে নেওয়া’ সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালে রো ভার্সেস ওয়েড আইনটি বাতিল করে দেন। এই আইনের বলে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নারীরা গর্ভপাতের স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিলেন।

কিন্তু চরম রক্ষণশীল রাজ্যগুলোয় গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি ধর্ষণ অথবা বাবা অথবা ভাইয়ের মতন নিকট স্বজনের সঙ্গে শারীরিক সংসর্গের কারণে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার পরও সেসব রাজ্যে নারীদের গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয় না। ট্রাম্পের এই নীতির কারণে অনেক নারী এবং উদারপন্থী ভোটার ডেমোক্র্যাট শিবিরের সঙ্গে শক্তভাবে যুক্ত হয়েছেন, অনেকে এই নীতিও গ্রহণ করেছেনট্রাম্প ছাড়া যে কেউ প্রেসিডেন্ট হতে পারেন।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ট্রাম্প প্রায়ই নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে তাঁর নিজের দলের নেতারা রাগান্বিত হয়েছেন। অনেক বয়স্ক রিপাবলিকান এখনো হৃদয়ে রোনাল্ড রিগ্যানের চেতনা ধারণ করেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রকে ‘পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি উজ্জ্বল শহর’ হিসেবে দেখেন। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বের মানুষের কাছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে দেখাতে চান।

শীতল যুদ্ধের কথা মনে আছেএমন বয়সী ভোটারদের কাছে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু। রিপাবলিকানরা গণতান্ত্রিক দেশ ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ শতাংশ ভোটার মনে করছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যাপ্ত সহায়তা করছে না। তাঁরা ট্রাম্পের ন্যাটো ত্যাগের হুমকিকে অনুমোদন করেন না। রাশিয়া, হাঙ্গেরি, সৌদি আরবের মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে ট্রাম্পের সখ্য তাদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত।

এই সপ্তাহ পর্যন্ত রিপাবলিকানদের কাছে ট্রাম্পের বিকল্প প্রার্থী ছিল। তিনি হলেন জাতিসংঘের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি। ট্রাম্পের বিকল্প নেতা হিসেবে ভালোভাবেই উঠে আসছিলেন। নিউ হ্যাম্পশায়ার, নেভাডা ও সাউথ ক্যারোলাইনায় রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারিতে তিনি প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তবে ১৪টি রাজ্যের সুপার টুয়েসডে প্রাইমারিতে তিনি হেরে গেছেন।

এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের প্রার্থিতা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। তবে নিকি হ্যালি ট্রাম্পকে প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন দিয়ে যাননি। তিনি ভোটারদের বলেছেন, তাঁরা চাইলে ট্রাম্পকে ভোট দিতেও পারেন, না-ও পারেন। ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে সন্দেহ করার এটাও একটি বড় যৌক্তিক কারণ। নিকি হ্যালির সমর্থকদের একটি অংশ হয় ভোটদানে বিরত থাকবেন, নয়তো জো বাইডেনকে ভোট দেবেন।

এসব কারণে ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার আশা খুবই কম। প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

রিড গ্যালেন দ্য লিঙ্কন প্রজেক্টের (ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করার লক্ষ্যে সাবেক রিপাবলিকান কৌশলবিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি গণতন্ত্রপন্থী সংস্থা) সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং লিঙ্কন প্রজেক্ট পডকাস্টের সঞ্চালক। ট্রাম্প এবার যেসব কারণে জিততে পারবেন না

রিড গ্যালেন : ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের অসম্ভবতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি যখন নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন, তখন নির্বাহী ক্ষমতা বলতে তাঁর তেমন কিছুই ছিল না। ওই সময়ে তাঁর সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার প্রদর্শন ছিল টেলিভিশনে প্রচারিত একটি রিয়েলিটি শোর সঞ্চালক হিসেবে প্রতিযোগীদের ‘ইউ আর ফায়ারড’ বলে অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া।

বিরাট একটা বোর্ডরুমে টেবিলের সামনে বসে মিথ্যামিথ্যি ‘ইউ আর ফায়ার্ড’ বলে প্রতিযোগীদের বহিষ্কার করার সেই সিনেমাটিক দৃশ্য লাখ লাখ মার্কিন ভোটারকে আশ্বস্ত করেছিল, তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের গদিতে বসার যোগ্য।

সেসব ভোটারের মধ্যে এমন কিছু ভোটার ছিলেন, যাঁরা জীবনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, একমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পই যুক্তরাষ্ট্রকে আবার আগের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনার সক্ষমতা রাখেন।

সময়টা ট্রাম্পের জন্য লাগসই ছিল। ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল। এর সঙ্গে জনগণের সেই ধারণা মিলিত হয়ে ট্রাম্পকে হিলারি ক্লিনটনকে পরাজিত করতে সক্ষম করে তুলেছিল। তবে ট্রাম্প যে পরিমাণ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তত ভোট পাননি।

ট্রাম্প অতি সামান্য ভোটের ব্যবধানে হিলারিকে পরাজিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হিলারির চেয়ে তিনি পপুলার ভোট ২৮ লাখ কম পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে পপুলার ভোটের এত ব্যবধান এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

তখন থেকেই ব্যালট বাক্সে ট্রাম্প বিষাক্ত প্রমাণিত হয়েছেন। ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের ডেমোক্রেটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টিকে পরাজিত করে। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে সামান্য ব্যবধানে এবং পপুলার ভোটে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত হন।

২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেশজুড়ে ট্রাম্পের পছন্দের প্রার্থীরা হেরেছিলেন এবং ডেমোক্রেটিক প্রার্থীরা অ্যারিজোনা, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিনসহ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোয় হয় নিজেদের আসন ধরে রেখেছেন, নয়তো রিপাবলিকান আসন জিতেছেন।

এই ব্যর্থতা ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে না আসার গুঞ্জনকে কিছুটা জোরালো করলেও ট্রাম্প দলের চালিকা শক্তির ওপর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছেন এবং সবচেয়ে চরমপন্থী সদস্যদের অনুসারী বানাতে সক্ষম হয়েছেন। দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের এটি এমন একটি পদ্ধতি, যার কারণে এ বছরের শেষেই ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান পার্টি উভয়কেই একটি বিধ্বংসী নির্বাচনী পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে অনুশোচনা করতে হবে।

ট্রাম্পের অভব্য আচরণ, গণতন্ত্রবিরোধী কথাবার্তা এবং প্রতিপক্ষকে উপর্যুপরি হুমকি দিয়ে যাওয়া নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁর পরাজয় ডেকে আনবে। তবে যে বিষয় ট্রাম্পকে নিশ্চিতভাবে স্থায়ী অবসরে পাঠিয়ে দেবে, সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যাগত অবস্থা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ফরাসি দার্শনিক অগাস্তে কমতের ‘জনসংখ্যাই নিয়তি’ বলে যে তত্ত্ব চালু আছে, সেটি আগের যেকোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের তুলনায় আসন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

২০১৬ ও ২০২৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ২ কোটি বয়স্ক মার্কিন ভোটার মারা গেছেন এবং ৩ কোটি ২০ লাখ তরুণ ভোটার হওয়ার বয়সে পৌঁছেছেন। অনেক তরুণ ভোটার উভয় দলকেই ঘৃণা করেন। রিপাবলিকানরা কলেজ ক্যাম্পাসে সক্রিয়ভাবে (বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ) তাঁদের কর্মী সংগ্রহ করছেন।

তবে শূন্য প্রজন্মের এই নতুন ভোটাররা মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং পরিবেশ ইস্যুতে অনেক উদারপন্থী। এই প্রবণতা তাঁদের ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোট দিতে উৎসাহিত করতে পারে।

বাস্তবতা হলো, ২০১৬ সালে ট্রাম্প মার্কিন রাজনীতিতে পদচারণ করার পর থেকেই রিপাবলিকান পার্টি অনেক বেশি শ্বেতাঙ্গবান্ধব, অনেক বেশি প্রাচীনপন্থী, অনেক বেশি পুরুষতান্ত্রিক এবং অনেক বেশি চরমপন্থী হয়ে উঠেছে। ট্রাম্পের গোঁয়ার্তুমির কারণে দলটি উদারপন্থী ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে তার আবেদন হারিয়ে ফেলেছে।

ট্রাম্পের হাতে এখন যে পরিমাণ ভোটার আছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ভোটার আছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হাতে। তার মানে এই নয় যে জো বাইডেনের নির্বাচনে জয়ী হওয়া খুব সহজ হবে। তবে অধিকসংখ্যক ভোটার তাঁর হাতে থাকার কারণে ভোটারদের অনুপস্থিতিজনিত সংকটে তিনি ট্রাম্পের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারবেন।

ট্রাম্পকে এ নির্বাচনের জিততে হলে অবশ্যই তাঁর অনুসারীদের প্রায় সবাইকেই ভোট দিতে কেন্দ্রে আনতে হবে। এ ছাড়া এমন অনেক রিপাবলিকান ভোটার আছেন, যাঁরা গত নির্বাচনে ট্রাম্পকে ভোট দিলেও এত দিনে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ও নীতির কারণে তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এখন যতগুলো ইস্যু মোকাবিলা করছে, রিপাবলিকান পার্টি ঠিক তার উল্টো অবস্থানে রয়েছে। প্রজনন অধিকারের কথাই ধরা যাক। রিপাবলিকান পার্টির ‘ছিনতাই করে নেওয়া’ সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালে রো ভার্সেস ওয়েড আইনটি বাতিল করে দেন। এই আইনের বলে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নারীরা গর্ভপাতের স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিলেন।

কিন্তু চরম রক্ষণশীল রাজ্যগুলোয় গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি ধর্ষণ অথবা বাবা অথবা ভাইয়ের মতন নিকট স্বজনের সঙ্গে শারীরিক সংসর্গের কারণে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার পরও সেসব রাজ্যে নারীদের গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয় না। ট্রাম্পের এই নীতির কারণে অনেক নারী এবং উদারপন্থী ভোটার ডেমোক্র্যাট শিবিরের সঙ্গে শক্তভাবে যুক্ত হয়েছেন, অনেকে এই নীতিও গ্রহণ করেছেনট্রাম্প ছাড়া যে কেউ প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ট্রাম্প প্রায়ই নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে তাঁর নিজের দলের নেতারা রাগান্বিত হয়েছেন। অনেক বয়স্ক রিপাবলিকান এখনো হৃদয়ে রোনাল্ড রিগ্যানের চেতনা ধারণ করেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রকে ‘পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি উজ্জ্বল শহর’ হিসেবে দেখেন। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বের মানুষের কাছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে দেখাতে চান।

শীতল যুদ্ধের কথা মনে আছেএমন বয়সী ভোটারদের কাছে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু। রিপাবলিকানরা গণতান্ত্রিক দেশ ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ শতাংশ ভোটার মনে করছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যাপ্ত সহায়তা করছে না। তাঁরা ট্রাম্পের ন্যাটো ত্যাগের হুমকিকে অনুমোদন করেন না। রাশিয়া, হাঙ্গেরি, সৌদি আরবের মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে ট্রাম্পের সখ্য তাদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত। এই সপ্তাহ পর্যন্ত রিপাবলিকানদের কাছে ট্রাম্পের বিকল্প প্রার্থী ছিল। তিনি হলেন জাতিসংঘের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি। ট্রাম্পের বিকল্প নেতা হিসেবে ভালোভাবেই উঠে আসছিলেন। নিউ হ্যাম্পশায়ার, নেভাডা ও সাউথ ক্যারোলাইনায় রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারিতে তিনি প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তবে ১৪টি রাজ্যের সুপার টুয়েসডে প্রাইমারিতে তিনি হেরে গেছেন।

এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের প্রার্থিতা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। তবে নিকি হ্যালি ট্রাম্পকে প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন দিয়ে যাননি। তিনি ভোটারদের বলেছেন, তাঁরা চাইলে ট্রাম্পকে ভোট দিতেও পারেন, না-ও পারেন। ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে সন্দেহ করার এটাও একটি বড় যৌক্তিক কারণ। নিকি হ্যালির সমর্থকদের একটি অংশ হয় ভোটদানে বিরত থাকবেন, নয়তো জো বাইডেনকে ভোট দেবেন।

এসব কারণে ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার আশা খুবই কম। প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

রিড গ্যালেন দ্য লিঙ্কন প্রজেক্টের (ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করার লক্ষ্যে সাবেক রিপাবলিকান কৌশলবিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি গণতন্ত্রপন্থী সংস্থা) সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং লিঙ্কন প্রজেক্ট পডকাস্টের সঞ্চালক।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস মার্চে কেন? পুরুষ দিবসও কী আছে?

৫৪ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু এই দিনটা আসলে কী জন্য? এর গুরুত্ব আসলে কোথায়? নারীদের মতো আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসও কী আছে? চলুন জানা যাক।

এটা কীভাবে শুরু হয়?

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুরুটা হয় শ্রমিক আন্দোলন থেকে, যা একসময় জাতিসংঘ স্বীকৃত বাৎসরিক দিবস হয়ে উঠে। আর এসব কিছুর শুরুটা হয় ১৯০৮ সালে, যখন এক সাথে প্রায় ১৫ হাজার নারী নিউ ইয়র্কের রাস্তায় নেমে আসে কর্মঘন্টা কমানো, বেতন বৃদ্ধি ও ভোটের অধিকারের দাবিতে। এর এক বছর পর সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ আমেরিকা প্রথম জাতীয় নারী দিবসের ঘোষণা দেয়। এখন এই দিবসকে আন্তর্জাতিকভাবে পালনের চিন্তাটা মাথায় আসে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা আইনজীবী ও সমাজতান্ত্রিক কর্মী ক্লারা জেটকিনের। তিনি তার এই চিন্তাটা জানান ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে নারী শ্রমিকদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। সেখানে ১৭টি দেশের ১০০ জন নারী উপস্থিত ছিলেন, এবং তারা সর্বসম্মতিক্রমে তার এই প্রস্তাব মেনে নেন। তবে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইটজারল্যান্ডে। আর এই দিবসের শতবর্ষ উদযাপিত হয় ২০১১ সালে। এই দিবসের সব কিছু আনুষ্ঠানিক রূপ পায় ১৯৭৫ সালে, যখন জাতিসংঘ এটা উদযাপন করতে শুরু করে। আর প্রথমবার এই দিবসের একটা প্রতিপাদ্য ঠিক হয় ১৯৯৬ সালে। জাতিসংঘ সেবার দিবসটি পালন করে "অতীতের উদযাপন, ভবিষ্যত ঘিরে পরিকল্পনা" এই স্লোগান নিয়ে। প্রতি বছর এখন এই দিবসে উঠে আসে নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কতোটা এগিয়েছে সেই বিষয়টা। একই সাথে লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরিতে রাজনৈতিকভাবে নানা আন্দোলন ও প্রতিবাদের আয়োজন করা হয় এ দিনটি ঘিরে।

৮ই মার্চ কেন?

ক্লারা জেটকিন যখন এই দিনটি প্রস্তাব করেন তখন তিনি কোনও নির্দিষ্ট তারিখের কথা বলেননি। ১৯১৭ সালের আগ পর্যন্ত এই তারিখটিও নির্দিষ্ট ছিল না, সেবার যুদ্ধের সময় রাশিয়ান নারীরা ‘রুটি ও শান্তি’র দাবিতে এক আন্দোলন শুরু করে। টানা চার দিন ধরে চলা সেই আন্দোলনে অবশেষে সেখানে জার শাসনের অবসান ঘটে এবং অন্তবর্তীকালীন সরকার নারীদের ভোটের অধিকার মেনে নেয়। যে দিন এই আন্দোলন শুরু হয় রাশিয়াতে তখন প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী (কারণ তখন রাশিয়াতে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মেনে চলা হত) ছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারি রোববার। আর এই দিনটা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ছিল ৮ই মার্চ, তারপর থেকেই এই দিনটা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি পায়।

এদিন বেগুনি রং কেন পরা হয়?

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ওয়েবসাইট বলছে এদিনের রং হল বেগুনি, সবুজ এবং সাদা। "বেগুনি রং ন্যায় বিচার ও মর্যাদার প্রতীক। সবুজ দিয়ে বোঝায় আশা এবং সাদা মানে পবিত্রতা, যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে। এই রংগুলো এসেছে ১৯০৮ সালে যুক্তরাজ্যের উইমেন্স সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইউনিয়ন (ডব্লিউএসপিইউ) থেকে", ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে।

কোনও আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস কি আছে?

অবশ্যই আছে, আর সেটা ১৯শে নভেম্বর। কিন্তু এটা অনেক পরে, ১৯৯০ সাল থেকে পালন করা হচ্ছে এবং এখনও এই দিবসটি জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায়নি। তবে সারা বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে এটি উদযাপিত হয়ে থাকে। এ দিনটি পালনের লক্ষ্য থাকে, "পুরুষ তাদের পরিবার, সমাজ ও এই বিশ্বে যে ইতিবাচকতা আনে সেটায় নজর দেওয়া।" এর আয়োজকরা বলেন একইসঙ্গে এ দিবসের উদ্দেশ্য হল আদর্শ রোল মডেল তুলে ধরা, পুরুষদের সুস্থতার দিকে নজর দেওয়া এবং লিঙ্গ সম্পর্কে উন্নতি আনা।

ঢাকায় ৬৪ হাজারের মধ্যে

৮ পৃষ্ঠার পর

সার্টিফিকেট নিতে তারা আগ্রহী হন না। আবার নানা কারণে রাজউকের দিক থেকেও এটা নজরদারি করা হয় না। অথচ ভবন নির্মাণে অনিয়ম রোধ ও ঝুঁকি নিরসনে এটা একটা ভালো পদ্ধতি।

২০০৮ সালের ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮ ধারায় বলা হয়েছে, ইমারত আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্মাণ শেষের পরে তা ব্যবহার বা বসবাসের জন্য সনদ নিতে হবে। এই সনদ পাওয়ার আগে ইমারত আংশিক বা সম্পূর্ণ কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাবে না। এই ব্যবহার বা বসবাস সনদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। পাঁচ বছর পরপর এটি নবায়নও বাধ্যতামূলক।

রাজউকের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) প্রকল্পের পরিচালক আশরাফুল ইসলাম গত রোববার ডেইলি স্টারকে জানান, প্রতি বছর রাজউক থেকে গড়ে পাঁচ থেকে সাত হাজার ভবনের নকশা অনুমোদন দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, অনুমতি নেওয়ার পরের তিন বছর এই নকশার মেয়াদ থাকে। প্রতিবছর অনুমোদিত নকশার ৮০ শতাংশ ভবন নির্মিত হয়। সে হিসেবে গত ১৬ বছরে রাজধানীতে অন্তত ৬৪ হাজার ভবন নির্মিত হয়েছে।

এর মধ্যে কতগুলো ভবন অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিয়েছে, জানতে চাইলে আশরাফুল ইসলাম বলেন, “এই তালিকা আমাদের কাছে আছে। দেখে বলতে পারব”

এরপর কয়েক দফায় আশরাফুল ইসলামের নম্বরে ফোন করলেও তিনি ধরেননি। পরে কথা হয় রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিকের সঙ্গে। তার ভাষ্য, “এটা (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) নেওয়া খুবই জরুরি। এটা হলে সব ক্লিয়ার হয়ে যায়। সর্বোচ্চ দুই থেকে পাঁচ পারসেন্ট ক্লায়েন্ট এটা নিয়েছে। এর বেশি কোনোভাবেই না”

উজ্জ্বল মল্লিক আরও বলেন, “গুলশান, বনানী, বারিধারা, নিকুঞ্জের মতো রাজউকের আবাসিক প্রকল্পগুলোর জমির মালিকরা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য হন। কারণ এটা ছাড়া আমরা অন্য কোনো ক্লিয়ারেন্স দেই না। কিন্তু সব ভবনের ক্ষেত্রেই অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার নিয়ম আছে। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গার মালিকরা সাধারণত নকশা অনুমোদনের পর আমাদের এখানে আসার তেমন প্রয়োজন বোধ করেন না কিংবা তারা আসেন না। আমাদের (রাজউকের আবাসিক প্রকল্প) ক্ষেত্রে নামজারি কিংবা অন্য বিভিন্ন কাজে আসলে আমরা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট চেয়ে বসি। কিন্তু বেশিরভাগ ভবন মালিক অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেননি। ডেভিয়েশন থাকার কারণেও অনেকে এটা নিতে পারছেন না”

অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের এই বিষয়টি দেখভালের মূল দায়িত্ব রাজউকের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখার। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য এই শাখার সদস্য ও রাজউকের বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আব্দুল আহাদের মোবাইলে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয় ডেইলি স্টারের পক্ষ থেকে। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। পরিচয় জানিয়ে এসএমএস পাঠানো হলেও সাড়া দেননি।

তবে একই শাখার সাবেক এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই ভবন নির্মাণের সময় অনুমোদিত নকশার বিচ্যুতি ঘটে। অনেকে ডানে-বাঁয়ে এক-দেড়-দুই ফুট পর্যন্ত বাড়িয়ে ফেলেন। আটতলার অনুমোদন নিয়ে সাড়ে আট বা নয়তলা বানিয়ে ফেলেন। কিন্তু নির্মাণ শেষে ব্যবহার সনদ না নেওয়া হলেও এসব ভবন মালিকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

নগর পরিকল্পনাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভবনগুলো পাঁচ বছর পরপর অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নবায়ন করলে রাজউক সহজেই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে পারত।

এ বিষয়ে নগরুপরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, “ভবনের কাজ শেষ হলে রাজউক দেখবে সেটা নকশা অনুসারে নির্মিত হয়েছে কি না। সেটা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রথম শর্ত। কিন্তু এটা পাওয়ার পর কেউ কেউ তো সেটা পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন। আবাসিক ভবন বাণিজ্যিক কাজে ভাড়া দিয়ে ফেলতে পারেন। এটা যেন না হয়, তার জন্য পাঁচ বছর পর পর এটা নবায়নের বিধান রাখা হয়েছে সরেজমিন পরিদর্শন সাপেক্ষে।

“এটা যখন ভায়োলেট করা হচ্ছে বার বার, তখন এই ভায়োলেশনের বিরুদ্ধে রাজউককে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি কখনো। এত বছর ধরে এত অগ্নিকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নেওয়ার কারণে কারও কোনো শাস্তি হয়েছে এমন নজির নেই। সুতরাং যে সমাজে এ ধরনের অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়া যায়, সেখানে তো আবাসিক ভবনে রেস্তোরাঁ হবে, গুদাম হবেড়এটা তো অবধারিত”

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের এই অধ্যাপকের পর্যবেক্ষণ হলো, অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের বিধানটি নিশ্চিত করতে পারলে অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যেকোনো ধরনের বিপর্যয় অনেকটাই রোধ করা সম্ভব। কারণ প্রতি পাঁচ বছর পর পর এটা নবায়ন করার অর্থ হচ্ছে আবার ভবনটিকে পরীক্ষার সামনে ফেলা। একটা মূল্যায়নের ভেতর রাখা”

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মনে করেন, “রাজউক একটা জরুরি প্রতিষ্ঠান। এটা হতে হবে গ্রাহকবান্ধব। রাজউকের প্রয়োজনীয়তা আছে। সংস্থাটিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। লোকবল বাড়ানো দরকার। আবার লোকবল বাড়ানোর পর দুর্নীতি যদি না কমে, তাহলে হবে না”

অবশ্য রাজউকের লোকবলের বিষয়টির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, “রাজউকের তো পরিদর্শক আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। প্রতি বছর গড়ে পাঁচ হাজার ভবন হচ্ছে। এটা তো পাঁচ লাখ না। এক্ষেত্রে আড়াইশ পরিদর্শক নিয়মিত কাজ করলেই হয়। আর পুরো পপুলেশন ধরে তো জরিপ করার প্রয়োজন নেই। দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য যদি বছরে পাঁচ শতাংশ ভবনেও জরিপ করা হয়, সে অনুসারে ভায়োলেশনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়, তাহলে তো সবাইকেই একটা বার্তা দেওয়া যায়”

বিআইপি সভাপতি মনে করেন, এমন কোনো দৃষ্টান্ত রাজউক এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। রাজউকের পরিদর্শকসহ পুরো দলের সঙ্গে বড় ধরনের দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতা আছে। এর সঙ্গে রাজউকের পাশাপাশি অন্য সেবাখাতগুলোও যুক্ত। এরা সবাই মিলে এই ধরনের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনাকে পরিচর্যা করছে।- সুত্র ডেইলী ষ্টার বাংলা

গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড

৯ পৃষ্ঠার পর

হয়ে পড়ে। ভোটাররা ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি উল্লেখ এতে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর আসন ভাগাভাগি চুক্তি এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নিজস্ব প্রার্থী ও দলের ‘স্বতন্ত্র প্রার্থীদের’ মধ্যে প্রতিযোগিতা ভোটারদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি। গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিতের অনুকূল পরিবেশ ছিল না, এমনকি সমালোচনামূলক বক্তব্য ও স্বচ্ছতার বিষয়টিও সীমিত ছিল।

এতে আরও বলা হয়, সাংবিধানিক নিয়ম মেনে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ১২ তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচন ছিল একটি অত্যন্ত মেরুকৃত রাজনৈতিক পরিবেশে পরিচালিত। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও তার শরিকরা নির্বাচন বয়কট করায় আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব ছিল। বিরোধীরা সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানিয়েছিলো, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে বিরোধী দলের ধারাবাহিক বিক্ষোভ ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর গুরুতর রূপ নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি নেতাদের গণগ্রেপ্তারের ফলে দেশের নাগরিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়।

নির্বাচনকালীন সময়ে বিরোধী দলগুলোর সমাবেশ, সমিতি, আন্দোলন এবং বক্তৃতার স্বাধীনতা কঠোরভাবে সীমিত করা হয়। বিএনপির প্রায় সব সিনিয়র নেতাকে কারাবন্দি করায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বিএনপির পক্ষে অসম্ভব ছিল, বলে উল্লেখ করা হয়।

নির্বাচনের দিন অনিয়ম ও বিচ্ছিন্ন সহিংসতার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণভাবে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচনের দিন ব্যালট বাক্স ভর্তি এবং জালিয়াতির প্রচেষ্টাসহ নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীরা ভোটে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটির তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল। ২৫টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। তবে অন্যান্য ঘটনার যথেষ্ট তদন্ত করা হয়নি।

নির্বাচনে ভোটের হারকে ব্যাপক বৈষম্যের চিত্র উল্লেখ করে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটের হার ছিল ৪১.৮ শতাংশ। এটাই সারা দেশে ব্যাপক বৈষম্যের চিত্র প্রদর্শন করে। চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক ফলাফল অনুযায়ী- আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল প্রার্থীরা ২২৩টি আসন, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬২টি, জাতীয় পার্টি পায় ১১টি আসন। আসন ভাগাভাগির চুক্তিতে আরও দুটি দল একটি করে আসন পেয়েছে। কল্যাণ পার্টি জিতেছে একটিতে।

প্রতিবেদনে কিছু নির্বাচনী এলাকায় উন্নতির জন্য কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়:

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সহ সংসদীয় সম্পর্কিত সমস্ত আইন, প্রবিধান এবং বিধিগুলোর একটি ব্যাপক পর্যালোচনা আন্তর্জাতিকমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আইনি নিশ্চয়তা বাড়াতে পারে।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার বোর্ড নিয়োগের ব্যবস্থা যোগ্যতাভিত্তিক ও স্বাধীন নিয়োগের মাধ্যমে হওয়া উচিত। যা জনস্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে কমিশনের হাত শক্তিশালী করবে। সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি স্বাধীন প্যানেল বিষয়টি তত্ত্বাবধান করতে পারে।

বাকস্বাধীনতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিধান মেনে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০২৩-এর বিধানগুলির পর্যালোচনা করতে হবে। অস্পষ্ট এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিনিষেধগুলি সরানো যেতে পারে।

সুশীল সমাজ যাতে নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য বিদেশি অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) আইনের বিধান, ২০১৬ এর সীমাসহ সুশীল সমাজের কার্যক্রম এবং অতিমাত্রায় এর ওপর আমলাতান্ত্রিক নিবন্ধনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ভোট ও গণনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বর্ধিত সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। তার জন্য ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের উপর সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯২ বছর বয়সে পঞ্চম

৬ পৃষ্ঠার পর

২০২২ সালে। এর আগে রুপার্ট প্যাট্রিসিয়া বুকার নামের অস্ট্রেলিয়ার এক বিমানকর্মী, স্কটল্যান্ডের সাংবাদিক অ্যানা ম্যান এবং চিনা ব্যবসায়ী ওয়েন্ডি ডেং-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রুপার্টের প্রথম তিন স্ত্রীর ছয় সন্তান রয়েছে।

গত বছরের মার্চ মাসে জানা গিয়েছিল যে পঞ্চম বিয়ে করতে চলেছেন রুপার্ট। পাত্রীর নাম ছিল অ্যান লেসলি স্মিথ। কিন্তু বাগ্দানের এক সপ্তাহ পরেই সঙ্গিনী অ্যানের সাথে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন রুপার্ট। ওই সময়ে তার ঘনিষ্ঠেরা জানিয়েছিলেন, পঞ্চম বিয়ে নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন রুপার্ট। কিন্তু অ্যানের অতিরিক্ত স্পষ্টকথন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল তার। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

১৯৫০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় কর্মজীবন শুরু করেন রুপার্ট। ১৯৬৯ সালে ব্রিটেনের দু'টি প্রখ্যাত সংবাদপত্রের মালিকানা স্বত্ব হাতে পান তিনি। তার পরে ধীরে ধীরে আমেরিকার ‘নিউ ইয়র্ক পোস্ট’ এবং ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর মতো সংবাদপত্রের মালিকানাও রুপার্টের হাতে আসে। ১৯৯৬ সালে ‘ফক্স নিউজ’ শুরু করেন তিনি। ২০১৩ সালে শুরু করেন ‘নিউজ কর্প’। গত সেপ্টেম্বরে ‘ফক্স’ এবং ‘নিউজ কর্প’-এর চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ান রুপার্ট। তার জায়গায় ‘নিউজ কর্প’-এর চেয়ারম্যান হন ছেলে লাচলান মার্ডক। ‘ফক্স’ সংস্থারও চেয়ারম্যান তথা সিইও পদে বসেন মার্ডক-পুত্র।

নিউ ইয়র্ক টাইমস জানায়, দুই সংস্থার সাম্মানিক চেয়ারম্যান পদেই আপাতত থাকবেন ৯২ বছরের মিডিয়া মোগল।

‘সিএনএন’কে টেক্কা দেয়ার জন্য ১৯৯৬ সালে ‘ফক্স নিউজ’ তৈরি করেন মার্ডক। ক্রমে তা-ই আমেরিকার কেবল নিউজ চ্যানেলগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। ফোর্বস পত্রিকা বলছে, তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৭০০ কোটি ডলার। সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা

ট্রাম্পের সঙ্গে নিজের

৭ পৃষ্ঠার পর

নত করব না।’তিনি আরো বলে ন, ‘আক্ষরিক অর্থে তা ইতিহাস দেখছে।’

সামরিক জোট ন্যাটো সম্পর্কে ট্রাম্পের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন বাইডেন।

ট্রাম্পের জোরালো প্রভাবের কারণে রিপাব্লিকান দলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও কটু মন্তব্য করেন বাইডেন। বিশেষ করে মেক্সিকো সীমান্তে অনুপ্রবেশ কমাতে তাঁর প্রশাসনের প্রস্তাবে বাধা দিয়ে তারা দেশের ক্ষতি করে শুধু রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সেই বিল পাশ হলে সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ আরো জোরালো করা সম্ভব বলে বাইডেন দাবি করেন। সংঘাতের বদলে সহযোগিতার মাধ্যমে সীমান্তের সমস্যা সমাধানের পক্ষে সওয়াল করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ডেমোক্র্যাট দলের সব সমর্থকদের মন জয় করতেও বাইডেন তাঁর ভাষণে কিছু পদক্ষেপের ঘোষণা করেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ক্ষেত্রে ইসরায়েলের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের অবিচল সমর্থনের কারণে তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, তা কিছুটা দূর করতে বাইডেন গাজা উপকূলে অস্থায়ী বন্দর তৈরি করে সেখানে আরো ত্রাণ সাহায্য বণ্টনের অঙ্গীকার করেন। তবে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে সেই নির্দেশ দিলেও গাজায় মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করবে না বলে বাইডেন আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি গাজায় অবিলম্বে অস্ত্রবিরতির ডাক দেন।

বিমান থেকে ফেলা ত্রাণ মাথায় পড়ে গাজায় পাঁচজন নিহত

৫ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএন। তিনি জানিয়েছেন, বিমান থেকে এসব ত্রাণ ফেলা হয়েছে। তবে কোন দেশের বিমান ছিল এটি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি। আল-শিফা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আল-শেখ পাঁচজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত কয়েকজনকে গুরুতর অবস্থায় আল-শিফা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

দখলদার ইসরায়েলের বর্বরতার কারণে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে আছে গাজাবাসী। অনাহারে থাকা এসব মানুষকে সহযোগিতায় গত কয়েকদিন ধরে বিমান থেকে ত্রাণ ফেলছে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশনার পর গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্র বিমান থেকে প্রথ মবারের মতো খাবারের ৩৮ হাজার প্যাকেট ত্রাণ গাজায় ফেলে। ওই সময় তাদের সহযোগিতা করেছিল জর্ডানও। তবে গাজার দাতব্য সংস্থাগুলো জানিয়েছিল, যে পরিমাণ মানুষ অনাহারে রয়েছে সেটির তুলনায় এই ত্রাণ কিছুই না।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সংকট গ্রুপের পরিচালক রিচার্ড গোয়ান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "সাহায্যকারী সংস্থার কর্মীরা সবসময় অভিযোগ করে থাকেন বিমানের মাধ্যমে ত্রাণ ফেলা ছবি তোলার জন্য খুবই ভালো সুযোগ। কিন্তু এই পন্থায় ত্রাণ পাঠানো খুবই খারাপ।"

দখলদার ইসরায়েল গত ছয় মাস ধরে গাজায় অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ বাড়িঘর হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছেন। কাজকর্ম না থাকায় তারা খাবারের সংকটেও পড়েছেন।সূত্র: সিএনএন

রবিবার, ১০ মার্চ রাত ২টায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে দিতে হবে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সময় সর্বদা মার্চের দ্বিতীয় রবিবারে শুরু হয় এবং নভেম্বরের প্রথম রবিবারে শেষ হয়। সময়ের পরিবর্তন শনিবার দিবাগত রাত বা রবিবারের প্রথম দিকে কার্যকর হয়, বেশিরভাগ আমেরিকানদের সন্ধ্যায় (উষ্ণ ঋতুতে) সূর্যালোকের একটি অতিরিক্ত ঘন্টা দেয় যতক্ষণ না ঘড়ির কাঁটা শরত্কালে আবার ফিরে আসে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি অনুসারে, বছরের সময়কাল যখন ঘড়িগুলিকে এক ঘন্টা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে ডেলাইট সেভিং টাইম হিসাবে উল্লেখ করা হয়। নভেম্বরে, ঘড়িগুলি এক ঘন্টা পিছিয়ে সরানো হয়, ফলে মান সময়ে ফিরে আসে। ইউনিফর্ম টাইম অ্যাক্ট, যা ১৯৯৬ সালে পাস হয়েছিল, রাজ্যগুলিকে দিবালোক সংরক্ষণের সময় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুমতি দেয়। দিবালোক সংরক্ষণের সময় বর্তমানে হাওয়াই বা অ্যারিজোনার বেশিরভাগ অংশে বা আমেরিকান সামোয়া, গুয়াম, উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, পুয়ের্তো রিকো এবং ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে পরিলক্ষিত হয় না।

নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের প্রভাবশালী উপদেষ্টা উইনি গ্রিকোর দুই ঠিকানায় এফবিআইয়ের অভিযান

অভিযান চালানো হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

এই তদন্তের অংশ হিসাবে এফবিআই গত বছরের ২ নভেম্বর মেয়র অ্যাডামসের প্রধান তহবিল সংগ্রহকারী ব্রায়ানা সাগস ও মেয়রের অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রটোকল পরিচালক রানা আব্বাসেযর বাড়িতে অভিযান চালায়। চার দিন পরে মেয়র ম্যানহাটনে একটি অনুষ্ঠান থেকে থেকে বের হওয়ার সময় এফবিআই তার থেকে ফোন এবং একটি আইপ্যাড বাজেয়াপ্ত করে। তবে মেয়র এডামস তাঁর নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ অভিযানকে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল বলে দাবী করেছেন।

বিশ্বের কোনো দেশেই কর্মজীবী নারীরা সমানাধিকার পান না-জাতিসংঘের সাম্প্রতিক গবেষণা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, আধুনিক যুগে এসেও বিশ্বের কোনো দেশেই কর্মজীবী নারীদের সম-অধিকার নিশ্চিত হয়নি। গত ৪ মার্চ প্রকাশিত জাতিসংঘের নারী, ব্যবসা ও আইন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের দশম সংস্করণে বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে কেবল নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা গেলেই বৈশ্বিক জিডিপি ২০ শতাংশেরও বেশি বাড়ানো সম্ভব। এবারের প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো ১৯০টি দেশের শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর শিশুর যত্ন এবং নিরাপত্তা নীতির প্রভাব বিবেচনা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের আইনি সুরক্ষা পাওয়ার গড় মাত্র ৬৪ শতাংশ। উল্লিখিত দুটি কারণ বিবেচনার আগে এর হার ৭৭ শতাংশ বলে মনে করা হতো।

জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনের লেখক টি ট্রাম্বিক বলেন, শিশুর যত্ন এবং নিরাপত্তার সমস্যা বিশেষ করে নারীদের কাজ করার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সহিংসতা শারীরিকভাবে তাদের কাজে যেতে বাধা দিতে পারে, শিশুর যত্নের খরচও নারীদের কাজের পথে অন্তরায় হতে পারে।

প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো নারী অধিকার সম্পর্কিত আইন এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত নীতিমালার মধ্যে ব্যবধানও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য যে-সব ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ছিল, গড়ে তার ৪০ শতাংশও নেয়নি দেশগুলো।

বিশ্বের ৯৫টি দেশ নারী-পুরুষ সমান বেতনের আইন প্রণয়ন করলেও সেটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিয়েছে মাত্র ৩৫টি দেশ। বিশ্বব্যাপী পুরুষদের এক মার্কিন ডলার বেতনের বিপরীতে বর্তমানে নারীরা পাচ্ছেন মাত্র ৭৭ সেন্ট।

কর্মজীবী নারীদের ওপর শিশু যত্নের প্রভাব জাতিসংঘের গবেষণা বলছে, শিশু যত্নের সমস্যা দূর করা গেলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অবিলম্বে এক শতাংশ বাড়তে পারে। বিশ্বে অর্ধেকেরও কম দেশে অল্প বয়সী শিশুদের পিতা-মাতার জন্য আর্থিক সহায়তা বা ট্যাক্স ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এক-তৃতীয়াংশেরও কম দেশে রয়েছে শিশু যত্নের নির্ধারিত মানদণ্ড, যা তাদের পিতা-মাতাকে সন্তানদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, শিশুর দেখভাল করার জন্য কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে ওই সময়ের জন্য নারীরা কোনো পেনশন সুবিধা পান না। এ ধরনের নিয়ম রয়েছে অন্তত ৮১টি দেশে। প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বিশ্বের ১৫১টি দেশে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন রয়েছে। কিন্তু উন্মুক্ত স্থানে বা গণপরিবহনে দুর্ব্যবহার আটকানোর মতো আইন রয়েছে মাত্র ৪০টি দেশে। অর্থাৎ এসব দেশের নারীরা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে সুরক্ষিত নন।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রধান অর্থনীতিবিদ ইন্দ্রমিট গিল বলেন, সারা বিশ্বে বৈষম্যমূলক আইন ও কর্মকাণ্ড নারী-পুরুষ সমঅধিকারের ভিত্তিতে কাজ করতে বা ব্যবসা শুরুর অন্তরায়। এ ব্যবধান দূর করতে পারলে বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ২০ শতাংশের বেশি বাড়তে পারে। পাশাপাশি পরবর্তী দশকে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হারও দ্বিগুণ করতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের গতি ধীর হয়ে গেছে।

২১৭ বার করোনার টিকা নিয়েছেন যিনি

৫৪ পৃষ্ঠার পর

যায়নি। জার্মানির এরলানগেন-ন্যুরেমবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দ্য ল্যানসেট ইনফেকশাস ডিজিজ জার্নালে চমকপ্রদ এই গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টির অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের ড. কিলিয়ান সোবার বলেন, আমরা পত্রিকা পড়ে ওই ব্যক্তির এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি। পরে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার জন্য আমরা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাই। গবেষকরা জানান, ওই ব্যক্তি ২৯ মাসের মধ্যে মোট ২১৭ বার করোনা টিকা কিনে নিজের ওপর প্রয়োগ করেছেন। তবে তার নামপরিচয় প্রকাশ করেননি গবেষকরা। গবেষকদেরকে ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, কারো পরামর্শে বা চাপে পড়ে তিনি এ কাজ করেননি। নিজের ইচ্ছেতেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়েছেন এতগুলো টিকা। গবেষকরা আশঙ্কা করেছিলেন, বারবার টিকা নেওয়ার ফলে ওই ব্যক্তির শরীরের রোগ-প্রতিরোধী কোষগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু তার রক্ত পরীক্ষা করে কোনো এমনটা দেখা যায়নি। এছাড়া তিনি কখনো করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এত বেশি টিকা নেওয়া বা 'হাইপার-ভ্যাকসিনেশন' এর পক্ষপাতী নন গবেষকরা। বিবিসিকে ড. সোবার জানিয়েছেন, করোনা থেকে সুরক্ষা পেতে পর্যায়ক্রমে তিন ডোজ টিকাই যথেষ্ট। বিবিসিকে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। তার শারীরিক অবস্থা এমন যে বার বার টিকা নেওয়ার পরও তাকে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভুগতে হয়নি।' 'তবে এই ব্যাপারটিকে আমরা প্রশ্রয় দিতে চাই না। কারণ, সবার শারীরিক অবস্থা এক রকম নয়। ওই ব্যক্তিকে অনুসরণ করে যদি সবাই একের পর এক টিকার ডোজ গ্রহণ করা শুরু করেন, তাহলে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। কারণ, করোনার টিকা নেওয়ার পর বেশকিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।'

ফ্লোরিডা ষ্টেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৭ মার্চ সন্ধ্যায় লেক ওয়ার্থ এর একটি রেষ্টুরেন্টে ফ্লোরিডা ষ্টেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উপলক্ষ্য ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্বা নান্নু আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মুজিব উদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীরমুক্তি যোদ্বা এম ফযলুর রহমান। এতে আরো বক্তব্য করেন ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামীলীগ সহ-সভাপতি নাফিজ আহমেদ জুয়েল, এম রহমান জহির, লিটন খান, রানা খান, শেখ বাবুল, ওসমান চৌধুরী অপু, ফারুক আহমেদ, সম্মানিত সদস্য বুলবুল চৌধুরী, মোহাম্মদ দিদারুল আলম, ষ্টেট আওয়ামীলীগের যুগ্ন- সম্পাদক আনোয়ার খান দিপু, তৌহিদুল ইসলাম খান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান, আওয়ামীলীগ নেতা সৈয়দ মাহাবুব, দপ্তর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবু, শিক্ষা ও মানব বিষয়ক সম্পাদক মুজাম্মেল হক, সদস্য এ, কে, এম তাজুল ইসলাম, নুর খান , আলী আক্কাস, মহিউদ্দীন বাপ্পী, মাজেদুল হক আদর, আশরাফ কামাল, মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জেমী খান, সহসভাপতি ডলি আহমেদ প্রমুখ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরান তেলোয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামীলীগ এর সহ-সভাপতি শেখ বাবুল। সভায় প্রধান অতিথি বলেন ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষনের স্মৃতিচারন করেন। উনি বলেন বঙ্গবন্ধু সকল চাপকে উপেক্ষা করে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্ন নেছার পরামর্শে নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে মুক্তিযুদ্বের জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। উনি আমেরিকায় জন্মগ্রহনকারী বাঙ্গালী আমেরিকানদের বঙ্গবন্ধু তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান জানান! সভার সভাপতি নান্নু আহমেদ বলেন- প্রতিটা মুক্তিযোদ্বার আলাদা আলাদা স্মৃতি চারন থাকে ।প্রতিটা স্মৃতি চারন ই গৌরবের । প্রেস বিজ্ঞপ্তি

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত

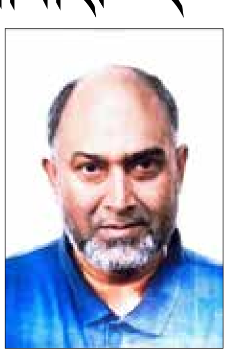

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। আগামী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য গঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভাপতি পদে মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান পুনরায় মনোনীত এবং মোহাম্মদ আশরাফ আলী টনি সাধারণ সম্পাদক ও মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন। সোসাইটির সাধারণ সভায় অলোচনার ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে মনোনীত করা হয়। সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ কিং কাবাব রেষ্টুরেন্টে গত ৩ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় 'টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান। সভা পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ। সভায় বিদায়ী কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা সহ অর্ধ শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী উপস্থিত ছিলেন বলে সভা সূত্র জানায়।
সভায় বিগত দিনের কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচনা ছাড়াও অগামী দিনের কর্মকান্ড বিশেষ করে নতুন কমিটি গঠন এবং ইফতার পার্টি ও বনভোজন আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য গঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে তিনজনকে মনোনীত করা হয় এবং পরবর্তীতে আলোচনার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় ।খবর ইউএনএ'র।

চলে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত পানি বিশেষজ্ঞ ড. সুফিয়ান খন্দকার

পরিচয় ডেস্ক : পরপারে চলে গেলেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্ত বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রকৌশলী, কম্যুনিটির শ্রদ্ধাভাজন ড. সুফিয়ান এ খন্দকার। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৩ মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৭টা ৩৭ মিনিটে নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ায় মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । ড. সুফিয়ান খন্দকার বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই ঐ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার দেশের বাড়ি পাবনার উল্লাপাড়ায়। পেশাগতভাবে অনেক উচ্চপদে থাকলেও সর্বস্তরের প্রবাসীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ড. সুফিয়ান এ খন্দকারের মৃত্যুতে গোটা কম্যুনিটিতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
গত ৪ঠা মার্চ সোমবার নিউইয়র্ক সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সিটির জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে তার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ৫ই মার্চ মঙ্গলবার সকালে নিউইয়র্ক সিটি সংলগ্ন লং আইল্যান্ডে ওয়াশিংটন মেমরিয়্যাল গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
ড. সুফিয়ান এ খন্দকার বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রুপ্পুরে বাংলাদেশের প্রথম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের ডিজাইন এবং পর্যালোচনা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত 'এএবিইএ'র জাতীয় কমিটির দু'মেয়াদে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ড. সুফিয়ান খন্দকা। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন 'আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেক্ট' তথা এএবিইএ'র জাতীয় কমিটির কর্মকর্তারা।

ডলার কিনে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ

৫ পৃষ্ঠার পর

সভাপতির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, ২০২০ু২১ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ঘাটতি ছিল মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাইু্জানুয়ারি) চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ায় বাজার থেকে উদ্বৃত্ত টাকা উঠে এসেছে। সরকারের অনেক কেনাকাটা আছে যা বাণিজ্যিক ব্যাংক সহায়তায় করতে পারছিল না। তাদের সহায়তা দেওয়ার জন্য রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাতে বাজার থেকে আরও টাকা উঠে এসেছে। তারপর আবার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে টাকার সংকট দেখা দেয়। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে টাকাু ডলার অদলবদল বা সোয়াপের মাধ্যমে টাকা সরবরাহ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
অনুষ্ঠানে প্রবাসী ও রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার প্রসঙ্গেও কথা বলেন গভর্নর। তিনি বলেন, বাজারে গুজব ছড়িয়েছিল, ডলারের দাম এত হবে। সে জন্য অনেকে ডলার আনছিলেন না। গত ছয় মাসে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ২ শতাংশ। এখন খুব বেশি অবমূল্যায়ন আর হচ্ছে না। একধরনের স্থিতিশীলতা চলে এসেছে। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসছে। অর্থনীতির অন্য সূচকগুলো ইতিবাচক ধারা ফিরতে শুরু করেছে। এটি বজায় থাকবে।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া পদক্ষেপের বিষয়ে আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি ও আর্থিক নীতি একসঙ্গে প্রয়োগ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চাহিদা নিয়ন্ত্রণে জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারের অনেক খরচ কমানো হয়েছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি, তাতে চলতি বাজেটের খরচ ১৫ শতাংশ কম হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি দ্রুত নেমে আসবে। যে পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের ঘরে নামবে না ততক্ষণ খরচ কমানোর ধারা চলবে।
খেলাপিঋণের ক্ষেত্রে আগামী দুই বছরের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে বলে মন্তব্য করেন গভর্নর। তিনি বলেন, আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা আনতে পথনকশা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতায় একটা বড় সমস্যা হচ্ছে মন্দ ঋণ। এই জায়গায় আগামী দুই বছরের মধ্যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। সুত্র দৈনিক প্রথম আলো

রেমিট্যান্স ও কারেন্সি সোয়াপের সুবাদে বাংলাদেশের রিজার্ভ বেড়ে ২১.৩ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: পাঁচ দিনের ব্যবধানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে ৭২৭ মিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং ব্যাংকগুলোর মধ্যে কারেন্সি সোয়াপ বা মুদ্রার অদলবদলের সুবাদে সোমবার (৪ মার্চ) রিজার্ভ বেড়ে ২১.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২০.৫৭ বিলিয়ন ডলার। তথ্যমতে, সোমবার (৪ মার্চ) মানি মার্কেটে ১০০ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের মুদ্রা অদলবদল হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। এটিও গ্রস রিজার্ভ বাড়ার কারণ হতে পারে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত ব্যাংকের সাথে কারেন্সি সোয়াপ হচ্ছে। এটাও একটা কারণ হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রিজার্ভের অর্থ যেখান থেকে আসে ও ব্যয় হয়, এই দুটোর মধ্যে ভারসাম্য নেই। ফলে রিজার্ভ ধরে রাখা যাচ্ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি নিয়ন্ত্রণ করায় বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমেছে। তবে এভাবে ধরে রাখাটা কতদিন সম্ভব হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।
চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কারেন্সি সোয়াপের সুযোগ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তখন থেকেই পদ্ধতিটি রিজার্ভে অবদান রাখতে শুরু করেছে।
মুদ্রার অদলবদলের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট (বিদেশে থাকা দেশীয় ব্যাংকগুলোর অ্যাকাউন্ট) থেকে ডলার বিনিময় করছে, যার সুবাদে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রস রিজার্ভ বাড়াতে পেরেছে।
মুদ্রা অদলবদলের মাধ্যমে যে ডলার আসবে, তা নিট রিজার্ভ বাড়াতে ভূমিকা রাখবে না। কেননা মুদ্রার অদলবদল হয় স্বল্প মেয়াদে। গ্রস রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াডি দায় বাদ দিয়ে নিট রিজার্ভের হিসাব করা হয়।
তারল্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যাংকগুলোকে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সুত্র টিবিএস

বাংলাদেশিকে হত্যার দায়ে সৌদি আরবে ৫ পাকিস্তানির শিরশ্ছেদ

৫ পৃষ্ঠার পর

নাগরিককে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত চার ইথিওপিয়া প্রবাসীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সে সময় বলেছিল, ভুক্তভোগীকে হাত-পা বেঁধে একের পর এক ছুরিকাঘাতে হত্যার দায়ে চারজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে কী কারণে তাঁরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি।
এর আগে ২০২৩ সালে ডিসেম্বরে এক ভারতীয়কে হত্যার দায়ে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে তাঁরা ওই ভারতীয়র মুখে কীটনাশক ঢেলে দেন। এতে তাঁর মৃত্যু হয়।
হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ভারতীয়কে গাড়িতে করে একটি খোলা জায়গায় নিয়ে যান দুই বাংলাদেশি। এরপর পেছন থেকে কাপড় দিয়ে তাঁর গলায় চেপে ধরেন এবং মুখে কীটনাশক ঢেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করেন।- গালফ নিউজ

শেরপুরে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী প্রতিষ্ঠিত সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তি ও এস এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তি প্রদান ও এস এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংস্বর্ধনা অনুষ্ঠান হল গত ১১ ফেব্রুয়ারি শেরপুর সদরের চরজংগলদী রাহেতুন নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়মে । বিদ্যালয়ের ব্যবস্হাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, নিউ ইয়র্ক প্রবাসী লেখক-সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম,বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ কামাল হোসেন, স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ভীমগনজ উঁচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল উদ্দিন মোল্লা'র সভাপতিত্বে অনুষ্টানের মঞ্চে আরও উপস্হিত ছিলেন সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুল করিম, ফাউন্ডেশনের অর্থ পরিচালক ফেরদৌসী বেগম,প্রকৌশলী আবদুল্লাহ - আল-মামুন,স্কুল পরিচালনা পরিষদের সাবেক সদস্য মুক্তার হোসেন, ইনজিনিয়ার আমজাদ হোসাইন ,ছোট্ট ছেলে জুনাইদ আহমেদের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় । অনুষ্টানে অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন ইনজিনিয়ার আমজাদ হোসাইন, স্কুল পরিচালনা কমিটির সাবেক সদস্য মুক্তার হোসেন, সোহাগ মিয়া, স্কুলের মৌলভী শিক্ষক আবদুল জলিল,এস এস সি পরীক্ষাথী মোঃ শিমুল মিয়া ও দশম শ্রেনীর ছাত্রী রমিলা খাতুন প্রমূখ।

প্রধান অতিথি সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক আবুল কাশেম তাঁর বক্তব্যে বলেন, তাঁর বাবা সাদেক আলী উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না ,তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত । এবং তিনি একজন বিদুৎসাহী,সমাজ হিতৈষী, পরোপকারী সংস্কৃতিমনা ও অসম্প্রদায়িক সাদা মনের মানুষ ছিলেন। তিনি এতদ অঞ্চলের প্রথিতযশা একজন পুঁথিপাঠক, অমর কথা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু" পাঠক ছিলেন ।তিনি সব সময় সমাজের হত দরিদ্র মানুষে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে ভাবতেন ।তাঁর দূরদর্শি ভাবনা চিন্তা কে সমাজে স্থায়ীভাবে প্রতিফলিত করার জন্যই আমি এই ফাউন্ডেশন গঠন করেছি ।এই ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও সেবামুলক ফাউন্ডেশন ।

তিনি প্রতি বৎসর মেধা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্হান লাভ করে ছাত্র ছাত্রীদের সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের বৃত্তি লাভের আহবান জানান ।

বিশেষ অতিথি কামাল হোসেন সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের ভূয়ষী প্রশংসা করে সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রবাসী
সাংবাদিক আবুল কাশেমকে সাধুবাদ জানান ।কারন, প্রবাসের কষ্টারজিত অর্থ মানব সেবা / শিক্ষা বৃত্তি ফাউন্ডেশন পরিচালনা করার মানুষ আমাদের সমাজে বড় অভাব । তিনি বলেন প্রবাসে এবং আমাদের সমাজে অনেক বিত্তবান মানুষ রয়েছে । কিন্তু, তাঁদের উদার মানসিকতা নেই ।সাংবাদিক আবুল কাশেম তাঁর নিজ এলাকা ছাত্রছাত্রী দের মাঝে মেধা বিকাশের প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য যে, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা নিঃসন্দেহ প্রশংসার দাবী রাখে । তিনি তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্হাপনার উপর পড়াশুনায় ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহী হওয়ার আহবান জানান । অনুষ্টানের সভাপতি ও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রধান ও ভীমগনজ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল উদ্দীন মোললা তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাদেক আলী ফাউন্ডেশন আমাদের স্কুলের অন্যতম সম্পদে পরিনত হয়েছে । প্রতি বৎসর সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের বৃত্তি / টাকার পাওয়ার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে পড়াশুনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ।তাঁর প্রমাণ মরিয়ম আক্তার ও ফাতেমা আক্তার ।ফলাফল সীটে দেখা যায় তাঁরা প্রতি বৎসরই ক্লাসের সমাপনি পরীক্ষায় মেধা তালিকার শীর্ষে রয়েছে । প্রবাসী সাংবাদিক আবুল কাশেম যে উদ্দেশ্য নিয়ে সাদেক আলী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি তাঁর শতভাগ সফল হয়েছেন ।কারন আমাদের স্কুলে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছেলে-মেয়ের
মাঝে পড়াশুনার প্রতি পরস্পর প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।এ ধরনের মহতি কাজ করার জন্য সাংবাদিক আবুল কাশেমকে ধন্যবাদ জানান ।এবং সেই সংগে তিনি এ ধরনের শিক্ষা ফাউনডেশন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিত্তবান প্রতি আহবান জানান ।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ,২০১৬ সালে সাদেক আলী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। অগ্রনী বাংকে এক লক্ষ টাকার এফ ডি আর থেকে প্রতি বছর লভ্যাংশ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম স্হান অধিকারীকে এক কালীন বৃত্তি প্রদান করে আসছেন ।এবার ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আট হাজার টাকা মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয় । বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা হলেন মোঃ সোলাইমান,মরিয়ম আক্তার লিজা আক্তার,ফাতেমা আক্তার , রিফাত মিয়া,ফাতেমা আকতার, সাদিয়া আক্তার, মরিয়ম আক্তার ,জেসমিন আকতার ও জাহিদুল ইসলাম । অনুষ্ঠানে এলাকা বিভিন্ন শেণি পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ উপস্হিত ছিলেন ।অনুষ্ঠানে মরহুম সাদেক আলী ও তাঁর মরহুমা স্ত্রী বেগম চাঁনবানু'র আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং এস এস সি'র বিদায়ী পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয় । অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন শামীম হোসেন । প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের ইমিগ্রেশন সাব কমিটির চেয়ারম্যান শেখ শাহজাহান সংবর্ধিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের মামা'স পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড-১ এর ইমিগ্রেশন বিষয়ক সাব কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ায় মূলধারার রাজনীতিক বাংলাদেশী-আমেরিকান শেখ শাহজাহানকে সংবর্ধিত করেছে বৃহত্তর ঢাকাবাসী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি কাজী আজহারুল হক মিলান এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট রাজনীতিক মোহাম্মদ বাসেত রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

বিএনপি নেতা মোহাম্মদ সোহরাব হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক-লেখক সাঈদ তারেক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন, মোশাররফ হোসেন সবুজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমীন মেহেদী, সৈয়দ আকিকুর রহমান ফারুক, আরিফ আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত শেখ শাজাহানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।'

সভায় প্রধান অতিথি গিয়াস আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের জন্য আমাদেরকে মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার বিকল্প নেই। সেই সাথে সকল নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ জরুরী। কেননা, ভোট প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রমানিত হয় কোন এলাকায় কোন কমিউনিটি কত শক্তিশালী। আর কমিউনিটি বোর্ড থেকে শুরু করে সিটি, ষ্টেট, ফেডারেল সরকার/প্রাশাসন সংশ্লিস্ট এলাকার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে থাকে। আর তাই শেখ শাহজাহানের মতো যদি আমরা বিভিন্ন কমিউনিটি বোর্ডেও দায়িত্ব নিতে পারি তবে সহজেই আমরা আমাদের কমিটির জন্য ভালো সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারবো। তিনি বলেন, আমেরিকায় মুসলিম কমিউনিটির বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এবিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, কমিউনিটির বিভেদ-বিভক্তি আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশী-আমেরিকান মোর্শেদ আলম যখন প্রথম নির্বাচন কলেন তখন আমরা দলমত বিবেচনা না করে তাকে সংবর্ধিত করেছি। আমাদের মধ্যে ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু কমিউনিটির স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

সভায় বক্তারা প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে শেখ শাহজাহানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মূলধারার রাজনীতিতে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, আমেরিকান রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থেকে তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটির জন্য কাজ করেই তিনি আজকের পর্যায়ে এসেছেন। আজ তিনি কমিউনিটি বোর্ডের একটি কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। তার এই মনোনয়ন অন্যদেরকেও উৎসাহিত করবে। বক্তারা বলেন, আমেরিকাতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশী-আমেরিকান নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। কমিউনিটির স্বার্থে প্রতিহিংসা ত্যাগের পাশাপাশি যোগ্য ব্যক্তিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করতে হবে। বক্তারা কমিউনিটির পাশাপাশি দেশের জন্যও কাজ করার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানান।

সংবর্ধিত শেখ শাহজাহান তার বক্তব্যে বলেন, আজকের সংবর্ধনা আমার জন্য নয়, এই সম্মান পুরো কমিউনিটির সম্মান। তবে আজকের এই সম্মান আমাকে কমিউনিটিতে কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী-আমেরিকানের সংখ্যা কম নয়। অথচ নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে একমাত্র শানাহা হানিফ ছাড়া আমাদের আর কোন প্রতিনিধি নেই। অথচ বাংলাদেশীদের সমর্থন নিয়ে অনেকেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছেন। বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের।-সুত্র ইউএস নিউজ

ক্ষমতাসীনরা ২২০ পরিবার

৯ পৃষ্ঠার পর

এ সময়ে ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের মধ্যে আসাদুজ্জামান রিপন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, নাজিম উদ্দিন আলম, মোনায়েম মুন্না, কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ড. মঈন খান সাংবাদিকদের আরো বলেন, আজকে নতুন করে আমরা ছাত্রদলের নেতৃত্ব ঠিক করেছি।

যে ছাত্রদল অতীতে রক্ত দিয়ে এ দেশকে গড়ে তুলেছিল। আজকে আমি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি ছাত্রদল জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, ভোটের অধিকার, মানবাধিকার, নারী অধিকার, শিশু অধিকার ও জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করবে ইনশা আল্লাহ।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একটি মিথ্যা, বানোয়াট মামলায় সাজা দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে বছরের পর বছর তারা কারাবন্দী করেছে। এই সরকার গণতন্ত্রকে ভয় পায়। যেহেতু বিএনপি গণতন্ত্রের কথা বলে সে জন্য তারা গণতন্ত্রকে ভয় পায়, বিএনপি চেয়ারপারসনকে ভয় পায়, বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ভয় পায়। বেগম খালেদা জিয়াকে শুধু তারা কারারুদ্ধ করে রাখেনি। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে দেশে ফেরার পথে মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।সুত্র দৈনিক নয়াদিগন্ত

রেকর্ড গড়ে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত আসিফ আলি জারদারি

৫ পৃষ্ঠার পর

এর ফলে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেন জারদারি। এর আগে পাকিস্তানে অন্য কোনো প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হননি। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে নতুন ইতিহাস গড়লেন তিনি। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর স্বামী আসিফ আলি জারদারি বর্তমানে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সহ-সভাপতি।

অন্যদিকে মাহমুদ খান আচাকজাই হলেন পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ সমর্থিত সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের প্রার্থী। ৯ই মার্চ শনিবার জাতীয় পরিষদ ও সিনেটে যৌথ ভোট হয়। পার্লামেন্টের একটি ভোট প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ফলে জারদারিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ।

তিনি বলেছেন, সব প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা ক্ষমতাসীন জোটের প্রার্থীর প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করবেন জারদারি।

জমকালো আয়োজনে ‘ফাউমা ইনোভেটিভ’ এর ১৩ বছরে পদার্পণ ও লিপইয়ার উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ‘ফাউমা ইনোভেটিভ কন্সালটেন্সি গ্রুপ’র ১৩ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো লিপইয়ার উদযাপন। এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটির গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদদের উপস্থিতিতে কম্যুনিটিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,মিডিয়া প্রধান ও কর্মী,কমিউনিটি এ্যাক্টিভিষ্ট ও সুধীজনের যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল মনোজ্ঞ এই আয়োজন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ‘ফাউমা ইনোভেটিভ কন্সালটেন্সি গ্রুপ’র প্রেসিডেন্ট, নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক এডভাইজারী কমিটি এবং কমিউনিটি ৩ বোর্ড মেম্বার ফাহাদ সোলায়মান সকলকে স্বাগত জানান।

তিনি বলেন, এবছরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে শুরু করে স্টেট,সিটির অন্যান্য নির্বাচনগুলোকে সামনে রেখে সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটিতে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে মূলধারার রাজনীতিকগণ ভোট প্রত্যাশায় আমাদের সমর্থন প্রত্যাশা করছেন। আমাদেরকেও তাদের সমর্থণ জানাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের সফলতায় বাংলাদেশীদের অবদানের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যতেও সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদ যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস জুনিয়র, ডিস্ট্রিক্ট ৩৯ এ্যাসেম্বলিওমেন ক্যাটালিনা ক্রুজ,ডিস্ট্রিক্ট ৩০ এ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা,ডিস্ট্রিক্ট ৩৪ এ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেজ রোজাস, ডিস্ট্রিক্ট ২৫ কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃ ষ্ণান, ডিস্ট্রক্ট ২৩ কাউন্সিল মেম্বার লিন্ডা লি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ‘ফাউমা ইনোভেটিভ কন্সালটেন্সি গ্রুপে’র পক্ষ থেকে সম্মানীয় অতিথিদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মূলধারার রাজনীতিবিদগণও কয়েকজন ব্যক্তিকে সাইটেশন প্রদান করেছেন।

আনন্দঘন, ব্যতিক্রমী এই লিপ ইয়ার উদযাপনের অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ঝর্ণা ফাত্তাহ ও বাবু জামান।

আগত যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ প্রদত্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যে ‘ফাউমা ইনোভেটিভ কন্সালটেন্সি গ্রপ’র সফলতা কামনা এবং লিপ ইয়ার উদযাপন অনুষ্টানের সফল আয়োজনে ফাহাদ সোলায়মানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন,কামরুজ্জামান বকুল ত্রিনিয়া হাসান প্রমুখ। মিউজিকে ছিল সারগাম ব্যান্ড।

সবশেষে ‘ফাউমা ইনোভেটিব কন্সালটেন্সি গ্রপ’র ১৩ বছরে পদার্পণ ও লিপ ইয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবগদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। ছবি ফাহাদ সোলায়মানের ফেসবুক পেজ থেকে

নিউ ইয়র্কে ডেমোক্র্যাট নেতাদের পিটিশন ক্যাম্পেইনে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার আসন্ন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনকে ঘিরে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রাট জনপ্রতিনিধিরা প্রার্থীতা নির্বাচনী লড়াইয়ে এখন মাঠে রয়েছেন। নিউ ইয়র্ক স্টেট এর সিনেট ও অ্যাসেম্লিতে গতবারের জনপ্রতিধিদের অনেকেই অসাধারণ দায়বদ্ধতা ও কর্মতৎপরতা দেখিয়ে এখন ডেমোক্রাট প্রার্থী হবার জন্য পিটিশন ক্যাম্পেইন করছেন। গত শনি ও রোববার বাংলাদেশি আমেরিকান রাজনীতিবিদ, দ্য বে ওয়েভ ও জয় বাংলাদেশ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও জেবিটিভির প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ জ্যাকসন হাইটস ও আশপাশ এলাকায় ডেমোক্র্যাট জনপ্রতিনিধিদের প্রাথমিক নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নেন।

নর্দান বুলেভার্ডে নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গোঞ্জালেস রাজস এর প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নেন তিনি। তিনি বলেন, অ্যাসেম্বলি ওমেন জেসিকা গোঞ্জালেস তার কাজ ও তৎপরতায় নিষ্ঠার সাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে নিউইয়র্ক স্টেট এর মানুষের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে তার উদ্যোগ ও তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। আমি তার নেতৃত্ব অ্যাসেমব্লিতে তার প্রভাব, তার নিজস্ব টিমের কাজ দেখে অভিভুত হয়েছি। তিনি স্টেট এর স্বাস্থ্য কমিটির সদস্য।

জেসিকা বলেন, আমি নিউইয়র্ক স্টেট এর নাগরিকদের স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্যসেবায় যুক্ত করার ব্যাপারে কাজ করেছি। এখনও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে, যেগুলোতে মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে আমার অনেক করনীয় রয়েছে। বিশেষ করে তিনি সিডিপ্যাপ রক্ষায় চলমান আন্দোলনে আবু জাফর মাহমুদের সঙ্গে তার দৃঢ় অবস্থানের কথা জানান।

এর আগে জ্যাকসন হাইটস পোস্ট অফিসের সামনে জনপ্রিয় ডেমোক্র্যাট নেতা ক্যাতালিনা ক্রুজ নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেমব্লি ওম্যান হিসেবে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীতার জনসংযোগে অংশ নেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক স্টেটের কুইন্স এর করোনা, এল্মহার্স্ট ও জ্যাকসন হাইটস এলাকার ডেমোক্রাট নেতা ক্যাতালিনা ক্রুজ আমাদের আপনজন। তিনি এই এলাকায় হিসপানিক কমিউনিটি ছাড়াও বাংলাদেশি, নেপালী ও অন্যান্য কমিউনিটির জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন। আশা করি ডেমোক্রেট ভোটাররা তাকে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন। এই প্রচারাভিযানে জনপ্রিয় কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণাণ অংশ নেন। সিডিপ্যাপ রক্ষায় তারা সবাই তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানান।

রোববার জ্যাকসন হাইটস-এ নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস এর প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। জেসিকা রামোস স্টেট সিনেটে জ্যাকসন হাইটস, করোনা ও এল্মহার্স্ট এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি স্টেট সিনেটের লেবার কমিটির চেয়ারম্যান। প্রচারাভিযানের সময় তার সঙ্গে সিনেটর অফিসের কর্মকর্তা, ডেমোক্রাট দলের অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জেসিকা রামোস বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে কোভিড প্যা-ামিক পরবর্তী সময়ে মানুষের স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে আসার ক্ষেত্রে আমরা যেসব উদ্যোগ নিয়েছি, সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছে। আশা করি আমার ভোটাররা আরেকবার আমাকে সিনেটর নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দেবেন।

সিনেটর জেসিকা রামোস আসন্ন রমজানে মসিলিম কমিউনিটির জন্য বিভিন্ন মসজিদে ইফতারি প্রদানের কথা জানান। এর আগেও তিনি মুসলিম কমিউনিটির জন্য মসজিদে মসজিদে ইফতার সামগ্রি দিয়েছেন।

এই প্রচারাভিযানে সকল জনপ্রতিনিধি, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও নেতৃবৃন্দ সদ্য প্রকাশিত আবু জাফর মাহমুদ সম্পাদিত ম্যাগাজিন দ্য বে ওয়েভ ও জয় বাংলাদেশ এর জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে তারা সম্প্রচারের অপেক্ষায় থাকা জেবিটিভি'র জন্যও শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, ডেমোক্র্যাট প্রার্থীতার প্রাথমিক ভোট শুরু হবে আগামী ২৫ জুন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয় পরিদর্শন

সিডিপ্যাপ রক্ষায় দৃঢ় অবস্থানে সিনেটর মাইকেল জিনারিস

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট এর ডেপুটি মেজরিটি লিডার সিনেটর মাইকেল জিনারিস সিডিপ্যাপ (কনজুমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল এসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম) রক্ষায় তার দৃঢ় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার ও সিডিপ্যাপ সেবা প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের জ্যাকসন হাইটস সার্ভিস সেন্টার ও কর্পোরেট অফিস পরিদর্শনকালে একথা বলেন। সিনেটর জিনারিস সকালে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর কার্যালয়ে পৌঁছলে সেখানে তাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশি কমিউনিটির মাঝে প্রথম হোম কেয়ার সেবার

সংযোগকারী গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি সিনেটরকে ৭২-২৮ জ্যাকসন হাইটস নীচতলায় বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর বিভিন্ন বিভাগ ও সেবা পরিসর ঘুরে দেখান। পরে সিনেটর জিনারিসকে নিয়ে যান ৭২-২৬ জ্যাকসন হাইটস-এর দোতলায় প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট অফিসে। সেসময় জয় বাংলাদেশ মিডিয়া ইনক্ অফিসে অতিথির হাতে সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি সাময়িকী দ্য বে ওয়েভ এর প্রথম সংখ্যা তুলে দেন সম্পাদক ও প্রকাশক আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় সিনেটর সদ্য প্রকাশিত বাংলা সাময়িকী 'জয় বাংলাদেশ' ও সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণরত জেবিটিভি'র কার্যক্রম সম্পর্কে

খোঁজ খবর নেন। তার সঙ্গে ছিলেন সিডিপ্যাপ রক্ষায় জন্য প্রধান আন্দোলনকারী স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের নিযুক্ত লবিষ্ট এড কেলি। সেসময় বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারসহ এজেডএম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

KHAN'S TUTORIAL

নিউ ইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় খানস টিউটোরিয়ালস এর শিক্ষার্থীদের বিরাট সাফল্য

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ম্যানহাটানের স্টাইভিসেন্ট হাইস্কুলে ৩২ জন, ব্রঙ্কস হাইস্কুল অফ সায়েন্সে ২৮ জন, ব্রুকলীন টেক হাইস্কুলে ২৮ জন, ব্রুকলীন ল্যাটিন হাইস্কুলে ১২জন সহ সিটির অপরাপর স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে আরো ২১ জন। এবার নিউ ইয়র্ক সিটির পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির জন্য প্রায় ২৯,০০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল।

Mehrab Biswas	Stuyvesant	Doyita Talukder	Bronx Science	Amreen Nora	Brooklyn Tech
Muhammad Hashir	Stuyvesant	Adeeb Hassan	Bronx Science	Fatima Shaba	Brooklyn Tech
Rameen Choudhury	Stuyvesant	Jeevan Albert	Bronx Science	Rayyan Shafqat	Brooklyn Tech
Kazi Mehjabeen	Stuyvesant	Saad Awal	Bronx Science	Shayaan Uddin	Brooklyn Tech
Asher Chaudhary	Stuyvesant	Sadeed Mehrab	Bronx Science	Eram Bayezed	Brooklyn Tech
Mouri Bhowmik	Stuyvesant	Adiba Pionty	Bronx Science	Tamim Farhan	Brooklyn Tech
Wasiye Farhan	Stuyvesant	Nefee Mersier-Loriston	Bronx Science	Michael Katz	Brooklyn Tech
Gunjori Saha	Stuyvesant	Jannatul Orthi	Bronx Science	Jazmine Barnes	Brooklyn Tech
Sameer Martin	Stuyvesant	Juno Kozeki	Bronx Science	Masroor Al Reafan	Brooklyn Tech
Suaiba Islam	Stuyvesant	Russlan Hossain	Bronx Science	Ajay Rampaul	Brooklyn Tech
Rowel Taher	Stuyvesant	Aryana Maisha	Bronx Science	Faravi Ilyas	Brooklyn Tech
Sarah Li	Stuyvesant	Masrur Al Rafat	Bronx Science	Taheem Alam	Brooklyn Tech
Taheem Azmir	Stuyvesant	Gabrielle Phang	Bronx Science	Taha Muhib	Brooklyn Tech
Nabeel Khan	Stuyvesant	Ramiya Sultana	Bronx Science	Brayan Escalante	Brooklyn Tech
Mian Rahman	Stuyvesant	Liliana Link	Bronx Science	Tanvee Tarique	Brooklyn Tech
Sarah Cameron	Stuyvesant	Nusrat Taibia	Bronx Science	Saamiul Hossain	Brooklyn Tech
Zain Muhtasim	Stuyvesant	Lily Enes	Bronx Science	Munira Saberin	Brooklyn Tech
Sudipta Debnath	Stuyvesant	Tasnim Farah	Bronx Science	Cleopetra Sarkar	Brooklyn Tech
Trisal Baishya	Stuyvesant	Sadek Nabil	Bronx Science	Shadman Khan	Brooklyn Tech
Khan Uthsho	Stuyvesant	Eiliyah Quader	Bronx Science	Dhruv Penkar	Brooklyn Tech
Ahmed Tahsin	Stuyvesant	Jigmey Tawu	Bronx Science	Aisha Mahmood	Brooklyn Tech
Tahsin Ahmed	Stuyvesant	Simrah Miah	Bronx Science	Faheya Rahel	Brooklyn Tech
Raisa Tayeba	Stuyvesant	Ishmam Ariyan	Bronx Science	Rei Maruya	Brooklyn Tech
Emer O'Driscoll	Stuyvesant	Syed Alam	Bronx Science	HM Imtiaz	Brooklyn Tech
Lila Sarva	Stuyvesant	Jensine Ahmed	Bronx Science	Tanisha Mozumder	Brooklyn Tech
Ahnaf Bhuiyan	Stuyvesant	Farah Tasnim	Bronx Science	Tenzin Gaden	Brooklyn Tech
Maymunah Rahman	Stuyvesant	Awal Saad	Bronx Science	Rahel Faheya	Brooklyn Tech
Taheem Alam	Stuyvesant	Miah Simrah	Bronx Science	Shaba Fatima	Brooklyn Tech
Navid Anjum	Stuyvesant				
Anjali Ali	Stuyvesant				
Anjali Ali	Stuyvesant				
Saha Gunjori	Stuyvesant				

১৮ মে নিউইয়র্কে ইউএসবিসিসিআই'র রিয়েল এস্টেট এক্সপো:

রিয়েলটর, ইনভেষ্টর এবং বাড়ী ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য থাকছে চমক

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বরাবরই ব্যতিক্রম এবং সফল উদ্যোগ নিয়ে সুনাম অর্জন করেছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যতম সংগঠন ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)। এবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কম্যুনিটির আয়োজেন রিয়েল এস্টেট সেক্টরে সবচেয়ে বড় এক্সপো আয়োজন করতে যাচ্ছে এই সংগঠনটি। আর এক্সপোর শিরোনাম মর্টগেজ ডিপোট টিম বেইলি প্রেজেন্টেড ইউএসবিসিসিআই রিয়েল স্টেট এক্সপো ২০২৪। আগামী ১৮ই মে নিউইয়র্কের স্লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে এই এক্সপো' অনুষ্ঠিত হবে। গত ৬ মার্চ নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকায় এক্সপো উপলক্ষ্যে ইউএসবিসিসিআই আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এইসব তথ্য জানান সংগঠনের ডিরেক্টর শেখ ফরহাদ।

এই এক্সপোতে এজেন্ট, ব্রোকার, বিনিয়োগকারী, ক্রেতা এবং বিক্রেতা সহ বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের রিয়েল এস্টেট পেশাদারদের একত্র করার লক্ষ্য ইউএসবিসিসিআই'র। সবার আন্তরিক চেষ্টায় একটি সফল এক্সপো হতে যাচ্ছে বলে জানান এক্সপো'র চেয়ার ইসমাইল আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০টির বেশী এক্সিবিটর এবং ১০০'র বেশী পেশাদার ব্যক্তি এই এক্সপোতে উপস্থিত থাকবেন বলে প্রত্যাশা আয়োজকদের। এই চমৎকার আয়োজনে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ যেমন, এজেন্ট, আইনজীবী, স্থপতি, ব্যাংকার, ব্রোকার, শিক্ষাবিদ উপস্থিত থাকবেন। এতে একে অন্যের সাথে সৌহার্দ বিনিময়ের দারুন সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের জন্য এই এক্সপো দারুন সহায়ক হবে বলে মনে করছেন সংগঠনের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ।

চমৎকার এই এক্সপো'র নতুন ধারা, উদ্ভাবনী কৌশল, পর্যাপ্ত মিডিয়া কাভারেজ অবশ্যই অতিথিদের ভিন্ন কিছু জানার সুযোগ করে দিবে। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন আহাদ এন্ড কোম্পানির সিইও আহাদ আলী সিপিএ।

এই আয়োজনের পাশে থাকতে পেরে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা জানান মর্টগেজ ডিপোটের সিইও তারিক বেইলি।

অনুষ্ঠানে নিজেদের ব্রান্ড উপস্থাপনের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এই এক্সপো কমিউনিটিতে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। সংবাদ সম্মেলনে ইউএস বিসিসিআইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট রুম্মান বিরতিজ, ডিরেক্টর বদরুদ্দোজা সাগার, ডিরেক্টর রফিক খান, এটর্নি সাফি চৌধুরী, এটর্নি হাসান মালিক, মিডব্রোক ফিনান্সিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকার্স কর্পোরেশনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ভিক্টর আন্দ্রেডসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এক্সপো'তে ৫টি প্যানেল থাকবে, যারা বিভিন্ন বিষয়ে অতিথিদের সামনে উপস্থাপন করবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো যেমন, রিয়েল এস্টেট শিল্পের বিভিন্ন দিক, এআই প্রযুক্তি, স্মার্ট বিনিয়োগ, শরীয়া আইনের মাধ্যমে নৈতিক বিনিয়োগসহ আরো বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

এক্সপোথে থাকবে রিয়েল এস্টেট শিল্প বিশেষজ্ঞগন, যাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জ্ঞান অর্জনসহ নানা দিকে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকছে।

গ্রাহকের চাহিদা বুঝা একজন বিনোয়াগারীর জন্য গুরুত্বপূর্ন। এই এক্সপোতে গ্রাহকের চাহিদা বুঝতে বিনোয়াগকারীদের বেশ সহযোগীতা করবে বলে আয়োজকরা মনে করছে। এই সেক্টরে আগ্রহীরা এক্সপোতে যোগ দেবেন এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন নেটওয়ার্কিংয়ের পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবন বলেও আয়োজকরা আশা করছেন।

ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)র পক্ষে লিটন আহমেদ জানান, রিয়েল এষ্টেট সেক্টরে আগ্রহীদের নিকট আমাদের অনুরোধ আপনারা এক্সপোতে আমাদের সাথে যোগ দিন এবং সবার কাছে আপনার ব্রান্ড উপস্থাপন করুন। আপনার ব্রান্ডকে অন্য উচ্চতায় নিতে এই এক্সপো গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। আমাদের বিস্তারিত জানাতে ব্রাউজ করতে পারেন ীীী.ংনপপরৎবধষবংঃধঃববীঢ়ড়.পড়স. তাছাড়া রহভড়@ ংনপপরৎবধষবংঃধঃববীঢ়ড়.পড়স এই ঠিকানায় ইমেইল করতে পারেন। আর ফোন করতে পারেন ১ ৭১৮-৮৬৪-৩২৪৫ এই নাম্বারে। সব কিছু মিলিয়ে আমরা আশা করছি প্রথমবারের মত বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে আয়োজিত এবারের এই রিয়েল এষ্টেট এক্সপো গ্রাহক, বিনিয়োগকারীদের মাঝে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

ভার্জিনিয়ার জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে সম্মাননা পেলো ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

পরিচয় ডেস্ক: ভার্জিনিয়াস্থ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অগ্রসরতার নতুন নতুন ধাপ পার করছে। মিলছে নতুন স্বীকৃতি ও সম্মাননা। সবশেষে ভার্জিনিয়া স্টেট অ্যাসেম্বলিতে বিশেষ স্বীকৃতি ও সম্মাননা পেলো এই বিশ্ববিদ্যালয়। যার মালিকানায় রয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান আইটি ও শিক্ষা উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটে ৪০ জন সিনেটরের পক্ষ থেকে সম্মাননা ও স্বীকৃতি পায় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার ভার্জিনিয়ার রাজধানী শহর রিচমন্ডের অ্যাসেম্বলি হলে ভার্জিনিয়ার ১০০ সদস্যের হাউজ অব ডেলিগেটসে বিশেষ সম্মাননা পেলো ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-ডব্লিউইউএসটি। অনুষ্ঠানে ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট সেভেনের ডেমোক্র্যাট ডেলিগেট ক্যারেন কিইস গামাররা তার উপস্থাপনায় তুলে আনেন এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রসঙ্গ। তিনি জানান, ডব্লিউইউএসটির চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ ও প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্কে নেতৃত্বে ডব্লিউইউএসটি অগ্রসরতার কথা। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগানিয়া অবদান রাখার জন্য সম্মাননা প্রস্তাব তোলেন ক্যারেন কিইস গামাররা। তার উপস্থাপনা শেষ হতে স্পিকার ডন স্কটের নেতৃত্বে ১শ ডেলিগেটস ও গ্যালারিতে উপস্থিত সকল অতিথিগণ তুমুল করতালির মাধ্যমে সম্মননা জানান ডব্লিউইউএসটিকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ ও প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্কের নেতৃত্বে ১৩সদস্যের এই প্রতিনিধি দল এসময় অ্যাসেম্বলি হলে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএফও ফারহানা হানিপ, আবুবকর হানিপ ও ফারহানা হানিপের জ্যেষ্ঠ কন্যা সাইবার সিকিউরিটির শিক্ষার্থী নাফিসা নওশিন, স্কুল অব বিজনেসের পরিচালক অধ্যাপক ড. মার্ক রবিনসন, স্কুল অব বিজনেস ও জেনারেল এডুকেশন ফ্যাকাল্টি প্রফেসর সালমান এলবাদর, জেনারেল এডুকেশন অ্যান্ড সেন্টার ফর স্টুডেন্ট সাকসেস এর অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর ড. হুয়ান লি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ডিরেক্টর হোসে উর্তেগা, স্টুডেন্ট সাকসেস ও ক্যারিয়ার সার্ভিস ম্যানেজার র্যাচেল রোজ, ক্যারিয়ার সার্ভিস ও আইটি ম্যানেজার অমিত গুপ্ত, স্টুডেন্ট গর্ভামেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেলিন ইগিত এবং ইনফরমেশন টেকনলজির মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মো. নাঈম হাসান।

অ্যাসেম্বলি হলে সম্মাননা অনুষ্ঠান শেষে ভার্জিনিয়ার ৪৮তম অ্যাটর্নি জেনারেল জেসন মিয়ারেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডব্লিউইউএসটি প্রতিনিধি দল। কমনওয়েলথ অব ভার্জিনিয়ার বারবারা জনস বিল্ডিংয়ে এই সাক্ষাতের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল। ডব্লিউইউএসটির পক্ষ থেকে রিপাবলিকান এই অ্যাটর্নি জেনারেলের হাতে স্যুভেনির তুলে দেয়া হয়। পরে ফটোসেশনের মাধ্যমে এই বৈঠক শেষ হয়।

এদিকে এশিয়ান কমিউনিটি নিয়ে বহুবছর ধরে সফলতার সাথে ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে কাজ করে আসছে এমন চারটি সংগঠনের আয়োজনে একটি মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠান ছিলো সন্ধ্যায়। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভার্জিনিয়ার ৭৪তম গভর্নর রিপাবলিকান দলের গ্লেন ইয়ংকিন। বেশ কয়েকজন সিনেটর ও হাউজ অব ডেলিগেটস এতে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রতিনিধি দলকে। ভার্জিনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নানা কথা উঠে আসে গভর্নর গ্লেন ইয়ংকিনের বক্তৃতায়। নতুন নতুন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইন্ড্রাস্টিতে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভূমিকা রাখছে তা উল্লেখ করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানেও ডব্লিউইউএসটির সফলতার কথা তুলে ধরেন ডিস্ট্রিক সেভেনের ডেলিগেট ক্যারেন কিইস গামাররা। আর স্টেটে শিক্ষা সেবায় অনন্য ভূমিকা রাখায় ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ ও প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্কে সাধুবাদ জানান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতা কামনা করেন গভর্ণর গ্লেন ইয়ংকিন। ডিনারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই আয়োজন। এই স্বীকৃতিকে পাথেয় করে নতুন উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে রিচমন্ড থেকে ভার্জিনিয়ায় ফিরে আসে ডব্লিউইএসটি টিম।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি গত ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে ও বাংলাদেশি-আমেরিকান আইটি ও শিক্ষা উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপের ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষণ ও পরিচালন পদ্ধতিতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। যার মধ্য দিয়ে ঘটেছে দ্রুত প্রসার, শিক্ষার্থীদের কাছে হয়ে উঠে জনপ্রিয়। তিনবছরের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১৭০০। এখানে তথ্য-প্রযুক্তি, সাইবার সিকিউরিটি ও ব্যবসায়িক প্রশাসনের উপর ব্যাচেলর ও মাস্টার্স কোর্সে বর্তমানে বিশ্বের ১২১ দেশের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার আলেক্সান্দ্রিয়ায় বৃহৎ ভবনে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির নতুন ক্যাম্পাস।- জলি আহমেদ প্রেরিত

যুক্তরাষ্ট্রে যুবদলের কমিটি গঠনে দায়িত্ব পেলেন সাইদ-ইলিয়াস

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র শাখার স্টেট কমিটি গঠনে আবু সাইদ আহমেদ ও ইলিয়াস খানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩ মার্চ রোববার যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোনায়েম মুন্না'র সঞ্চালনায় এক ভাচুর্যয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় নিবার্হী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদমযার্দা) আবু সাইদ আহমেদ (যুক্তরাষ্ট্র) ও সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস খান (যুক্তরাষ্ট্র) কে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যুবদলের স্টেট কমিটি গঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

একই সাথে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সকল স্টেট কমিটি সমুহের প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

শুভ রহমানের একক চিত্রকর্মের মাসব্যাপী প্রদর্শনী

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১৫ মার্চ শুক্রবার ২০২৪ থেকে 'In Quest of Infinitely' শিরোনামে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির মোজাইক আর্ট স্পেসে (49-28 31st Place, Long Island City, NY 11101) মাসব্যাপী শুরু হতে যাচ্ছে শিল্পী শুভা রহমান এর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। বেশ কিছু বড় আকারের ছবি স্থান পাবে এই প্রদর্শনীতে। ছবিগুলো তার অতি সমসাময়িক সময়ের আঁকা।

শিল্পীর ছবির মূল বিষয় প্রকৃতি। অরণ্য বৃক্ষ লতাগুল্ম আকাশ নীলিমা হ্রদ ও পর্বতমালা তার চিত্রমালার দৃশ্যপট জুড়ে থাকে। তেল রঙে ছবি আঁকেন এবং ছবি আঁকার মূল উপাদান ক্যানভাস। এক্সপ্রেশনিজম ধারার ছবি আঁকেন, তাকে বলা যায় প্রকৃতিবাদী শিল্পী।

নিউইয়র্ক এ বসবসকারী এই চিত্রশিল্পী, পেশায় একজন স্থপতি, জন্ম বাংলাদেশের ঢাকায়। শিল্পকলার বিভিন্ন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনেক সৃষ্টিশীল কাজের সাথে তিনি যুক্ত। একটি সময় থিয়েটারের জন্য মঞ্চ পরিকল্পনা এবং কস্টিউম ডিজাইন করেছেন। শৈশব থেকেই তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন। বাবা-মা'র প্রথম সন্তান তিনি এবং এক কন্যা সন্তানের জননী। - আশরাফুল হাবিব মিহির প্রেরিত

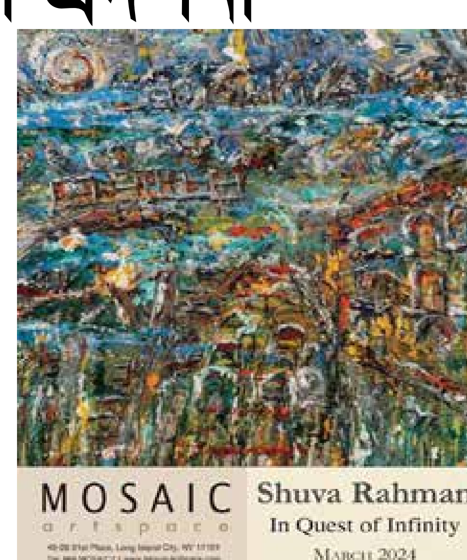

নিউইয়র্কে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন, জালালাবাদ ভবনের দায়িত্ব ট্রাস্টির হাতে ন্যস্ত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৪ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কে এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয় এবং বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল জালালাবাদ ভবনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় ট্রাস্ট্রির হাতে। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৪ এর স্থলে ৮ জন করা হয়। এবং ৮ জনের মধ্য থেকেই চেয়ারম্যান করা হবে একজনকে।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদের পরিচালনায় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ওহিদুর রহমান মুক্তা, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান, সাবেক সভাপতি এমন এ কাইয়্যুম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হেলিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বেইলি রোড়ে অগ্নিকান্ডে নিহত আতাউর রহমান শামীমসহ অন্যান্যের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। কামাল আহমেদসহ জালালাবাদের আরও যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা কাজী কাইয়্যূম।

এ ছাড়াও বিগত সাধারণ সভায় (বদরুল-রোকন) সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামসহ জালালাবাদবাসীকে অপমান করার জন্য ক্ষোভ এবং নিন্দা জানানো হয়। সাধারণ সভায় বদরুল-রোকন কমিটি কর্তৃক কবরের জমি বিক্রির জন্য নিন্দা জানানো হয়। সেই সাথে ভবনকে নিয়ে অপরাজনীতি এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। একই সাথে ভবনের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়। সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম তার রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সভায় উপস্থিত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মার্চ মাস বাঙালী জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিকও গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসেই লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়েরচিত হয়েছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দুই লক্ষাধিক মা-বোন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সকল মহান ব্যক্তিবর্গকে।

তিনি আরোউল্লেখ করেন, কার্যকরি কমিটির প্রথম সভায় আমরা গঠনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে জালালাবাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা একটি বোর্ড অব টাস্টি গঠন করি। (১) ওহিদুর রহমান মুক্তা (সিলেট), (২) আব্দুল মুকিত চৌধুরী মারুফ (সুনামগঞ্জ), (৩) সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ) ও (৪) সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভীবাজার)।তিনি উল্লেখ করেন আমাদের বৃহত্তর সিলেটের কৃতিসন্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেনের সাথে জালালাবাদ ভবনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তিনি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভিজিটর বুকে নিউইয়র্ককে জালালাবাদ ভবন ক্রয় একটি ঐতিহাসিক অর্জন বলে মন্তব্য করেন।

এছাড়াও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনেকর বিগত দিনের কার্যক্রমগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার শামসের নগর হসপিটালের জন্য ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান করি। "ছায়াতল বাংলাদেশ" অসহায় ও পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে। তাদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান করি।মানসিক ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সেমিনার, নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী কুইন্স ছাত্র ফোরামের সাথে মতবিনিময় বৃহত্তর সিলেটের কৃতিসন্তান গ্রীস, মালটা ও আলবেনিয়য় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ সাথে মতবিনিময়। বৃহত্তর সিলেট তথা বাংলাদেশের গর্ব মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ. জি ওসমানীর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অকৃত্রিম বন্ধু আজীবন সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহিদুল ইসলাম (লোপা) এর স্মরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব টাস্টির বার বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এম.এ. আজিজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন করি। প্রবাসে এ প্রজন্মের বাচ্চাদের নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী ও থ্যাঙ্কস গিভিং অনুষ্ঠান করি।মহান বিজয় দিবস : যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬শে মার্চ ও অমর একুশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গুরুত্ব সহকারে জালালাবাদ ভবনে পালন করা হয়।

আগামি দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে -১. বৃহত্তর সিলেটের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের লোকে নিয়ে বাংলাদেশের সকল জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা। ২. আগামী ১৭ মার্চ ২০২৪ ইং রমজান মাসের প্রথম রোববার ধর্মীয় ভাব গম্ভীর্যের সাথে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও সকল জালালাবাদবাসীর প্রতি দোয়া ও ইফতার মাহফিল এর আয়োজন করা। ৩. বাংলাদেশী কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের সন্তানদের ভয়াবহ মাদকের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন মাদকবিরোধী সচেতনতা ও কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করা। ৪. জালালাবাদবাসীর স্বপ্নের দৃশ্যমান জালালাবাদ ভবনকে মর্টগেজমুক্ত করার জন্য বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। জালালাবাদবাসীর অব্যাহত সহযোগিতা থাকলে বর্তমান জালালাবাদ ভবনের পাশের দুইটি বাড়ি ক্রয় করে "জালালাবাদ কমিউনিটি সেন্টার" নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে বলে সাধারণ সম্পাদক তার বকবয়ে উল্লেখ করেন।

কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশে থাকায় কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমাদের এই ভবনের মূল্য এখন ১.৫ মিলিয়ন ডলার। এ ছাড়াও ব্যাংকের এবং ভবনের মর্গেজ, মামলার বিষয়াদি তুলে ধরেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মইনুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতি শাহিন কামালী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
GET PAID
TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
बिना परिषाण के घर पर अपने लोगों की सेवा करके पैसा कमाएं
CDPAP SERVICE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
• Salary & Benefits
• Weekly Payments
• Direct Deposit
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115
ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

بسم الله الرحمن الرحيم

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

Ramadan Kareem

RAMADAN 2024 CALENDAR

THE DAYS OF MERCY

RAMADAN	DATE	DAYS	STOP EATING	FAZAR	SUNRISE	ZUHR	ASR	IFTAR	ISHA
1	11-MAR	MON	5:54 AM	6:09 AM	7:14 AM	1:06 PM	5:13 PM	6:58 PM	8:14 PM
2	12-MAR	TUE	5:52 AM	6:07 AM	7:13 AM	1:06 PM	5:14 PM	6:59 PM	8:15 PM
3	13-MAR	WED	5:51 AM	6:06 AM	7:11 AM	1:06 PM	5:15 PM	7:00 PM	8:16 PM
4	14-MAR	THU	5:49 AM	6:04 AM	7:09 AM	1:06 PM	5:16 PM	7:01 PM	8:17 PM
5	15-MAR	FRI	5:47 AM	6:02 AM	7:08 AM	1:05 PM	5:16 PM	7:02 PM	8:18 PM
6	16-MAR	SAT	5:46 AM	6:01 AM	7:06 AM	1:05 PM	5:17 PM	7:03 PM	8:19 PM
7	17-MAR	SUN	5:44 AM	5:59 AM	7:04 AM	1:05 PM	5:18 PM	7:04 PM	8:20 PM
8	18-MAR	MON	5:42 AM	5:57 AM	7:03 AM	1:04 PM	5:19 PM	7:05 PM	8:22 PM
9	19-MAR	TUE	5:40 AM	5:55 AM	7:01 AM	1:04 PM	5:20 PM	7:06 PM	8:23 PM
10	20-MAR	WED	5:39 AM	5:54 AM	6:59 AM	1:04 PM	5:21 PM	7:07 PM	8:24 PM

THE DAYS OF FORGIVENESS

RAMADAN	DATE	DAYS	STOP EATING	FAZAR	SUNRISE	ZUHR	ASR	IFTAR	ISHA
11	21-MAR	THU	5:37 AM	5:52 AM	6:58 AM	1:04 PM	5:21 PM	7:08 PM	8:25 PM
12	22-MAR	FRI	5:35 AM	5:50 AM	6:56 AM	1:03 PM	5:22 PM	7:10 PM	8:26 PM
13	23-MAR	SAT	5:33 AM	5:48 AM	6:54 AM	1:03 PM	5:23 PM	7:11 PM	8:27 PM
14	24-MAR	SUN	5:32 AM	5:47 AM	6:53 AM	1:03 PM	5:24 PM	7:12 PM	8:29 PM
15	25-MAR	MON	5:30 AM	5:45 AM	6:51 AM	1:02 PM	5:24 PM	7:13 PM	8:30 PM
16	26-MAR	TUE	5:28 AM	5:43 AM	6:49 AM	1:02 PM	5:25 PM	7:14 PM	8:31 PM
17	27-MAR	WED	5:26 AM	5:41 AM	6:48 AM	1:02 PM	5:26 PM	7:15 PM	8:32 PM
18	28-MAR	THU	5:24 AM	5:39 AM	6:46 AM	1:01 PM	5:27 PM	7:16 PM	8:33 PM
19	29-MAR	FRI	5:23 AM	5:38 AM	6:44 AM	1:01 PM	5:27 PM	7:17 PM	8:35 PM
20	30-MAR	SAT	5:21 AM	5:36 AM	6:43 AM	1:01 PM	5:28 PM	7:18 PM	8:36 PM

THE DAYS OF EMANCIPATION

RAMADAN	DATE	DAYS	STOP EATING	FAZAR	SUNRISE	ZUHR	ASR	IFTAR	ISHA
21	31-MAR	SUN	5:19 AM	5:34 AM	6:41 AM	1:00 PM	5:29 PM	7:19 PM	8:37 PM
22	1-APR	MON	5:17 AM	5:32 AM	6:39 AM	1:00 PM	5:30 PM	7:20 PM	8:38 PM
23	2-APR	TUE	5:15 AM	5:30 AM	6:38 AM	1:00 PM	5:30 PM	7:21 PM	8:39 PM
24	3-APR	WED	5:14 AM	5:29 AM	6:36 AM	1:00 PM	5:31 PM	7:22 PM	8:41 PM
25	4-APR	THU	5:12 AM	5:27 AM	6:35 AM	12:59 PM	5:32 PM	7:23 PM	8:42 PM
26	5-APR	FRI	5:10 AM	5:25 AM	6:33 AM	12:59 PM	5:32 PM	7:24 PM	8:43 PM
27	6-APR	SAT	5:08 AM	5:23 AM	6:31 AM	12:59 PM	5:33 PM	7:25 PM	8:44 PM
28	7-APR	SUN	5:06 AM	5:21 AM	6:30 AM	12:58 PM	5:34 PM	7:26 PM	8:46 PM
29	8-APR	MON	5:04 AM	5:19 AM	6:28 AM	12:58 PM	5:35 PM	7:27 PM	8:47 PM
30	9-APR	TUE	5:03 AM	5:18 AM	6:26 AM	12:58 PM	5:35 PM	7:28 PM	8:48 PM

রোজার নিয়ত

THE INTENTION

নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিং শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বলাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম

অর্থঃ হে আল্লাহ! আগামীকাল পবিত্র রমযান মাসে তোমার পক্ষ হতে ফরয করা রোজা রাখার নিয়ত করলাম, অতএব তুমি আমার পক্ষ হতে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

English: I intend to Fast tomorrow in the holy month of Ramadan, Which is obligatory. O Allah, Please accept me as you are the All-Hearing and the All-Knowing.

ইফতারের দোয়া

IFTAR DU'A

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া তাওয়াক্কালতু আ'লা রিজক্বিকা ওয়া আফতারতু বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি।

English: O Allaah, for you I have fasted and by our provision I have broken the fast.

***

ALL ISLAMIC EVENTS ARE SUBJECT TO MOON SIGHTING

***

HEAD OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | Web: www.goldenagehomecare.com

যাত্রীদের নিরাপত্তায় নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ সাবওয়ে ষ্টেশন ও প্লাটফর্মে নিউ ইয়র্ক ষ্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুলের নির্দেশে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে। এর আগে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র গত জানুয়ারীর শেষ দিকে ওভারটাইমের মাধ্যমে প্রায় এক হাজার এনওয়াইপিডি কর্মকর্তাকে সাবওয়েতে যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তা বিধান আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে মোতায়েন করেছিলেন। এছাড়া ন্যাশনাল গার্ডদের সাথে প্রয়োজনে অতিরিক্ত আরো ২৫০ জন এনওয়াইপিডি কর্মকর্তাকে সাবওয়েতে মোতায়েন করা

হতে পারে বলেও জানিয়েছেন মেয়র এডামস। গভর্নর হোকুল যাত্রীদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ষ্টেশসসমুহের প্রবেশমুখে আকস্মিক ব্যাগ তল্লাশির নির্দেশও দিয়েছেন। কারো ব্যাগ তল্লাশিতে আপত্তি থাকলে সার সাবওয়ে ব্যবহারের প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন গভর্নর হোকুল।

মেয়র এডামস নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে জানিয়ে বলেন, গুটিকয়েক অপরাধী গ্রেফতার হওয়ার দিনকয়েকের মধ্যে ছাড়া পেয়ে পুনরায় সাবওয়েতে এসে অপরাধমুলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে।

২১৭ বার করোনার টিকা নিয়েছেন যিনি

পরিচয় ডেস্ক: জার্মানিতে ৬২ বছর বয়সী এক ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ২১৭ বার করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েছেন। তবে এতে তার কোনো শারীরিক ক্ষতি হতে দেখা বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস মার্চে কেন? পুরুষ দিবসও কী আছে?

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে আপনি হয়তো অনেক আলোচনা শুনে থাকবেন অথবা এ নিয়ে নানান খবরাখবরও দেখে থাকবেন গণমাধ্যমে। বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

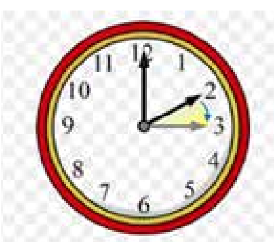

রবিবার, ১০ মার্চ রাত ২টায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে দিতে হবে

পরিচয় ডেস্ক: ডেলাইট সেভিংস টাইম - দিবালোক সংরক্ষণের সময় এই বছর শুরু হচ্ছে রবিবার, ১০ মার্চ, ২০২৪ রাত ২টায় যখন ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে দিতে হবে। যার লক্ষ্য আগামি নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ, রৌদ্রোজ্জ্বল সন্ধ্যা উপহার দেওয়া। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি অনুসারে সাম্প্রতিক আপডেট হওয়া কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম এবং ইলেকট্রনিক ঘড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হবে। পরিবর্তনটি বেশিরভাগ আমেরিকানকে সন্ধ্যায় আরও বেশি সূর্যালোক আনবে।

কিভাবে ডেলাইট সেভিং টাইম সামগ্রিকভাবে কাজ করে?

যদিও ডেলাইট সেভিং টাইমের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে - ১৭৮৪ সালে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে শুরু করে ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ নির্মাতা উইলিয়াম উইলেটের লেখা একটি প্যামফলেট পর্যন্ত- সময় পরিবর্তন নিজেই প্রমিত। যুক্তরাষ্ট্রে দিবালোক সংরক্ষণের বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের প্রভাবশালী উপদেষ্টা উইনি গ্রিকোর দুই ঠিকানায় এফবিআইয়ের অভিযান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা ও মেয়রের এশিয়ান এডভাইজরী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান উইনি গ্রিকোর মালিকানাধীন দুটি বাড়িতে হঠাৎ তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রের অত্যন্ত প্রভাবশালী উপদেষ্টার মালিকানাধীন দুইটি বাড়িতে অভিযান শুরু করে। অভিযানটি কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। উইনি গ্রিকো অ্যাডামসের প্রাক্তন তহবিল সংগ্রহকারী। বর্তমানে মেয়রের এশিয়ান বিষয়ক পরিচালক হিসাবে কাজ করছেন।

তল্লাশির বিষয়টি এফবিআইয়ের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করে জানান, তাদের সদস্যরা দুটি ব্রঙ্কস ঠিকানায় সকালে অভিযান চালিয়েছে। ঠিকানা দুইটি উইনি গ্রিকোর মালিকানাধীন। গ্রিকোর প্রতিবেশীরা জানান, ফেডারেল এজেন্টরা সকাল ৬ টার দিকে একই ব্লকে অবস্থিত দুটি বাড়িতে অনুসন্ধান শুরু করে। তারা বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে এলাকায় অবস্থান করে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন।

সিটি হলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, মিসেস গ্রেকো ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রশাসনিক ছুটিতে রয়েছেন।

এদিকে ঠিক কী কারণে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে তা স্পষ্ট করেনি এফবিআই। তবে অ্যাডামস ও গ্রিকোর বিরুদ্ধে বিদেশী প্রভাবের অভিযোগসহ মেয়রের প্রচারণার রাজনৈতিক তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে এফবিআই তদন্ত করছে। এই তদন্তের অংশ হিসেবে তল্লাশি বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প এবার যেসব কারণে জিততে পারবেন না

রিড গ্যালেন : ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের অসম্ভবতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি যখন নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন, তখন নির্বাহী ক্ষমতা বলতে তাঁর তেমন কিছুই ছিল না। ওই সময়ে তাঁর সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার প্রদর্শন ছিল টেলিভিশনে প্রচারিত একটি রিয়েলিটি শোর সঞ্চালক হিসেবে প্রতিযোগীদের ‘ইউ আর ফায়ারড’ বলে অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া।

বিরাট একটা বোর্ডরুমে টেবিলের সামনে বসে মিথ্যামিথ্যি ‘ইউ আর ফায়ার্ড’ বলে প্রতিযোগীদের বহিষ্কার করার সেই সিনেমাটিক দৃশ্য লাখ লাখ মার্কিন ভোটারকে আশ্বস্ত করেছিল, তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের গদিতে বসার যোগ্য। বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের কোনো দেশেই কর্মজীবী নারীরা সমানাধিকার পান না- জাতিসংঘের সাম্প্রতিক গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: কর্মক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় সমান সুযোগ-সুবিধা পান না, এ অভিযোগ নতুন নয়। তবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এ পরিস্থিতি গোটা বিশ্বে প্রায় একই রকম। জাতিসংঘের বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় খানস টিউটোরিয়ালস এর শিক্ষার্থীদের বিরাট সাফল্য

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত শুক্রবার ৮ মার্চ। এতে প্রয়াত শিক্ষক ড. মনসুর খান ও মিসেস নাঈমা খান প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিটির সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহত্ টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠান খানস টিউটোরিয়ালস এর সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১২১ জন শিক্ষার্থী সিটির বিভিন্ন স্পেশালাইজড স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে । এর মধ্যে বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

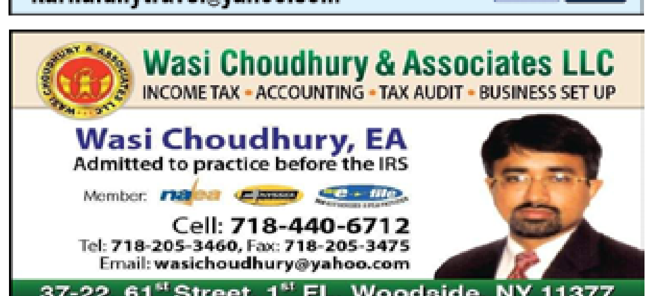

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯